CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 4 January, 2023 ■ আগরতলা ৪ জানুয়ারী, ২০২৩ইং ■ ১৯ পৌষ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে হতে পারে নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ আসছে ১১ জানুয়ারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। বড়জোর পয়তাল্লিশ দিন সময় রয়েছে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের। প্রশাসনের গতিবিধিতে এমনটাই মনে করা হচ্ছে। এই সম্ভাবনার পালে আজ হাওয়া দিয়েছেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত জানাতে গিয়ে তিনে বারে বারেই খুব শীঘ্রই নির্বাচন ঘোষণা হবে বলে অনুমান প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহেই ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলেই সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে। সেই লক্ষে আগামী সাত জানুয়ারী রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচন কমিশনের জাম্বু টিম আসছে।

কার্যত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরা সফরে এসে নির্বাচনের দামামা বাজিয়ে গিয়েছেন। এরপর থেকেই শাসক দল বিজেপি পুরোদমে মাঠে নেমে পড়েছে। আগামী পাঁচ জানুয়ারী থেকে বিজেপির রথযাত্রা শুরু হচ্ছে। সেই রথযাত্রার সূচনায় আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ১২ জানুয়ারী বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার হাত দিয়ে রথযাত্রার সমাপ্তি হবে। তার ঠিক একমাসের মধ্যেই বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা তৈরী হয়েছে।

মুখ্য নির্বাচন আধিকারীক কার্য্যালয় সূত্রে খবর আগামী সাত জানুয়ারী নির্বাচন কমিশনের সাত-দশ জনের একটি টিম রাজ্যে আসছে। ওই টিম রাজ্যে দুইদিন অবস্থান করবে। তাঁরা রিটার্নিং অফিসার এবং সহকারী রিটার্নিং অফিসারদের প্রশিক্ষণ দেবেন। শুধু তাই নয়, কেন্দ্রীয় আধা সামারক বাহিনী এবং নির্বাচনের কাজে নিযুক্ত আধিকারীকদের মোতায়েনে বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করবেন। তাঁরা ফিরে গিয়ে কমিশনে রিপোর্ট জমা দেবে।

আরও এবং এআরওদের প্রশিক্ষণ দিতে ৭ জানুয়ারী আসছে জাম্বো টিম

এদিকে, আগামী ১১ জানুয়ারী নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ রাজ্যে আসছে। তার আগে পাঁচ জানুয়ারী চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের নেতৃত্বে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে ভোট সংক্রান্ত সমস্ত দিক খতিয়ে দেখবেন। তাঁরা মানুষের দাবী আপত্তি শুনবেন। দিল্লি ফিরে গিয়েই কমিশন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংসদ বিপ্লব দেবের জামজুড়িস্থিত বাড়িতে দুস্কৃতীদের হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের জামজুড়ি স্থিত বাড়িতে কমিউনিস্ট আশ্রিত দুষ্কৃতীদের আক্রমন। আগামীকাল শ্রী দেবের বাবা হিরুধন দেবের বাৎসরিক কাজ।

এই উপলক্ষে রাজ্যের ও বহিঃ রাজ্যের সাধু সন্তদের উপস্থিতিতে হবে পুজার্চনা। তারই প্রস্তুতি চলছিল। এরই মাঝেই আচমকা একদল দুষ্কৃতী অতর্কিতে হামলা চালায় বলে জানা যায়। ভাঙচুর করা হয় গাড়ি, স্কুটি বাইক। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে আক্রমণের ঘটনায় হতচকিত সাধারণ মানুষ।

উল্লেখ্য আজই সিপিআইএম বিধায়ক রতন ভৌমিক এই এলাকায় সাংগঠনিক বৈঠক করেন। তার পর পরই এই আক্রমণের ঘটনা বলে জানা গেছে । বিপ্লব কুমার দেবের বাড়িতে হতে চলা এদিনের অনুষ্ঠান সম্পর্কে সবাই জানতেন। তাই, এই দিনটিকে বাছাই করেই আক্রমণের ছক কষা হয় বলে, মনে করা হচ্ছে।

বিপ্লব কুমার দেবের বাবা হিরুধন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক হাজার টাকা ভাতা বাড়ল আশা কর্মীদের

ভোটের মুখে দরাজ সিদ্ধান্ত মন্ত্রিসভার বেতন-ভাতা বৃদ্ধি সহ নতুন পদ সৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধীনে আশাকর্মীদের ভাতা ১ হাজার টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। আজ সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রিসভার বৈঠকের এই সিদ্ধান্তের কথা জানান তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। তিনি জানান, এতে রাজ্যের মোট ৭ হাজার ৭৬৭ জন আশাকর্মী উপকৃত হবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী মন্ত্রিসভার বৈঠকে আরও কিছু সিদ্ধান্তের কথা জানাতে গিয়ে বলেন, সারা রাজ্যের মিড ডে মিলে যুক্ত কুক কাম হেল্পারদের ভাতা ১৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫০০ টাকা করা হয়েছে। তিনি জানান, পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের অধীনে নিযুক্ত পাম্প অপারেটরদের ভাতা আরও ২৩০০ টাকা এবং গ্রাম উন্নয়ন ও পাঁয়েত দপ্তরের অধীনে নিযুক্ত পাম্প অপারেটরদের বেতন ভাতা আরও ২৪৯০ টাকা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে হোমগার্ডদের মসিক পেনশন ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২৫০০ টাকা করা হয়েছে। পাশাপাশি কর্মরত হোমগার্ডদের বেতন আরও ১ হাজার টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার ফলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কুমারঘাটে আগ্নেয়াস্ত্র সহ তৃণমূলের ব্লক সভাপতি গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার হাতে কয়েকটা দিন বাকি রয়েছে। এরই মধ্যে তৃণমূল ব্লক সভাপতির বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ অস্ত্র সহ তৃণমূল কংগ্রেস ব্লক সভাপতি নির্মল দত্ত(৩০)-কে আটক করেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে মামলাও নেওয়া হয়েছে। উনকোটি জেলায় কুমারঘাট মহকুমায় সুকান্ত নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩ নম্বর ওয়ার্ডে নিতাই দত্তের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কুমারঘাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কমল দেববর্মা জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আজ সকাল ১১টা নাগাদ নিতাই দত্তের বাড়িতে অভিযান ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইপিএফটির সহ সভাপতি যোগ দিলেন বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। আইপিএফটি প্রতিষ্ঠাতা এনসি দেববর্মার শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার একদিন পরে, পার্টির সহ-সভাপতি রায় বাহাদুর জামাতিয়া ৫০০ সমর্থক নিয়ে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন। সেই সাথে

তিপ্রা মথা নেতা জিতেন জামাতিয়াও বিজেপি জনজাতি মোর্চার রাজ্য সভাপতি বিকাশ দেববর্মা, বিজেপি সহ-সভাপতি পাতাল কন্যা জামাতিয়া এবং বিজেপির আরেক সহ-সভাপতি মঙ্গল দেববর্মার উপস্থিতিতে বিজেপিতে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দেড় শতাধিক

রোটা ভাইরাস চিহ্নিত করে চলছে চিকিৎসা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ জানুয়ারী।। বিলোনিয়া মহকুমাতে শিশু সহ মহিলা ও বৃদ্ধরা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। ১৫০ এর বেশী ছাড়িয়েছে অজানা রোগে আক্রান্তের সংখ্যা। দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে গেছে জেলা প্রশাসনের, মহকুমা প্রশাসনের। এছাড়া জেলা ও মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তরের হিমশিম খেতে হচ্ছে রোগীদের পরিষেবা নিয়ে। তবে জেলা ও মহকুমা স্বাস্থ্য দপ্তর পরিস্থিতির উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

সিজন ভিত্তিক বলে চিকিৎসকরা দাবি করে রোটা ভাইরাস হিসেবে চিহ্নিত করে পরিষেবা দিচ্ছে আক্রান্ত রোগীদের। এর মধ্যে রোগীর মল পরীক্ষা করার জন্য আগরতলা ল্যাবে পাঠানো সহ মাইছড়া ড্রিংকিং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের জলের নমুনা পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়। হঠাৎ করে পেটের ব্যাথার পাশাপাশি বমি, পাতলা পায়খানা সহ পায়খানার সাথে রক্ত যাওয়া অসুস্থ রোগীদের মধ্যে লক্ষন দেখা দিয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে পানীয় জল থেকে এটা হতে পারে। বিলোনিয়া মহকুমার পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সবচেয়ে এই রোগে আক্রান্ত। বিলোনিয়া ফাস্ট রেফারেল হাসপাতাল সহ মহকুমার বিভিন্ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অল্প বিস্তর এই রকম রোগী পরিষেবা নিতে আসছে বলে খবর। সব চাইতে বেশি মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ও বিলোনিয়া হাসপাতালে। এছাড়া ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় গুরুতর দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। পৃথক স্থানে যান দুর্ঘটনায় দুই জন আহত হয়েছেন। গাড়ি ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটি ঘটনায় গাড়ির চালককে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ বিশালগড়ে বাইক ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে একজন আহত হয়েছেন। এদিন টিআর০৩আই১৭৪৪ নম্বরের ট্রাকের সাথে টিআর০১ডাব্লিই৭৬৫৯ বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে। তাতে, বাইক চালক শাকিল আহমেদ (২০) রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন। স্থানীয় মানুষ তাঁকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটের মুখে রাজনৈতিক হিংসা, ধর্মনগরে কংগ্রেস- বিজেপির তুমুল সংঘর্ষ, লাঠিচার্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩ জানুয়ারী।। উত্তর জেলার প্রশাসন থেকে অনুমতি নিয়ে ধর্মনগর ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ধর্মনগর নয়াপাড়া অটো স্ট্যান্ডে এক সভার আয়োজন করে ধর্মনগর ব্লক কংগ্রেস। অভিযোগ,এদিন এই সভার খবর পেয়ে সভাস্থলের পাশে দুপুর থেকে সাউন্ড বক্স বাজিয়ে বিজেপি দলের কর্মী সমর্থকরা আনন্দ উল্লাস করতে থাকে। সন্ধ্যায় ঐ স্থানে কংগ্রেস কর্মী সমর্থক সহ নেতৃত্বরা সভা করতে গেলে তাদের বাঁধা দেয় বিজেপি কর্মীরা।

এতে সন্ধ্যা থেকে নয়াপাড়া এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয় ধর্মনগর থানার বিশাল পুলিশ, টিএসআর সহ সিআরপিএফ বাহিনী। এদিকে যতো সময় অতিবাহিত হচ্ছিলো পরিস্থিতি ততোটাই উত্তপ্ত হয়ে উঠে। কংগ্রেস কর্মীদের লক্ষ্য করে এলাকার বিধায়ক সহ অমিত শাহার জয়ধ্বনি শুরু হয়,সেই সঙ্গে বক্সে গান বাজতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকারা ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাদের উপস্থিতিতে শুরু হয় কংগ্রেসের সভা। মিনিট পাঁচেকের মাঝে পুলিশ টিএসআর সহ সিআরপিএফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে বাজে মন্তব্য সহ ধাক্কাধাকি শুরু করে বিজেপি কর্মীরা বলে অভিযোগ। তারই রেশ ধরে বাধ্য হয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে বিভিন্ন বাহিনীর জওয়ানরা একত্রে বিজেপি কর্মীদের উপর লাটি চার্জ শুরু করে। নিমিশের মধ্যে এলাকার পরিবেশ শান্ত হয়ে যায়।

কংগ্রেস নেতৃত্বরা সভা সমাপ্ত করে, বিজেপির বিরুদ্ধে শ্লোগান তুলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরীচ্যুত ১০৩২৩ শিক্ষক শিক্ষিকাদের মহাকরণ অভিযান। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

রহিমপুর সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে গুরুতর জখম পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। নেশা সামগ্রী পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের গুলিতে রক্তাক্ত হলো এক পাচারকারী। ঘটনা রহিমপুর সীমান্তে। গুলিবিদ্ধ পাচারকারী নাম বাবুল মিয়া। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার সন্ধ্যা পাঁচটায় বাবুল মিয়া নামে এক পাচারকারী রহিমপুর আন্তর্জাতিক সীমান্তের ১৬৩নম্বর গেটের পাশাপাশি স্থান দিয়ে কিছু নেশা সামগ্রী প্রচার করতে যায়।

সীমান্তে ডিউটিরত বিএসএফ জওয়ান তাকে উদ্দেশ্য করে মাথায় গুলি চালায়। তাতে তার মাথায় গুলি লাগে। তাতেই ঘটনাস্থলে তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েন। গুরুতর রক্তাক্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের মহাকরণ অভিযান করলেন চাকরীচ্যুত শিক্ষক শিক্ষিকারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। মহাকরণ অভিযানের ডাক দেয় ১০৩২৩-র সমস্ত সংগঠন গুলি। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই কর্মসূচীতে সামিল হন ১০৩২৩-র বিভিন্ন সংগঠনগুলি। মঙ্গলবার রবীন্দ্রভবনের সামনে থেকে শুরু হয় মহাকরণের উদ্দেশ্যে মিছিল।

মুখ্যমন্ত্রী তাদের আইনজ্ঞদের সঙ্গে প্রথম দফার বৈঠকে মিলিত হন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী দ্বিতীয় পর্বের বৈঠক করার প্রস্তাব দেন। দীর্ঘদিন হয়ে গেল মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থান এখনো স্পষ্ট নয়। এই অবস্থায় রাজ্যের ১০৩২৩ এর সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকারা গত ২৬ শে ডিসেম্বর একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ৩ জানুয়ারি সকাল ১১ টায় রবীন্দ্র ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করতে সিপিএমের রাজ্য কমিটির বৈঠক ১০ই

আসছেন সীতারাম ইয়েচুরি ও প্রকাশ কারাত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। তেইশের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে আগামী ১০ জানুয়ারি সিপিএমের একদিনের রাজ্য কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। ওই বৈঠকে অংশ নিতে আসছেন সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি এবং প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাত। নির্বাচন ঘোষণার পরের দিনই প্রার্থী তালিকা ঘোষণার লক্ষ্যে ওই বৈঠকে যাবতীয় সমস্ত কিছুই চূড়ান্ত হয়ে যাবে। এমনকি জোটের বিষয়েও রাজ্য কমিটির বৈঠকে ফয়সালা হয়ে যাবে।

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই বিধানসভা নির্বাচনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে, হাতে বেশি সময় নেই রাজনৈতিক দলগুলির কাছে। ত্রিপুরায় শাসকের গদি হারাতেই অস্তিত্ব নিয়ে মহা সংকটে পড়েছে সিপিএম। ফলে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পরিস্থিতির চাহিদা মেনে কংগ্রেসের সাথে জোটের চিন্তাভাবনা শুরু করেছেন কমিউনিস্টরা। বিজেপি-কে ক্ষমতা থেকে সরাতে কঠিন পদক্ষেপ নিতে চাইছে সিপিএম।

এক্ষেত্রে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা বিরাট চ্যালেঞ্জের, মানছেন দলের রাজ্য শীর্ষ নেতৃত্বরা।সূত্রের খবর, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী তালিকায় অধিকাংশই থাকবেন নতুন মুখ। এক্ষেত্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অনীহা, সিপিএম-কে দোটানায় ফেলেছে। আগামী ১০ জানুয়ারি সীতারাম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রেগার কাজে অনিয়মের অভিযোগে কল্যাণপুরে এডিসি ভিলেজ অফিসে তালা দিল ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩ জানুয়ারী।। কল্যাণপুর আর ডি ব্লকের অধীন আর এস পাড়া এ ডি সি ভিলেজ অফিসে তালা ঝুলালো রেগার একদল উপজাতি শ্রমিকরা। বেশ কিছু সময় তালাবন্দি অবস্থায় থাকে অফিস। এই ভিলেজ অফিসের ভিতরে পঞ্চায়েত সচিব, রেগার জিআরএস, সহ অন্যান্য কর্মচারীদের ভিতরে রেখেই বাইরে তালা ঝুলিয়ে দেয় শ্রমিকরা। চরম উত্তেজনা বিরাজ করে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যায় কল্যাণপুর থানার পুলিশ বাহিনী।

রেগার শ্রমিকদের অভিযোগ যে তারা গত কিছুদিন আগে এই আর এস পাড়া ভিলেজ এ উপজাতিরা এলাকায় ১৫ দিনের রেগার কাজ করেন। শ্রমিকদের আরো অভিযোগ তারা কাজ করেছে ২৬ জন কিন্তু টাকা পেয়েছেন ৩২ জন। এটা কি করে সম্ভব। আমরা কাজ করে টাকা

দিয়েছি কিন্তু ৬ জন কেন বিনা কাজ করে টাকা পেয়েছে তার প্রতিবাদ জানান এদিন এলাকার শ্রমিকরা। পাশাপাশি রেগার কাজ কাজ করে উচিত টাকা পাননি বরং যে অর্থ বরাদ্দ আছে রেগার কাজে তার থেকে অনেক টাকা কম পেয়েছেন।আরও জানান তারা কাজ করে বা ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এই সমস্ত অভিযোগ এনে বিক্ষোভে এদিন ভিলেজ অফিসে শ্রমিকরা তালা জ্বালিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রচুর পরিমানে বেআইনি কাঠের আসবাবপত্র উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ জানুয়ারী।। মঙ্গলবার বিকালে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশালগড় থানাধীন গজারিয়া এলাকা থেকে প্রচুর পরিমানে বেআইনি কাঠের তৈরি খাট উদ্ধার করে চড়িলাম এসডিএফও পল্লব চক্রবর্তী।তাছাড়া ঐদিনের অভিযানে ছিলেন বন দপ্তরের কর্মীরা সহ সিপাহীজলার এডিশনাল এসপি রনধীর দেব্বর্মা, বিশালগড় থানার পুলিশ, সিআরপিএফ।

জানা যায় গজারিয়া এলাকার আহমেদ মিয়ার বাড়িতে অভিযান চালিয়ে একটি বড় চেড়াই কাঠের করাত আর প্রচুর পরিমানে অর্ধেক তৈরি কাঠের খাট উদ্ধার করে চড়িলাম ফরেস্ট অফিসে নিয়ে গিয়ে বাজেয়াপ্ত করে।বন দপ্তরের আধিকারিক তথা পল্লব চক্রবর্তী আসার পর এই প্রথম বড় সাফল্য। তিনি জানান আগামী দিনেও এই অভিযান জাড়ি থাকবে।

এডভাইজার চৌমুহনীতে পুড়ল কয়েকটি বসত ঘর, দুটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। রাজধানীর এডভাইজার চৌমুহনী এলাকায় একটি বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাড়ির বেশ কয়েকটি ঘর। আগুন নিভাতে বেশ বেগ পেতে হয় দমকল কর্মীদের। জানা যায় এদিন এডভাইজার চৌমুহনী এলাকার প্রণতি দেববর্মার বাড়িতে আচমকা আগুন লেগে যায়। সে সময় বাড়ির সদস্যরা বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ঘর থেকে কালো ধোঁয়া বেরুতে দেখে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। ঘরের ভেতরে থাকা মহিলা সদস্যদের বের করে আনা হয়।

খবর দেওয়া হয় দমকল কর্মীদের। আগরতলা ফায়ার স্টেশন থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। কিন্তু আগুনের তীব্রতা বেশি থাকায় আরও একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আনা হয়। এদিকে খবর যায় বাধারঘাট ও কুঞ্জবন ফায়ার স্টেশনে। মোট চারটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় শেষ পর্যন্ত। দীর্ঘ সময় প্রচেষ্টার পর আগুন আয়ত্বে আসে। ঘন জনবসতিপূর্ণ এলাকা হওয়ায় আতঙ্ক ছড়ায় এই অগ্নিকাণ্ডে। এদিকে দমকল আধিকারিক জানান এই অগ্নিকাণ্ডে দুটি গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটে।

তাদের প্রাথমিক ধারণা শর্ট সার্কিট থেকেই অগ্নিকাণ্ড। ঘটনার সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন বিজেপি-র রাজ্য সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত। এই দৃশ্য দেখতে পেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ বাড়িতে ছুটে যান তিনি। অপরদিকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ৮৪ ▫ ৪ জানুয়ারি ২০২৩ইং ▫ ১৯ পৌষ ▫ বুধবার ▫ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ

জ্বালানি তেলই ভয়ঙ্কর অস্ত্র!

অর্থনৈতিক যুদ্ধে জ্বালানি তেলই এখন ভয়ঙ্কর অস্ত্র! রাশিয়ার বিরুদ্ধে সেই নয়া অস্ত্র প্রয়োগ শুরু করিয়াছে আমেরিকা-ইউরোপ। সম্প্রতি পশ্চিমের দেশগুলি রাশিয়ার জ্বালানি তেলের সর্বনিম্ন দর বাধিয়া দিয়া বলিয়াছে, কোনও দেশই এর কমে রাশিয়া থেকে তেল কিনিতে পারিবে না। একইসঙ্গে রাশিয়া থেকে সমুদ্রপথে তেল আমদানি বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়াছে ইউরোপ। বাধিয়া দেওয়া দামে রাশিয়ার তেল বিক্রি নিশ্চিত করিতে বিমা কোম্পানিকে ব্যবহার করছে পশ্চিমের দেশগুলি। সমুদ্রপথে তেলবাহী জাহাজ চলাচলে বিমা---সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ ও ইউরোপীয় কোম্পানিগুলির আধিপত্য। পশ্চিমের দেশগুলি সিদ্ধান্ত নিয়াছে, কম দামে তেল কেনা হইলে তেলবাহী ট্যাঙ্কারগুলিকে বিমা---সুবিধা দেওয়া হইবে না। রাশিয়ার তেলের দাম বাধিয়া দেওয়ার এই সিদ্ধান্তের প্রভাব এরই মধ্যে পড়িতে শুরু করিয়াছে।

কৃষ্ণসাগর থেকে আসা বসফরাস প্রণালীতে জাহাজগুলিকে ট্রানজিট---সুবিধা দেওয়ার আগে তাহাদের বিমা করা আছে কি না, সেটা যাচাই করা শুরু করিয়াছে তুরস্ক। অন্য অনেক দেশের মতো তুরস্কও চায় না তাহাদের সীমানা দিয়া বিমা নেই এমন কোনও তেলের জাহাজ পার হইয়া যাক। কারণ, যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে এবং সমুদ্রে তেল ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেটা পরিষ্কার করিতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন। বিমা কোম্পানিগুলির সাহায্য ছাড়া তাহা সম্ভব নয়।

মধ্যপ্রাচ্য বিশেষজ্ঞ ফয়সাল আল ইয়াফি অবশ্য বলিয়াছেন অন্য কথা। গত আট মাসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একাধিক নিষেধাজ্ঞার পরও যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় রাশিয়ার তেল রপ্তানি মাত্র ৫ শতাংশ কমিয়াছে। অনেক দেশই রহিয়ছে, যাহারা সানন্দে রাশিয়ার তেল কিনিয়া চলিয়াছে। এই প্রেক্ষাপটে তেলের দাম বাধিয়া দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত। কিন্তু এক্ষেত্রে সতর্কতাও প্রয়োজন। কারণ, পশ্চিমের দেশগুলি এখন দ্বিমুখী সঙ্কটে। রাশিয়াকে শক্ত করিয়া ধরিতে গেলে পশ্চিমী ও মিত্রদেশগুলিকে অসহনীয় অর্থনৈতিক দুর্ভোগের মধ্যে পড়িতে হইবে। আবার নরম পদক্ষেপ নিলে রাশিয়া যুদ্ধের গতি বাড়ানোর মতো অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করিয়া ফেলিবে। আর সেই কারণে, তেলের দাম বাধিয়া দেওয়ার সিদ্ধান্তে পৌঁছতে জি-৭ ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের নেতাদের কয়েক সপ্তাহ লাগিয়া গিয়াছে। শেষে রাশিয়ার তেলের সর্বনিম্ন দাম বাধিয়া দেওয়া হইয়াছে প্রতি ব্যারেল ৬০ মার্কিন ডলার। কমবেশি এই দামেই রাশিয়ার তেল এখন বিশ্ববাজারে বিক্রি হইতেছে।

গ্রেফতার করা যাবে না শুভেন্দুকে, রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়াল আদালত

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : আগের পাঁচটি মামলার সঙ্গে কাঁথির টেন্ডার দুর্নীতির মামলায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করতে পারবে না পুলিশ, মঙ্গলবার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজশেখর মান্থা। আগামী ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত রক্ষাকবচের মেয়াদ বাড়ল। ৫ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি। পরবর্তী শুনানির দিন মামলায় রাজ্যের তরফে বক্তব্য জানাবেন অ্যাডভোকেট জেনারেল। শুভেন্দুর আইনজীবীর অভিযোগ, ২৮ নভেম্বর নতুন মামলা দায়ের হয়েছে। আদালতে সেই বিষয়টি গোপন করেছে রাজ্য। এই টেন্ডার দুর্নীতি মামলা নিয়েই সম্প্রতি কাঁথির সভা থেকে শুভেন্দুকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে বলতে শোনা যায়, "ঠিকাদার দিয়ে এখানে চক্র চালিয়েছেন উনি। তাঁরাই হলদিয়া ডেভলপমেন্ট অথরিটির টেন্ডার পেতেন। তাঁরাই সেচের কাজ করতেন। দীঘা-শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদের কাজও পেতেন তাঁরাই। আবার জেলা পরিষদের কাজও যেত তাঁদের হাতেই।"

দূষিত পরিবেশে বাড়ছে অ্যালার্জিজনিত হাঁচি, কাশির ঝুঁকি

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : কোভিড পরবর্তী সময়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পাশাপাশি আমাদের দেশেও নাক কান গলার সমস্যা বেড়ে গেছে। এর মূলে আছে দূষিত পরিবেশ। বাতাস ও শব্দ দূষণের ফলে ছোট থেকে বড় সকলেরই অ্যালার্জিজনিত হাঁচি, কাশির ঝুঁকি বাড়ছে। পঞ্চাশতম সম্মেলনে এই বিষয়ের ওপর জোর দিয়ে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের চিকিৎসকরা মত বিনিময় করবেন। ৬ — ৮ জানুয়ারি ২০২৩ এ কলকাতার স্বভূমিতে শুরু হচ্ছে তিনদিন ব্যাপী নাক কান গলার চিকিৎসকদের ৫০তম সম্মেলন এওআইডব্লুবিসিওএন ২৩। দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রায় ৭০০ জন নাক কান গলা বিশেষজ্ঞ এই সম্মেলনে তাঁদের মত বিনিময় করবেন। এর আয়োজন করেছেন অ্যাসোশিয়েশন অফ অটোল্যারিঙ্গোলজি অফ ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখা। ৫০ তম সম্মেলনের এর অরগানাইজিং সেক্রেটারি সাংগঠনিক সম্পাদক ডা দ্বৈপায়ন মুখার্জি মঙ্গলবার জানান যে শহরাঞ্চলের বাতাসে মিশে থাকা নানা ভাসমান কণার উপস্থিতিতে বাড়ছে এআর অর্থাৎ অ্যালার্জি রাইনাইটিসের ঝুঁকি। বাতাসে ভেসে থাকা কণার সংস্পর্শে নাক ও শ্বাসনালীতে টাইপ -১ অতিসংবেদনশীলতার ফলে নাগাড়ে হাঁচি, সর্দি, কাশি ও পরবর্তীকালে ব্রঙ্কিয়াল হাইপাররেসপন্সিভনেস থেকে হাঁপানি ও সিওপিডির মত জটিল সমস্যার ঝুঁকি থাকে। শুরুতেই সতর্ক হলে জটিলতা এড়ানো যায়। এর আগের দিন ৫ জানুয়ারি হেলথ ইউনিভার্সিটি ও আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষানবীশ ইএনটি চিকিৎসকদের জন্য হাতে কলমে শেখার শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। হাতে কলমে কান ও নাকের সার্জারি অস্ত্রোপচার শেখাবেন সিনিয়র ইএনটি শল্যবিদরা। ইমিউনোথেরাপির সাহায্যে অ্যালার্জির সমস্যা সম্পূর্ন ভাবে সারিয়ে তোলা যায়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ইএনটির চিকিৎসক উৎপল জানা, ডা স্নেহাশিস বর্মন, ডা সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডা দুলাল বসু, ডা এ এম সাহা প্রমুখ।

ভারতীয় সংবিধান জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম : রাষ্ট্রপতি

জয়পুর, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতীয় সংবিধান জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম, এই মন্তব্য করলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে, রাজভবন প্রাঙ্গনে সংবিধান উদ্যানের উদ্বোধন করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পাশাপাশি ভার্চুয়ালি বিদ্যুৎ মন্ত্রকের বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন তিনি। সংবিধান উদ্যান উদ্বোধন করার পাশাপাশি রাজভবন প্রাঙ্গনে ময়ুর স্তম্ভ, জাতীয় পতাকা স্তম্ভ, মহাত্মা গান্ধী এবং মহারানা প্রতাপের মূর্তি উন্মোচিত করেছেন রাষ্ট্রপতি।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এদিনের অনুষ্ঠানে বলেছেন, রাষ্ট্রপতি হিসেবে এটাই রাজস্থানে আমার প্রথম সফর। রাজস্থানের মানুষ বীরত্ব ও ত্যাগের অমোঘ কাহিনী লিখেছেন। এই ভূমিকে আমি প্রণাম করছি। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, আমাদের সংবিধান এমন একটি দলিল যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে সম্পূর্ণ সক্ষম। তিনি বলেছেন, আমাদের বোনেরা নিজেদের সংগ্রাম ও সামর্থ্যের জোরে পঞ্চায়েত ভবন থেকে সংসদ ভবন পর্যন্ত নিজেদের উপস্থিতি ও অবদান ক্রমাগত বাড়িয়ে চলেছেন এবং সমাজ ও দেশের সেবা করছেন।

নারী মমতাময়ী

প্রথমরঞ্জন ভট্টাচার্য

ছোটবেলার কথা। খুব বকুনী খেয়েছিলাম মা'র কাছে। এখন বুঝি খুব সঙ্গত কারণেই। কিন্তু সেই বয়সে, মার প্রতি রাগে, ক্ষোভে, অভিমানে না খেয়ে চলে গিয়েছিলেন স্কুলে। মা মর্মবেদনা নিয়ে অভুক্ত অবস্থায় অপেক্ষা করেছিল। কলেজ থেকে ফেরা মাত্র দিদিকে পাঠিয়েছিল স্কুল থেকে ছুটি করিয়ে আমাকে নিয়ে আসার জন্য। বাড়ি ফিরলে স্নেহ দিয়ে ভালবাসা মাতা অশ্রুজলে আমাকে খাইয়ে দিয়েছিল মা ও দিদি। 'সে আজিকে হল কতকাল। তবু মনে হয়, যেন সেদিন সকাল।' ইতিহাসের পাতায় পাতায় লেখা আছে নারীর স্নেহ, মায়া, মমতা ও ভালোবাসার অজস্র কাহিনি। যুগে যুগে দেখা দিয়েছে প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হাতে স্নেহকারী সেবিকা ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল, কর্তব্য ও ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিতা ধাত্রী পান্না, করুণাময়ী রাণী রাসমনি, জগজ্জননী মা সারদা, আমাদের অত্যন্ত কাছের লোকমাতা ভগিনী নিবেদিতা, সেবিকা ও জননী সন্ত মাদার টেরিজা, দেশবনঝুজায়া মমতাময়ী মাতা বাসন্তী দেবী এবং আরও অনেকে।

বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে আছে নারীর এই সদগুণের অজস্র নমুনা। বড়দিদি'র মাধবী, বিন্দুর ছেলে'র বিন্দুবাসিনী, রামের সুমতি'র নারায়ণী, মেজদিদি'র হেমাঙ্গিনী, 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণাল, অনধিকার প্রবেশের জয়কালী মেঘ ও রৌদ্রে'র গিরিবালা, পোস্টামাস্টারের রতন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নদী ও নারী গেল্পে নীলিমা, প্রবোধ কুমার সান্যালের মহাপ্রস্থানের পথে'র রাণী প্রভৃতি চরিত্রগুলো রমনীর রম্যগুণে ভাস্কর হয়ে আছে। তেমনি বিদেশি সাহিত্যে ম্যাক্সিম গোর্কির মাদার রচনায় নিলোভনা জেন অস্ট্রিনের প্রাইড এন্ড প্রেজুডিস'এ এলিজাবেথ বেনেট' বা 'লিজা' বা 'লিজ্জি', লিও তলস্টয়ের 'অ্যানা ক্যারেনিনা'র অ্যানা ক্যারেনিনা' মার্গারেট মিচেলের গন উইথ দ্য উইন্ড রচনায় স্কারলেট ও হারা ক্রিস্টাল লি সাটনের রচনা 'নরমা রী' তে নরমা রী, পিএল ট্রাভার্সের অনবদ্য রচনা মেরী পপিন্সের মেরী পিপিন্স তাছাড়া এডিথ নেসাবিট এর লেখা দ্য রেলওয়ে চিলড্রেন এর ববাট (ববি) ওয়াটারবারী প্রভৃতি চরিত্রগুলো নারীর রমণীয় গুড়ে অমর হয়ে আছে।

তবুও নারীর এই সদগুণ সর্বজনীন, অপার্থিব চিরস্থায়ী স্বর্গীয় কোন বৈশিষ্ট্য। নারীর অনেক স্বার্থপর নিষ্ঠুর নীচ পরিচয়ও পাওয়া যায়। তবুও পুরুষের তুলনায় নারী বেশীমাত্রায় সামাজিক সদগুণের (প্রোসোশ্যাল বিবেভিয়ারস) অধিকারীণী। আবার অনেক ক্ষেত্রে নারী সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। বরও দেন, আবস্যক হল খাঁড়াও ধরেন।

জীবজগতে স্ত্রী ও পুরুষে প্রভেদ-প্রাণীদের মধ্যে স্ত্রীদের চাইতে পুরুষ সুন্দর, কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। মানুষের মধ্যে নারী সুন্দর। সিংহের কেশর, ময়ূরের পেখম, মোরগোর ঝুঁটি এবং রঙিন লম্বা পালকের পুচ্ছ, হরিণের শিং, পায়রার ঝুঁটি, পুরুষ পাখির মাথায় রঙের কারুকার্য এবং লম্বা লেজ, অনেক পুরুষ মাছের পাখনার বিচিত্র আকৃতি এবং রঙের বাহার শরীরে রঙ্কের কারুকার্য, পুরুষ পাখির কণ্ঠের গান প্রভৃতি প্রাণীজগতে পুরুষকে করেছে সুন্দর, নিজেকে মনোমোহন করে সঙ্গিণীকে আকৃষ্ট করার জন্য। অনেক পুলে রঙের বাহার, পতঙ্গকে আকৃষ্ট করার জন্য এবং তাতে আকৃষ্ট হয়ে পতঙ্গের মধুপান এবং ফলস্বরূপ ফুলের পরাগ মিল। কিন্তু কেন? কেন ময়ূরের সুন্দর পেখম? ডারউইনের যৌণ নির্বাচন (সেক্সুয়াল সিলেকশন) মতবাদ অনুযায়ী প্রকৃতির এই অমিতব্যায়ীতা অর্থাৎ ময়ূরে সুদৃশ্য, রঙিন, লম্বা পেখম প্রভৃতি যৌণ মিলন ক্রীড়া (মেটিং গেম)'র পক্ষে সহায়ক। ময়ূরী সঙ্গী নির্বাচনের সময় পেখমের আকার, আকৃতি রঙ প্রভৃতিকে সবচেয়ে গুরুত্ব দেয়। বিবর্তনের দিক থেকে এর যুক্তি বোঝ যায় কারণ দীর্ঘ এবং সুন্দর পেখম মানে শারীরিক সুস্থতা এবং ফলস্বরূপ সুস্থ, সবল সন্তানসন্ততি। সুতরাং প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই বৈশিষ্ট্যগুলো সঙ্গিনী আকর্ষণের ক্ষেত্রে সহায়ক। এখন প্রশ্ন, কেন প্রকৃতির এই বিলাসিতা এবং কিভাবে পুরুষ প্রাণীদের মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো রূপ পেল দীর্ঘদিন বিজ্ঞানীরা ধন্দে ছিলেন। উইস্কনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাডিসন ক্যাম্পাসের বিজ্ঞানীরা এর উত্তর খোঁজার জন্য পুরুষ ফ্লুট ফ্লাই এর বংশানুগত কৌশল (জেনেটিক সুইচ) বা তার সৌন্দর্যবিধায়ক বৈশিষ্ট্যের মূলে তাই নিয়ে গবেষণা করেন। পুরুষ প্রাণীর এই বৈশিষ্ট্যগুলো যা তার মূল বা মুখ্য জননেন্দ্রিয়ের কোন অংশ বা অঙ্গ নয়, এদের বলা হয় গৌন যৌণ বৈশিষ্ট্য (সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টারিস্টিক্স)। পুরুষ এবং মহিলার এই বৈশস্ট্য সম্পর্কিত বংশানুগুলো একই। তাহলে বৈশিষ্ট্যের এই পার্থক্য কেন? দেখা গিয়েছে একটি বিশেষ ধরনের প্রোটিনের বংশানুগত অবদমনের (জেনেটিক রিপ্লেশন) ফলে পুরুষের ক্ষেত্রে তার পেটের পিছনের দিকে রঙ্কের বাহারের সৃষ্টি হয় কিন্তু স্ত্রীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের কোন অবদমন না হওয়ায় এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় না।

বৈশিষ্ট্যের এই উপকরণগুলো (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বংশানু)-তো ছিলই। তফাৎ শুধু, তারা অবদমিত হয়ে ছিল বা রাখা হয়েছিল এবং সেটা হয়েছিল স্ত্রী-প্রাণীদের পছন্দের প্রয়োজনে। এবং প্রাণীদের এই বৈশিষ্ট্যগুলো ধীরে ধীরে লোপ পাবে। যেমন, অনেক প্রাণীর অনেক বৈশিষ্ট্য ধীরে ধীরে লোপ পেয়েছে। মানুষের ক্ষেত্রেও বিপরীত লিঙ্গকে আকৃষ্ট করার অনেক উপায় ও চেষ্টা। নারীরা শুধু পুরুষকে আকৃষ্ট করার জন্য সাজগোজ করে না। পুরুষও নারীর চাহিদা,পছন্দ ও ইচ্ছা অনুযায়ী সাজে, গায়ে গন্ধ মাখে। টিভিতে পুরুষদের ডিওডরান্টের বিজ্ঞাপন দেখলেই বোঝা যায় ঝাঁকে ঝাঁকে মহিলারা কিভাবে আকৃষ্ট হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রোনাল্ড ফিশার প্রথম প্রস্তাব করেন বংশানুগত যৌণ নির্বাচন কর্মপ্রণালী (জেনেটিক সেক্সুয়াল সিলেকশন মেকানিজম) পুরুষ প্রাণীর আতিশয্যময় শারীরিক অংলকরণের উদ্ভবের মূল্যে যা বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে দেখা যায় যারা যৌণক্রিয়ার মাধ্যমে বংশ বৃদ্ধি করে। এই বৈশিষ্ট্যগুলো স্ত্রী প্রাণীর পছন্দ ও আকর্ষণ, এবং অনেকের মধ্যে থেকে সেই অলংকত পুরুষটিকে সঙ্গী হিসাবে বেছে নেওয়ার পক্ষে সহায়ক (ফিশারিয়ান রানঅ্যাওয়ে) বিবর্তনবাদের দিক থেকে এই অলংকরণ প্রাকৃতিক নির্বাচনের (ন্যাচারাল সিলেকশন) সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বরং বিসদৃশ এবং বেমানান (ইনকম্প্যাটিবল), ফিশারে তত্ত্ব অনুযায়ী পুরুশ প্রাণীর অলংকরণ একটি ইতিবাচক পুনর্নিবেস (পজিটিভ ফিডব্যাক, রানঅ্যাওয়ে) প্রক্রিয়ার ফল যা চালিত করে স্ত্রী-প্রাণীর অন্তযৌণ (ইনটারসেক্সুয়াল) পছন্দ যার ফলে সেইসব পুরুষকে সঙ্গী হিসাবে বেছে নেওয়া হয় যাদের এই অলংকরণ আছে। স্ত্রী প্রাণীর এই যৌণ বাচাই এবং পুরুষ -প্রাণীর এই অলংকরণ উভয়েই বংশানুগত ভাবে পরিবর্তনযোগ্য (জেনেটিক্যালি ভেরিয়েবল) এবং উত্তরাধির সূত্রে প্রাপ্য (হেরিটেবল)। মানুষের মধ্যে নারীর সৌন্দর্য্যও পুরুষের সঙ্গিনী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা নেয় এবং পুরুষরে যৌণ নির্বাচনের (সেক্সুয়াল সিলেকশন) ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং সহায়ক) প্রাণীর ক্ষেত্রে পুরুষের এবং মানুষের ক্ষেত্রে নারীর এই বৈশিষ্ট্যগুলো বংশানুগন (জেনেটিক)।

সৌন্দর্যের মূলে বিপরীত লিঙ্গের পছন্দ এবং চাহিদা , এবং এর উদ্দেশ্য ও সার্থকতা মনোমত সঙ্গী বত্রা সঙ্গিনী খুঁজে নেওয়া এবং পাওয়া। অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন যেখানে বেঁচে থাকার সংগ্রাম (স্ট্রাগল ফর এগজিস্টেন্স) যৌণ নির্বাচন সেখানে সঙ্গী বা সঙ্গিনী পাওয়ার সংগ্রাম (স্ট্রাগল ফর মেট)। কোন একটি প্রজাতির মধ্যে পুরুষ ও নারী দেখতে ভিন্ন রকমে হওয়ার ঘটনাকে বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় যৌণ দ্বিরুপতা (সেক্সুয়াল ডাইমরফিজম) যে সব প্রজাতির পুরুষরা স্ত্রীদের চাইতে অনেক বেশি বর্ণময় এবং বৈচিত্রময় সেখানে এর একমাত্র কারণ স্ত্রী প্রাণীরা সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে বেশীমাত্রায় খুঁতখুঁতে। তাঁরা সাধারণত বর্মময় এবং সবচেয়ে জমকালো পুরুষকে সঙ্গী নির্বাচনের ব্যাপারে বেশীমাত্রায় খুঁতখুঁতে। তাঁরা সাধারণত বর্ণময় এবং সবচেয়ে জমকালো পুরষকে সঙ্গী বিসাবে বেছে নেয়। ফলে প্রত্যেক প্রজন্মের মধ্যে বেশিমাত্রায় সংক্রমিত হয়। ফলস্বরূপ উজ্জ্বল এবং বর্ণময় পুরুষের সংখ্যা বৃদ্ধি। অপরদিকে স্ত্রী প্রাণীরা বর্ণে ও উজ্জ্বলতায় মৃয়মান হওয়াটাই বোধহয় বাঞ্ছনীয় কারণ তার ফলে তারা শিকারির নজর এড়িয়ে নিজেদের বাঁচাতে পারে। সুতরাং স্ত্রী ও পুরুষ প্রাণীদের দেখতে ভিন্ন হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট কারণ রয়েছে মানুষের ক্ষেত্রে কারণগুলো স্পষ্ট নয় এবং সর্বাংশে জ্ঞাতও নয়। তবে একথা ঠিক যে পুরুষের চাইতে নারীর ক্ষেত্রে বাহ্যরূপ অর্থাৎ দেখতে সুন্দর হওয়ার ব্যাপারে একটা চাপ এবং চাহিদা রয়েছে। যদিও কারণটা যথেষ্ট পরিমাণে সামাজিক এবং সেই অর্থে বংশানুগত বিবর্তন (জেনেটিক এভেলিউশন) হিসাবে ততটা নয়। সত্যি কথা বলতে, মানুষ ও প্রাণীর মধ্যে এই পার্থক্যের সঠিক যুক্তি নির্ভর কারণ আমাদের কাছে এখনও স্পষ্ট নয়।

নারী ও পুরুষ প্রবেদ ঃ- প্রভূত গবেষণা, পরীক্ষা ও মধ্যে তেমন কোন আকৃতিগত পার্থক্য (মরফোলজিক্যাল ডিফারেন্স) স্পষ্ট নয় কিন্তু ক্রিয়াকর্ম সংক্রান্ত পার্থক্য এবং গুণগত পার্থক্য বোঝায় কিন্তু আকৃতিগত বা পরিমাণ সংক্রান্ত কোনও পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় না। ক্রোমোজোমের পার্থক্য, হরমোনের পার্থক্য অবশ্যই আছে। পুরুষের মস্তিষ্কে টেস্টোস্টেরোন হরমোনের প্রবাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। অণ্ডকোষ বা ডিম্বাশয়ের ক্রিয়াকর্মের পার্থক্যের মূলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাস, পিটুইটারি গ্লান্ডের পার্থক্য। মস্তিষ্কের এই কেন্দ্রগুলো আকৃতিগত ভাবে এক। তাঁদের দ্বারা নিঃসারিত হরমোনও এক, তফাৎ শুধু নিঃসরণের ধরনের অর্থাৎ মহিলাদের ক্ষেত্রে তালে তালে (পালসেটাইল) নিঃসরণ এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে এই নিঃসরন প্রায় অবিরাম (অলমোস্ট কন্সট্যান্ট) যার ফলে অণ্ডকোষ এবং ডিম্বাশয়ের মধ্যে মূলগত তফাৎ নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রে আকৃতি এক কিন্তু ক্রিয়াকর্মে তফাৎ। পরিপাক প্রণালীর (গ্যাসস্ট্রইনটেশটিন্যাল সিস্টেম) (প্যাসেজ টাইম) পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের ক্ষেত্রে বেশি যার প্রভাব পড়ে খাদ্য পরিপাকে এবং ওষুধের শোষণ ক্রিয়ায় (অ্যাবজরপশন টাইম)।

সুতরাং নারী ও পুরুষের সমস্ত ক্রিয়াকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয় তাঁদের ক্রিয়াকর্মঘটিত পৃথক মস্তিষ্ক (ফাংকশন্যালি ডিপারেন্ট ব্রেন)-র দ্বারা সেক্ষেত্রে হয়তো "পুরুষ মস্তিষ্ক" এবং "স্ত্রী মস্তিষ্ক" স্বীকার করে নেওয়া যায়। পুরুষ ও নারীর সাদারণ মাসাজিক ও ব্যক্তিগত আচার আচরণ ব্যবহাকগত পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে

> নারী ও পুরুষের সমানাধিকারকে সর্বান্তকরণে শ্রদ্ধা করেও বলা যায়, নারী ও পুরুষের মধ্যে আকৃতিগত প্রকৃতিগত,জৈব-প্রবণতা সংক্রান্ত (বায়োলজিক্যাল), প্রাণরাসায়নিক (বায়োকেমিক্যাল, বিশেষ করে হরমোন সংক্রান্ত) বেশ কিছু পার্থক্য আছে এবং সেগুলো মেনে নিয়েও উভয়ের স্বার্থ, উভয়ের মধ্যে সুস্থ, সুন্দর সম্পর্ক এবং নারী ও পুরুষের সামাজিক ও পারিবারিক স্বার্থ সুষ্ঠ ভাবে বজায় রাখা সম্ভব এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়।

পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে নারীরা সাধারণ সামাজিক গুণে যেমন, উদারমনা, পরার্থপর, বৈষম্যতাবিরোধী, স্নেহশীলা প্রভৃতি গুণে পুরুষদের চাইতে অধিকমাত্রায় সমৃদ্ধ। অন্ততপক্ষে এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য সাধনের কৌশল, যশ, সুখ্যাতি প্রভৃতির গোপন অভিলাষ যদি না থাকে। অবশ্য এইসব বৈসিষ্ঠের অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষা (শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই নয়), সামাজিক পরিকাঠামো এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশের উপর। এখন প্রশ্ন, স্নায়ুজীববিদ্যা (নিউরোবায়োলজি) -র কোন স্তরে, কিভাবে এবং কেন এই সামাজিক গুণগুলোর প্রকাশভেদ দেখা যায় নারী ও পুরুষের মধ্যে মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালীর কোন পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে?

নারী ও পুরুষের সমানাধিকারকে সর্বান্তকরণে শ্রদ্ধা করেও বলা যায়, নারী ও পুরুষের মধ্যে আকৃতিগত, প্রকৃতিগত, জৈব প্রবণতা সংক্রান্ত (বায়োলজিক্যাল), প্রাণরাসায়নিক (বায়াকেমিক্যাল, বিশেষ করে হরমোন সংক্রান্ত) বেশ কিছু পার্থক্য আছে এবং সেগুলো মেনে নিয়েও উভয়ের স্বার্থ, উভয়ের মধ্যে সুস্থ, সুন্দর সম্পর্ক এবং নারী ও পুরুষের সামাজিক ও পারিবারিক স্বার্থ সুষ্ঠ ভাবে বজায় রাখা সম্ভব এবং সেটাই বাঞ্ছনীয়। নারী পুরুষের জননেন্দ্রিয়াদির মধ্যে পার্থক্য যেমন সুস্পষ্ট মস্তিষ্কের দেখা গিয়েছে পুরুষদের থেকে নারীরা বেশি উদারমনোভাবাপন্ন। পুরুষ ও নারীর মস্তিষ্ক এই সামাজিক ও ব্যক্তিগত সদাচারগুলোকে এবং স্বার্থপরতাকে ভিন্ন প্রণালীর মাধ্যমে কার্যকরী করে। নারীর ক্ষেত্রে সদাচারগুলো মূল্য পায় বেশি পক্ষান্তরে পুরুষের ক্ষেত্রে স্বার্থপর আচারণ বেশিমাত্রায় পুরষ্কৃত হয়। আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যভাগে অবস্থিত একটি অংশ স্ট্রাইয়াটাম আমাদের ব্যবহারকে পুরুস্কৃত করার সাথে যুক্ত এবং আমরা যখন কো নসিদ্ধান্ত নেই তখন মস্তিস্কের এই অংশটি উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে মহিলাদের ক্ষেত্রে স্ট্রাইয়াটাম অংশটি ভীষণভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে সদগুণ সম্পন্ন কাজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, যখন স্বার্থপরতার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তার তুলনায়। অপরদিকে পুরুষদের ক্ষেত্রে স্বার্থপর ব্যবহারকে অধিক মূল্য দেওয়া হয়। আবার দেখা গিয়েছে কোন ওষুধের যদি মস্তিষ্কের স্বাভাবিক অবস্থাকে বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয় তাহলে মহিলাদের ক্ষেত্রে স্বার্থপর মনোবাব প্রাধান্য পায় এবং পুরুষদের ক্ষেত্রে সদগুণের আধিক্য দেখা যায়। সুতরাং পুরুষও মহিলাদের মস্তিষ্কের স্তরে (বায়োলজিক্যাল লেভেল) নারী ও পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্য দেখা যায় কিন্তু এটা ধরে নেওয়া ভুল হবে যে এই গুণ নারীর সহজাত এবং এর উদ্ভবের মূল্যে বিবর্তন। আমাদের মস্তিস্কে 'পুরস্কৃত হওয়া এবং শিক্ষণ প্রণালী (রিওয়ার্ড অ্যান্ড লার্নিং সিস্টেম) সহযোগী হয়ে কাজ করে। পরীক্ষার ফলে দেখা গিয়েছে মেয়েরা সামাজিক সদাচারের জন্য প্রশংসা ওপুরস্কার পায় ফলে তাঁদের মধ্যে স্বার্থপর না হয়ে অন্যকে সহায়তা করলে পুরস্কৃত হওয়া যায় এই ধারণা বা প্রবণতা মনে গেঁথে যায়। মহিলা ও পুরুষের ব্যবহারের যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় সেটি সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের উপরেও নির্ভর করে। এবং মহিলা ও পুরুষের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক আশা, আকাঙ্খা ও প্রত্যাশার উপর নির্ভর করে এই সামাজিক ব্যবহার।

ডোপমিন এবং আমাদের আচার, আচরণ ও ব্যবহারঃ- আমাদের ব্যবহার, আচার, আচরণ সার্বিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় মস্তিষ্কের দ্বারা। এবং এই কাজটি সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় স্নায়ুসংবাদ পরিবাহী (নিউরেট্রান্সমিটার) কতকগুলো রাসায়নিক বার্তাবাহক যৌগের (কেমিক্যাল মেসেঞ্জার) দ্বারা যেমন, ডোপামিন, সেরোটোনিন প্রভৃতি। স্নায়বিক পর্যায়ে মানুষের সামার্জিক সদগুণগুলো ভীষণভাবে প্রভাবিত হয় মস্তিষ্কে ডোপামিনের ক্ষরণ এবং মাত্রার দ্বারা।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে ডোপামিন কার্য কারণ সম্পর্কিতভাবে মানুষের সামাজিক আচরণের সাথে যুক্ত। পরীক্ষামূলকভাবে ডোপামিনের মাত্রা বৃদ্ধি করে দেখা গিয়েছে তার ফলে সর্বসমতাবাদী অভিপ্রায় (ইগালিটারিয়ান মোটিভস) মানুষের ব্যবহারে অগ্রাধিকার পায়। যন্ত্রগণকের সাহায্যে রচিত মডেলের (কম্প্যুটেশন্যাল মডেলিং) দ্বারা দেখা গিয়েছে বৈষমাবিরোধী মনোভাবকে ডোপামিনের মাত্রা ভীষণভাবে প্রভাবিত করে।

পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে ডোপামিন মানুষের সামাজিক আচার- আচরণের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। **লিঙ্গভেদেজ ডোপামিনজাত সামাজিক আচরণে পক্ষপাতিত্বঃ-** নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ডোপামিনের মাত্রা ও পরিমাণের পার্থক্য এবং ডোপামিনের গ্রাহকের (ডোপামিন রিপ্টোর) ঘনত্বের (পরিমানের) একটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এর উপর ভিত্তি করে এবং সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে ডোপামিনের প্রভাব লক্ষ করে লিঙ্গভেদে সামাজিক আচরণের পক্ষপাতিত্বের উপর নারীপুরুষের ক্ষেত্রে ডোপামিন নির্ভর একটি পরীক্ষা করা হয়। ডোপামিনের মাত্র বৃদ্ধি করলে নারী বেশি মাত্রায় স্বার্থপরতার চাইতে সদাচারমুখী হবে এবং যেহেতু পুরুষের স্বার্থপরতার প্রবণতা বেশি ডোপামিনের মাত্র বৃদ্ধি করলে পুরুষ বেশি মাত্রায় স্বার্থপর হবে। দেখা গিয়েছে নারীরা দান এবং সেবামূলক কাজ করার সময় তাঁদের স্ট্রাইয়াটামের (মস্তিষ্কের যে অংশটি ডোপামিনের দ্বারা ভীষণভাবে উদ্দীপিত হয়) সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। এবং নারীদের ক্ষেত্রে ডোপামিনের মাত্র কমিয়ে দিলে সআবর্থপরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং স্ট্রাইযাটামের সক্রিয়তাও হ্রাস পায়।

অপরদিকে পুরুষের ক্ষেত্রে ডোপামিনের মাত্রা কমিয়ে দিলে পুরুষের মধ্যে স্বার্থপরতার চাইতে সদাচারের প্রবণতা বৃদ্ধি পায় এবং স্ট্রাইয়াটামের সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। অবার স্বাভাবিক অবস্থায় ডোপমিন প্রতিরোধী এমসিইলপ্রাইড ব্যবহার করে মস্তিষ্কে ডোপমিনের মাত্রা পরীক্ষামূলকভাবে কমিয়ে দিয়ে নারীপুরুষের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবে ডোপমিনের মাত্রা কমিয়ে যে ফল পাওয়া যায় সেই রকমই ফল পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং লিঙ্গভেদের ফলে সদাচারণের প্রবণতা প্রকাশভেদ হয়। এবং নারীরা পুরুষের চাইতে বেশি মাত্রায় সদাচার প্রবণ এবং তার জন্য তাঁদের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকর্ম এবং ডোপামিনের মাত্রার প্রভাব কাজ করে।

বংশানুগত এবং পরিবেশগত প্রভাব ঃ- মানুষ 'সামাজিক জীব'। প্রাগৈতিহাসিক যুগে প্রকৃতির নিদারুণ প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে মানুষ সমাজবদ্ধ হয়। একে অপরকে সহযোগিতা করতে শেখে। সমাজবদ্ধ জীবনের প্রভাবে মানুষের মস্তিষ্কের উন্নতি এবং বুদ্ধির বিকাশ হয়। একক জীবনের চাইতে গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবনে সবার সাথে মানিয়ে নিয়ে চলার জন্য অনেক বেশি জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় এবং সেই জটিলতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য বেশিমাত্রায় বুদ্ধির প্রয়োজন। সামাজিক জীবন মানুষের বুদ্ধির উৎকৃষ্ঠতার প্রদান কারণ না হলেও একটি মুখ্য কারণ। জীবজগতে মানুষ সবচেয়ে বৃদ্ধির স্বরূপ হিসাবে ও সামাজিক জীবনের দায়বদ্ধতা হিসাবে মানুষের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ব, সামাজিক সদগুণ ও সদাচার এবং বিশ্বাসযোগ্যতা ভীষণভাবে দানা বাঁধে গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে আরও সার্থক করে তোলার জন্য। তাই ব্যক্তিগত প্রভেদ থাকা সত্ত্বেও মানুষ স্বাভাবিকভাবে সামাজিক গুণাবলীতে সমৃদ্ধ। আবার মানুষের মধ্যে অসামাজিক ব্যবহারেরক পরিচয়ও পাওয়া যায়।

যমজ সন্তান, পোষ্য সন্তানদের মধ্যে স্নায়বার হরমোন সংক্রান্ত (নিউরোহরমোনাল) এবং আরও অনেক পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে জানা গিয়েছে সামাজিক সদগুণ এবং অসদগুণগুলো বংশানুগত পার্থক্যের উপর বহুলাংশে এবং পরিবেশের উপর যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভরশীল। সামাজিক সদগুণগুলো অধিকাংশই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। যে সমস্ত পিতামাতার মধ্যে সামাজিক সদাচার ও সদগুণগুলোর আধিক্য লক্ষ্য করা যায় তাদের সন্তানসন্ততিদের মধ্যেও এইসব সদগুণগুলোর উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যায়। যমজ সন্তানদের ক্ষেত্রে শৈশবে সামাজিক সদগুণগুলোর উপস্থিতি সমানভাবে লক্ষ্য করা গেলেও বায়োবৃদ্ধির সাথে ভিন্ন পরিবেশের প্রভাবে এই সদগুণগুলোর মধ্যে প্রকাশের ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সুতারং সামাজিক সদাচারও সদগুণগুলো শুধু যে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং বংশানুগত তাই নয়, পরিবেশের উপরও অনেকাংশ নির্ভরশীল।

ঘরের শিক্ষাও এক্ষেত্রে অনেক কাজ করে। শৈশবে পিতামাতা যদি সন্তানকে খাবার জিনিস, খেলনা সামগ্রী প্রভৃতি অন্য শিশুদের সাথে ভাগ্যভাগি করে খেতে এবং খেলতে শেখান তাহলে শিশুসন্তানদের মধ্যে এই সদগুণগুলো বিকাশ লাভে সমর্থ হবে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই গুণগুলো বৃদ্ধি পেতে থাকবে। এই গুণগুলো পরিবর্তনশীল এবং এই সদগুণগুলোর চর্চা করলে এরা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং বিকাশ লাভ করতে থাকে। অন্যথায় বংশানুগত কারণে উত্তরাধিকার সূত্রে এইসব গগুণেণ অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও চর্চার অভাবে এবং পরিবেশের প্রভাবে এই গুণগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দেখা গিয়েছে শিক্ষকদের যদি প্রশিক্ষিত করা যায় ছাত্রদের মধ্যে সদাচার প্রবৃত্তিগুলোকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য, সেক্ষেত্র সুফল পাওয়া যায়। এমনকি টিভি প্রোগ্রামের সাহায্যে যদি এই সদাচারণের মনোভাব এবং দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রচার করা যায় তাহলেও সুফল মেলে।

শিশুদের মধ্যে এই সদগুণগুলো বৃদ্ধি পায় যদি পিতামাতারা তাদের সন্তানদের ইচ্ছা, প্রয়োজন এবং তাগিদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং সংবেদনশীল হয়। অপরাদিকে রূঢ়, কঠোর কর্তৃত্বপূর্ণ এবং সামান্য ব্যাপারে শাস্তি দিতে আগ্রহ পিতামাতার সন্তানের মধ্যে সাধারণত এইশব গুণের কমতি দেখা যায়। সামাজিক আচরণেণ ক্ষেত্রে হরমোনের প্রভাব উল্লেখযোগ্য। আবার সামাজিক ব্যবহার বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে যেমন পারিবারিক বা বংশগত সম্পর্ক থাকলে, ভবিষ্যতে পারস্পরিক ক্রিয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ দেওয়ানেওয়ার সম্ভাবনা থাকলে বা কোন স্বার্থ থাকলে অথবা নিজের সুনাম, যশ প্রভৃতির কথা ভেবে মানুষ সাধারণত সদাচারে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হয়। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রয়াত বর্ষীয়ান রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রা সেন, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): চলে গেলেন বর্ষীয়ান রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী সুমিত্র সেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর। দীর্ঘ দিন ধরেই বার্ধক্যজনিত সমস্যায় ভুগছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকবার্তা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিগত কয়েকদিন অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় একটি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন সুমিত্রা সেন। ২১ ডিসেম্বর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। সোমবার সকালে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসে পরিবার। তেমনটাই জানিয়েছিলেন তাঁর দুই কন্যা ইন্দ্রাণী সেন এবং শ্রাবণী সেন। সোমবার শ্রাবণী সেন বলেন, "মায়ের অনেক বয়স হয়েছে। সুতরাং, বয়স একটা কারণ এই অসুস্থতার। মা ভাল নেই। মোটামুটি আছেন। চিকিৎসকদের পরামর্শেই মাকে আমরা বাড়িতে নিয়ে এসেছি।" মঙ্গলবার ভোরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

হাসপাতাল সূত্র জানিয়েছিল, বার্ধক্যজনিত একাধিক সমস্যায় ভুগছিলেন সুমিত্রাদেবী। ডিসেম্বর মাসে ঠান্ডা লাগে তাঁর। অসম্ভব সর্দি-কাশি হয়। ফুসফুসে ধরা পরে ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া। এই অসুস্থতা শিল্পীর শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গেও প্রভাব ফেলে।

অনেক কম বয়সেই """"গীতবিতান""""-এ গান শেখা শুরু সুমিত্রা সেনের। """"বৈতানিক""""-এও সঙ্গীতের পাঠ নেন। তবে, প্রাথমিক পাঠ মায়ের কাছেই। পরবর্তীকালে শিক্ষাগুরু হিসেবে অনাদি দস্তিদার, প্রদ্যুত নারায়ণ, সুরেন চক্রবর্তী, শ্রীমতি রাধারানি, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সঙ্গীত ব্যক্তিত্বদের সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী সুমিত্রার দুই কন্যাও বাংলা সঙ্গীত দুনিয়ায় ছাপ ফেলেছেন। তাঁর বড় কন্যা শিল্পী ইন্দ্রাণী সেন। কনিষ্ঠ কন্যা শ্রাবণী সেনও রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন।

গত বছর ২১ শে ডিসেম্বর তাঁর ব্রঙ্কোনিউমোনিয়া ধরা পড়ে। ভর্তি ছিলেন দক্ষিণ কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে। চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন নিউমোনিয়া থেকেই দেহে আনুষঙ্গিক জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল শিল্পীর। সোমবার রাতেই বাড়ি নিয়ে আসা হয় শিল্পীকে। বাড়ি থেকেই শিল্পীর চিকিৎসা চলবে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয় পরিবারের তরফে। কিন্তু, মঙ্গলবার ভোর চারটে নাগাদ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ষীয়ান এই শিল্পী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এদিন সকালে মুখ্যমন্ত্রীর শোকবার্তা প্রকাশ করে। তাতে লেখা, "বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী সুমিত্রা সেনের প্রয়াণে আমি গভীর শোক প্রকাশ করছি। তিনি আজ কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের অগ্রগণ্য শিল্পী সুমিত্রা সেন দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে নিজস্ব গায়কিতে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে রেখেছিলেন। প্রশিক্ষক হিসাবে তিনি অগণিত গুণমুগ্ধ ছাত্রছাত্রী রেখে গেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ২০১২ সালে """"সঙ্গীত মহাসম্মান"""" প্রদান করে।

সুমিত্রা সেনের সঙ্গে আমার দীর্ঘদিনের নিবিড় সম্পর্ক ছিল। তাঁর প্রয়াণে সঙ্গীত জগতের এক অপূরণীয় ক্ষতি হল। আমি সুমিত্রাদির দুই কন্যা ইন্দ্রাণী ও শ্রাবণী এবং সুমিত্রাদির পরিবার-পরিজন ও অনুরাগীদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।"

মঙ্গলবার থেকে আগরতলায় শুরু হয়েছে বজরংবলির পুজা।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী বললেন বিজ্ঞানের উচিত ভারতকে আত্মনির্ভর করা

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ১০৮ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের উদ্বোধন করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ভারতকে আত্মনির্ভর করা উচিত বিজ্ঞানের। বিজ্ঞানের প্রচেষ্টা তখনই ফল দিতে পারে, যখন তাঁরা ল্যাব থেকে জমিতে যাবেন। ২০২৩ সালকে আন্তর্জাতিক বাজরা বছর হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, ভারতের বাজরা এবং বাজরার ব্যবহার বিজ্ঞানের সাহায্যে আরও উন্নত করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, স্টার্টআপের ক্ষেত্রে বর্তমানে তিনটি শীর্ষ দেশের মধ্যে রয়েছে ভারত। ২০১৫ সাল পর্যন্ত আমরা ১৩০টি দেশের বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে ৮১ তম স্থানে ছিলাম, কিন্তু ২০২২ সালে আমরা ৪০ তম স্থানে পৌঁছেছি।

এ বছর ভারতীয় বিজ্ঞান কংরেসের অধিবেশনের আলোচনার মূলবিষয় হল - মহিলাদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। অংশগ্রহণকারীরা দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভূমিকা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন। এছাড়াও উচ্চ শিক্ষা, গবেষণা এবং শিল্পে মহিলা অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং গণিত এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মহিলারা যাতে সমান সুযোগ সুবিধা পান সে ব্যাপারেও নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি নিয়ে আলোচনা করা হবে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে নারীর ভূমিকা নিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে বিখ্যাত মহিলা বিজ্ঞানীরা ভাষণ দেবেন। শিশুদের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহ তৈরি করতে অনুষ্ঠিত হবে শিশু বিজ্ঞান কংগ্রেস। কৃষিকাজে যুবকদের উৎসাহ দিতে আয়োজন করা হয়েছে কৃষক বিজ্ঞান কংগ্রেসের। প্রাচীনকালে দেশজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা তুলে ধরতে এবং উপজাতি মহিলাদের ক্ষমতায়নের দিকে লক্ষ্য রেখে অনুষ্ঠিত হবে উপজাতি বিজ্ঞান কংগ্রেস।

পারদ নামতেই ফের ঠাণ্ডা বাড়ল তিলোত্তমায়, জমজমাট শীতে কাঁপছে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গ

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): তাপমাত্রার পারদ নামতেই শীত বাড়ল তিলোত্তমায়। কলকাতার পাশাপাশি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নেমেছে পারদ, গ্রাম বাংলা কাঁপছে জম্পেশ শীতে। আগের দিনের তুলনায় একটু কমে মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ পৌঁছেছে ১৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৪.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। উত্তুরে হাওয়ার দাপট বাড়তেই ও পরিস্থিতি অনুকূল হতেই তাপমাত্রা কমেছে তিলোত্তমায়। আপাতত এমনই ঠাণ্ডা থাকবে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির আবহাওয়া। গ্রাম বাংলায় শীতের দাপট থাকবে একটু বেশি। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও এখন জমাটি ঠাণ্ডা। উত্তরবঙ্গের প্রতিটি জেলাই জমজমাট শীতে কম্পমান। পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতেও ঠাণ্ডার আমেজ অনেকটাই বেশি।

তামিলনাড়ুর কুড্ডালোরে ছ'টি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ, প্রাণ হারালেন একই পরিবারের ৫ সদস্য

চেন্নাই, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): তামিলনাড়ুর কুড্ডালোর জেলায় ছ'টি গাড়ির একে-অপরের মধ্যে সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৫ জন। মৃতরা সবাই একই পরিবারের সদস্য। মঙ্গলবার ভোররাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ভেপ্পুরের কাছে ত্রিচি-চেন্নাই জাতীয় সড়কের ওপর। পুলিশ জানিয়েছে, দু""'টি বাস, দু""'টি লরি ও দু""'টি গাড়ির মধ্যে এই সংঘর্ষ হয়।

দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেয় পুলিশ ও দমকল। ভেপ্পুর দমকল কর্মীদের সাহায্যে দেহগুলি গাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয়। মৃতদের নাম ও পরিচয় জানা না গেলেও আরসি বুক দেখে পুলিশ জানিয়েছে সকলেই একই পরিবারের সদস্য এবং তাঁদের বাড়ি চেন্নাইয়ে।

মালদহে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ভাঙচুরের ঘটনায় মামলা রুজু, রেল জানাল কোনও যাত্রী আহত হননি

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): যাত্রা শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যেই হামলার শিকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বপ্নের বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। সোমবার সন্ধ্যায় মালদহের কুমারগঞ্জ স্টেশনের অদূরে হাওড়াগামী বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে পাথর ছোড়া হয় বলে অভিযোগ। রেল জানিয়েছে, পাথরের আঘাতে সি-১৩ কামরার ডানদিকের একটি দরজা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই ঘটনায় মামলা রুজু করেছে ভারতীয় রেল।

মঙ্গলবার সকালে রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রেলওয়ে আইনের ১৫৪ নম্বর ধারায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। একটি প্রধান দরজার কাঁচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কোনও যাত্রী আহত হননি। এই ঘটনার জন্য ট্রেনও দেরিতে চলেনি।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়াল কর্মসূচিতে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করেছিলেন। রবিবার থেকে যাত্রী চলাচল শুরু হয়েছে এই ট্রেনে। প্রথম দিনেই শৌচাগারে জলের অভাব, দুই কামরার মধ্যবর্তী দরজা ঠিকঠাক না-খোলা, চা-প্রাতরাশ সব যাত্রীর কাছে যথাসময়ে পৌঁছে দিতে না-পারার মতো পরিষেবাগত একাধিক অভিযোগ উঠেছিল। আর সোমবার সন্ধ্যায় এই ট্রেন লক্ষ্য করে ছোড়া হয়েছে পাথর।

শৈত্যপ্রবাহ ও কুয়াশায় জনজীবন বিপর্যস্ত উত্তর ভারতে, দিল্লিতে কাঁপছে ৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): প্রবল ঠাণ্ডা ও ঘন কুয়াশার দাপটে মঙ্গলবারও জনজীবন বিপর্যস্ত দিল্লি-সহ উত্তর ভারতে। শৈত্যপ্রবাহে রীতিমতো কাঁবু হয়ে পড়েছে দিল্লি, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব ও হরিয়ানা-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে। এদিন দিল্লিতে শীতের দাপট থাকলেও, কুয়াশা একটু কম ছিল। দিল্লিতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পারদ কমে ৮.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে।

মঙ্গলবার সকালে ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল উত্তর প্রদেশের রাজধানী লখনউ, শীতের দাপটও ছিল অনেকটাই বেশি। ঠাণ্ডা থেকে রেহাই পেতে এদিনও সকালের দিকে বহু মানুষকে আগুনের উত্তাপ নিতে দেখা যায়। পঞ্জাব ও হরিয়ানাতেও প্রায় একই রকম ঠাণ্ডা ও কুয়াশা ছিল।

ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল, গুরুদাসপুরে অস্ত্রধারী পাক অনুপ্রবেশকারী নিকেশ

গুরুদাসপুর, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): সীমান্তের কাঁটাতার পেরিয়ে পাকিস্তান থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল অস্ত্রধারী এক অনুপ্রবেশকারী, সেই সন্দেহভাজনকে থামতে বলেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)-র জওয়ানরা, কিন্তু সে এগিয়ে আসতে থাকে। এরপর গুলি চালান বিএসএফ জওয়ানরা, গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই পাক অনুপ্রবেশকারীর। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি আগ্নেয়াস্ত্র।

বিএসএফ জানিয়েছে, মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ গুরুদাসপুর সেক্টরের বিওপি চান্না-তে মোতায়েন বিএসএফ জওয়ানরা সীমান্তের কাঁটাতারের কাছে সন্দেহজনক গতিবিধি লক্ষ্য করেন। তাঁরা দেখেন অস্ত্রধারী এক সন্দেহভাজন ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছে, তৎক্ষণাৎ ওই সন্দেহভাজনকে থামতে বলা হয়। কিন্তু, সে এগিয়ে আসতে থাকলে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালান। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ওই অনুপ্রবেশকারীর। পরে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।

দু'দিনের সফরে রাজস্থানে পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি, গার্ড অফ অনারে উষ্ণ অভিবাদন

জয়পুর, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): রাজস্থানে দু''দিনের সফরে জয়পুরে পৌঁছলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। মঙ্গলবার সকালে জয়পুর বিমানবন্দরে পৌঁছন রাষ্ট্রপতি, সেখানে রাজস্থান সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপতিকে গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানানো হয়। রাষ্ট্রপতিকে বিমানবন্দরে অভ্যর্থনা জানান রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।

রাষ্ট্রপতি হওয়ার পর রাজস্থানে এটি প্রথম সফর দ্রৌপদী মুর্মুর, তাই তাঁকে গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানায় রাজস্থান সরকার। এদিন সকালে সকালে রাজভবনে সংবিধান উদ্যান পার্কের শিলান্যাস করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল কালরাজ মিশ্র ও মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট। বুধবার রাজস্থানের পালিতে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন রাষ্ট্রপতি।

পুলিশি তদন্তে উঠে এল নতুন তথ্য, খানজাওয়ালা দুর্ঘটনায় মৃত তরুণীর সঙ্গে ছিল তাঁর বান্ধবীও

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): দিল্লির খানজাওয়ালা এলাকার দুর্ঘটনায় তরুণীর মৃত্যুতে হতবাক গোটা দেশ। সম্প্রতি এই ঘটনার পুলিশি তদন্তে প্রকাশ্যে এল আরও এক নয়া তথ্য। নববর্ষের রাতে স্কুটি চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময় ২০ বছরের ওই তরুণীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বান্ধবীও। গাড়ির সঙ্গে স্কুটির সংঘর্ষ ঘটার পরে ভয়ে তিনি পালিয়ে যান। মঙ্গলবার স্পেশাল সিপি (আইন ও শৃঙ্খলা) জোন ২ জানিয়েছেন, স্কুটিতে ওই তরুণী একা ছিলেন না, দুর্ঘটনার সময় তাঁর সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। দুর্ঘটনার পর সে ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ১৬৪ সিআরপিসি-র অধীনে তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হবে।

দুর্ঘটনার ঠিক আগে ওই তরুণী যে হোটেলে ছিলেন, সেই হোটেলের ম্যানেজার এদিন জানিয়েছেন, দু''জনকে কথা কাটাকাটি করতে দেখা যায়। তাঁদের যখন থামতে বলা হয়, তখন দু''জনে নীচে নেমে হাতাহাতি শুরু করে। এরপর স্কুটিতে চেপে দু''জনে চলে যায়। পুলিশ সূত্রের খবর, একটি হোটেলে কয়েক জন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে জন্মদিনের অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে যে, তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত বাকি বন্ধুদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করবে। সিসিটিভি ফুটেজে দুর্ঘটনার ঠিক আগে তরুণীটিকে স্কুটি চালাতে দেখা গিয়েছে। তদন্তের খুঁটিনাটি মৃতার পরিবারকে জানাচ্ছে পুলিশ। দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে, যাদের একটি হোটেলে মেয়েদের সঙ্গে দেখা গিয়েছে। ছেলেদের একটি আলাদা রুম বুক করা ছিল এবং হোটেলের কর্মীরা তাঁদের মেয়েটির সাথে কথা বলতে দেখেছে।

আপাতত প্রয়োজন নেই বুস্টার পরবর্তী ডোজের : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : আপাতত করোনার টিকার বুস্টার ডোজ পরবর্তী কোনও ডোজ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে এমনটাই খবর পাওয়া গিয়েছে। সম্প্রতি চিনে কোভিড ফের মাথাচাড়া দেওয়ায় অনেকের মনেই এই নিয়ে প্রশ্ন জন্মেছিল। তবে কি সতর্কতার খাতিরে বুস্টার ডোজের পরও আরও একবার কোভিড টিকা নেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে!

কিন্তু,মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক সূত্রে খবর, এখনই এর কোনও প্রয়োজন নেই। তাই এই নিয়ে কোনওরকম নির্দেশিকাও এখনও অবধি জারি করা হয়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রের খবর, দ্বিতীয় কোভিড-১৯ বুস্টার ডোজ নেওয়ার এখনই প্রয়োজন নেই।

অসুস্থতায় ভুগছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতাপ সারঙ্গী, চিকিৎসাধীন ভুবনেশ্বর এইমস-এ

ভুবনেশ্বর, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বালেশ্বরের সাংসদ প্রতাপ সারঙ্গী শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছেন। মঙ্গলবার সকালে বালেশ্বরের হাসপাতাল থেকে তাঁকে ভুবনেশ্বরের এইমস-এ ভর্তি করা হয়েছে। বিজেপি সাংসদ এবং প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতাপ সারঙ্গী বুকে ব্যথার কারণে বালেশ্বরের ফকির মোহন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে (এফএমএমসিএইচ) চিকিৎসাধীন ছিলেন, মঙ্গলবার তাকে সেই হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে ভুবনেশ্বরের এইমস-এ রেফার করা হয়েছে।

সাংসদ প্রতাপ সারঙ্গী বলেছেন, "গত সাত-আট দিন ধরে আমি বুকে ব্যথা অনুভব করছিলাম। আমি ওষুধ নিচ্ছিলাম। চিকিৎসকের পরামর্শে সোমবারই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলাম। মঙ্গলবার আমাকে ভুবনেশ্বরের এইমস-এর রেফার করেছেন চিকিৎসকরা। বালেশ্বরের মুখ্য জেলা মেডিক্যাল অফিসার (সিডিএমও), ডাঃ দুলালসেন জগদেব বলেছেন, "তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তিনি জোর দিয়ে বলছেন, তিনি ভালো আছেন এবং এইমস-এ যাওয়ার দরকার নেই। তবে যেহেতু তিনি আমাদের সাংসদ, আমরা তার দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।

১৫ দিনে তিনটি অস্বাভাবিক মৃত্যু ! ওড়িশায় আরও এক রুশ নাগরিকের দেহ উদ্ধার

ভুবনেশ্বের, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): আবারও ওড়িশায় উদ্ধার এক জন রুশ নাগরিকের মৃতদেহ। বিগত ১৫ দিনের মধ্যে এই নিয়ে ওড়িশায় তিন জন রুশ নাগরিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার জগৎসিংহপুর জেলার পারাদ্বীপ বন্দরে নোঙর করা একটি জাহাজে ওই রুশ নাগরিকের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নিহত রুশ নাগরিকের নাম মিলিয়াকভ সের্গেই (৫১)।

পুলিশ জানিয়েছে, 'এম বি আলডনাহ' জাহাজের মুখ্য ইঞ্জিনিয়র ছিলেন মিলিয়াকভ। জাহাজটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পারাদ্বীপ হয়ে মুম্বই যাচ্ছিল। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে জাহাজের একটি কক্ষে তাঁকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ এখনও মৃত্যুর কারণ নিশ্চিত করতে পারেনি। পারাদ্বীপ পোর্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পিএল হরানন্দ ওই রুশ ইঞ্জিনিয়রের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করে জানিয়েছেন পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত চলছে। ওড়িশায় ১৫ দিনের মধ্যে তিনজন রাশিয়ার নাগরিকের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে রহস্য ক্রমেই বাড়ছে।

শ্রাবনীর একটি বাক্যেই ঝড় সুমিত্রাপ্রেমীদের হৃদয়ে

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : "আজ মা ভোরে চলে গেলো।" মঙ্গলবার সকাল ৮টায় কন্যা শ্রাবনী সেনের পাঁচটি শব্দের ছোট্ট একটি ছোট্ট বাক্য। হাওয়ার গতিতে ছড়িয়ে পড়ল সুমিত্রা সেন আর নেই। পাঁচ ঘন্টার মধ্যে বেলা একটায় এতে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৬৩৫, ৬৭৭ ও ২৩।

বিশ্বভারতীর প্রাক্তনী, বাংলাদেশের বিশিষ্ট গায়িকা অদিতি মহসিন প্রতিক্রিয়ায় লিখেছেন, "শ্রাবনী দি, দিদিকে আমার প্রনাম ও শ্রদ্ধা। তোমাদের জন্য অনেক ভালবাসা।"

পৃথক পোস্টে লেখিকা সঙ্গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "সুমিত্রাদির কাছে গান শিখেছিলাম বছর দুয়েক। বাণীচক্রে। তখন দিদির একটু বয়স হয়েছে। কিন্তু ওঁর আসল সময়ের গান আমাদের রেডিওগ্রামে, রেকর্ড প্লেয়ারে বাজত। ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি। আমার প্রিয় ওঁর গলার ' দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি।' এই গানের কথা গুলোও এত আধুনিক, এত তীব্র মনের ভেতরের মনের কথা যে গানটি গেয়ে শেষ করা যায় না। সুমিত্রা সেনের গলার সঙ্গে একটা জিনিসেরই তুলনা হয়- রূপোলী জোৎস্না ঝরা শান্ত একটি রাত্রি। রবীন্দ্রযুগের, আর রবীন্দ্র পরবর্তী যুগের এই সব গায়ক-গায়িকাদের গলার যে ক্যারেক্টার ছিল সেই ক্যারেক্টার বোধহয় সেই সমস্ত কোয়ালিটিকেই এক, এক করে কত অনায়াসে রিপ্রেজেন্ট করতে পারে যা নিয়ে বাঙালির এত জাত্যাভিমান। তারপর ? তারপর আমরা হেরে গেছি। প্রণাম দিদি। আপনারা একে একে চলে যান আর আমাদের খালি গা ছম ছম করে।"

বিশ্বের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু পাকিস্তান : এস জয়শঙ্কর

ভিয়েনা, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): বিশ্বের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু হল পাকিস্তান। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তোপ দেগে একথা বললেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। তিনি বলেছেন, পাকিস্তান সেই দেশ যে দেশ মুম্বই শহরে হামলা করেছিল, প্রতিদিন সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাসীদের পাঠায়। 'সন্ত্রাসবাদের কেন্দ্রস্থল ভারতের কাছাকাছি অবস্থিত' নিজের এই বিবৃতি প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেছেন, কেন্দ্রস্থলের চেয়ে অনেক কঠোর শব্দ ব্যবহার করতে পারি আমি। আমাদের সঙ্গে যা ঘটছে তা বিবেচনা করে, পাকিস্তান এমন একটি দেশ যা কয়েক বছর আগে আমাদের সংসদে আক্রমণ করেছিল।

ভিয়েনাতে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, যদি আপনারা (পাকিস্তান) নিজেদের সার্বভৌম স্থান নিয়ন্ত্রণ করেন, আমি বিশ্বাস করি যা আপনারা করবেন। সন্ত্রাসী শিবিরগুলি প্রকাশ্য দিবালোকে নিয়োগ ও অর্থায়নের মাধ্যমে কাজ করছে, আপনারা কি সত্যিই আমাকে তা বলতে পারেন যে পাকিস্তান এসব জানে না? বিশেষ করে, তাদের সামরিক পর্যায়ের যুদ্ধ কৌশলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।'

আবাস-তর্কে বিতর্ক বাড়ালেন কেন্দ্রের বাঙালি মন্ত্রী

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় দুর্নীতি হচ্ছে বুঝলেই দুর্নীতিবাজকে 'রামধোলাই' দেওয়ার নিদান দিলেন বাংলার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার। বাঁকুড়ার বিজেপি সাংসদ মঙ্গলবার প্রকাশ্যেই বলেন, "মিথ্যা কথা বলার একমাত্র শাস্তি উত্তম-মধ্যম। ওরা এলে, মিথ্যা কথা বললেই রামধোলাই দিয়ে গ্রাম থেকে বিদায় করুন।" গ্রামের মানুষকে তিনি বলেন, বাঁকুড়ায় আবাস যোজনা কেলেঙ্কারি এত ভয়ানকভাবে প্রকাশ্য আসছে। মানুষ যেভাবে পথে নেমেছে, আগামী দিনে এর একটাই উপায় সিবিআই তদন্ত। তৃণমূল নানারকম মিথ্যা কথা বলবে। আগেও বলত। এখনও বলছে। এগুলোর কোনও কিছুতে আপনারা ভুলবেন না। সুভাষবাবু বলেন, মিথ্যা কথা বললেই তার যা শাস্তি দেওয়ার, উত্তমমধ্যম দেওয়ার, যা কিছু মনে করছেন, আপনারা তাই দেবেন। ধোলাই দিয়ে ওদের গ্রাম থেকে তাড়াবেন। মিথ্যা কথা বললেই রামধোলাই মনে রাখবেন। একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হয়ে গ্রামের মানুষকে এমন উস্কানিমূলক নিদান দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিতর্ক উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর কেন্দ্রীয় আবাস যোজনায় বাড়ি তৈরির টাকা যোগ্য প্রাপকের থেকে ছিনিয়ে বিলিয়ে দেওয়া হয়েছে অযোগ্যদের মধ্যে এমন অভিযোগে বাংলার বিরোধীরা সরব হয়েছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ উঠেছে ওই টাকা কখনও পৌঁছেছে শাসকদলের ঘনিষ্ঠদের হাতে। অভিযোগ, দোতলা বাড়ি রয়েছে, এমন অনেকের হাতেও গিয়েছে আবাস যোজনার টাকা। এ ব্যাপারে হাই কোর্টেরও দ্বারস্থ হয়েছে বিজেপি। এর মধ্যেই আবাস দুর্নীতির প্রসঙ্গ টেনে ওই মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ সরকার।

গ্রেফতার নিউটাউনের ঘাতক গাড়ির চালক

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : নিউটাউনে আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে পিষে মারা ঘাতক গাড়ির চালক ধরা পড়ল পুলিশের জালে। টেকনো সিটি থানার পুলিশ তাকে বিরাটি থেকে গ্রেফতার করে সোমবার রাতে। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে গোপন জায়গায় লুকিয়েও রেহাই মিলল না। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতের নাম প্রতীন খাঁড়া। তিনি এক ছাপাখানার উচ্চপদস্থ আধিকারিক। জানা গিয়েছে, প্রতীনই নতুন বছরের প্রথম দিন তথা রবিবার বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। গাড়িতে একাই ছিলেন প্রতীন। আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে গতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পেরে শাকিল আহমেদ নামে ওই ছাত্রকে সজোরে ধাক্কা দেয় গাড়িটি। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় তাঁর। ধৃতকে গ্রেফতারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা পথ অবরোধ, বিক্ষোভ শুরু করেন। পুলিশকে রীতিমতো চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন পড়ুয়ারা। এই ঘটনায় মোট দুজন ধৃত। একজনকে আগেই শোরুম থেকে আটক করা হয়েছিল। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর বউবাজার এলাকা থেকে সোমবার রাতেই ঘাতক গাড়ির চালক প্রতীম খাঁড়াকে গ্রেফতার করা হয়। প্রসঙ্গত আন্দোলনরত পড়ুয়ারা ২৪ ঘন্টা সময় দিয়েছিল পুলিশকে। কিন্তু পড়ুয়ারা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়ার তিন ঘন্টার মধ্যেই ঘাতক গাড়ির চালক সহ দুজনকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলো বিধাননগর কমিশনারেট। যদি পুলিশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে অপরাধীকে গ্রেফতার করতে না পারে ,তাহলে আলিয়া ইউনিভার্সিটির তিনটি ক্যাম্পাসের পড়ুয়ারা আগামী দিন বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করবে বলে সোমবার রাতে স্পষ্ট হুমকি দেয়।এদিকে ঘাতক গাড়িটির সাথে যে গার্ডরেলের ধাক্কা লেগেছিল তার নমুনা সংগ্রহ করার জন্য ফরেনসিক টিম সোমবার সন্ধ্যায় পৌঁছয় টেকনো সিটি থানায়।টেকনোসিটি থানায় যায় ফরেনসিক আধিকারিকরা। এরপর সেখান থেকে তারা রওনা দেয় রুবির কাছে টয়োটা শোরুমে। দুর্ঘটনার ঘাতক গাড়িটিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় সেখানে।

অকালেই মৃত্যু ! প্রয়াত পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর ছেলে সন্দীপ চৌধুরী

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালেই প্রয়াত হয়েছেন পরিচালক সন্দীপ চৌধুরী। মঙ্গলবার সকালে তিনি কলকাতার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কিডনি সংক্রান্ত একাধিক সমস্যায় গত ১০ দিন ধরে তিনি হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। নিজে একজন পরিচালক হওয়ার পাশাপাশি তিনি বাংলা সিনেমার বিখ্যাত পরিচালক অঞ্জন চৌধুরীর পুত্র হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

জানা গিয়েছে, কিছু দিন আগে সিরিয়ালের সেটেই অসুস্থ হয়ে পড়েন সন্দীপ চৌধুরী।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

মাইক্রোওয়েভে রান্না খেয়ে হতে পারে ক্যান্সার

রান্নাঘরে আধুনিকতার ছোঁয়া হলো মাইক্রোওয়েভ। এই ওভেন না থাকলে অনেক গৃহিণীর মনই ভরে না। একদিকে বাইরে থেকে আনা খাবার গরম করা, অন্যদিকে অল্প তেলে অথবা তেল ছাড়া রান্নার জন্য অনেকেই মাইক্রোওয়েভ ওভেনের দ্বারস্থ হন। কিন্তু জানেন কি, নিয়মিত মাইক্রোওয়েভে রান্না খাবার খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা ক্ষতিকর? স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলেন, আধুনিক জীবনে মাইক্রোওয়েভ অন্যতম নির্ভরতা হলেও এর ব্যবহারে নিয়ন্ত্রণ টানা উচিত। এই যন্ত্রে মাছ, মাংস, ডাল, যাই রান্না করা হোক না কেন, ডি-নেচারড হয়ে যায়। খাবারের কোন কোন খাদ্যগুণ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। আবার একনাগাড়ে মাইক্রোওয়েভে রান্না খাবার খেলে ক্যান্সারসহ নানা শারীরিক সমস্যা ডেকে আনে।

পুষ্টিবিদদের মতে, মাইক্রোওয়েভে রান্না করাই হোক বা খাবার গরম করাই হোক- এই যন্ত্রে ব্যবহার করা হয় রেডিয়েশন। এটি আমাদের শরীরসহ পরিবেশেরও নানা ক্ষতি করে। অনেক সময় আমরা রেস্তোরাঁর খাবার এনে মাইক্রোওয়েভে গরম করে খাই। ডিপ ফ্রাই করা খাবার রেডিয়েশন দিয়ে গরম করলে ট্রান্স ফ্যাটি অ্যাসিড আরও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। এই নিয়ে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে সুদীর্ঘ সমীক্ষা ও গবেষণা করেছেন। রাশিয়ার বেশ কিছু জনগোষ্ঠী একটা সময়ে যাবতীয় রান্নাবান্না করত মাইক্রোওয়েভের সাহায্যে। তখন অনেকেরই রক্তচাপ ও হৃদস্পন্দন কমে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার সঙ্গে ছিল প্রচণ্ড মাথার যন্ত্রণা, চোখে ব্যথা, অনিদ্রা, সারাদিন ধরে ঘুম ঘুম ভাব।

এখানেই শেষ নয়, একই সঙ্গে পেটে ব্যথা, টেনশন, অ্যাংজাইটি, মনঃসংযোগের অভাব, হজমের গোলমালসহ নানা শারীরিক সমস্যা শুরু হয়। একই সঙ্গে এত মানুষের অসুস্থতার খবরে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন দেশটির শাসকদল। দ্রুত এক হাজার গবেষক শুরু করেন সমীক্ষা। তখনই ধরা পড়ে আসল সত্যিটা। তখন এই রোগের নাম দেওয়া হয় ''মাইক্রোওয়েভ সিকনেস''। এবার জেনে নিন মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্যের কি কি ক্ষতি হতে পারে-

* মাইক্রোওয়েভে দুধ ফোটাবেন না। কারণ এতে দুধের মধ্যে থাকা কিছু প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিড একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। এমনকি দুধে থাকা উপকারি অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবর্তিত হয়ে বিষাক্ত রাসায়ানিকে রূপ নেয়। যা ক্যান্সার ডেকে আনে।

* মাইক্রোওয়েভে চিকেন বা মাটন রান্না সহজ ও সময় কম লাগার ফলে অনেকে মাইক্রোওয়েভ কুকিং পছন্দ করেন। কিন্তু মাংসে থাকা বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিড ওভেনের পাল্লায় পড়ে ডি-নাইট্রোসোডিএন্থানল অ্যামিনস নামে বিষাক্ত যৌগ উতাদন করে, যা ক্যান্সারের শঙ্কা বাড়িয়ে তোলে।

* ডিপ ফ্রিজে রাখা রান্না করা সবজি এই ম্যাজিক মেশিনে গরম করলে উপকারী প্ল্যান্ট অ্যালকালয়েড বিষাক্ত পদার্থে পরিণত হয়। এটিও আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগ ডেকে আনে। * বিট, গাজর, মুলার মত রুট ভেজিটেবলস মাইক্রোওয়েভে গরম করলে এর পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়, তেমনি ফ্রি র‍্যাডিক্যাল উতন্ন হয় যা আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।

* খাবারে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স, ভিটামিন সি, ভিটামিন ই-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় খনিজ এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মাইক্রোওয়েভের ফলে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

* নিয়মিত মাইক্রোওয়েভের রান্না খেয়ে অ্যাপেন্ডিসাইটিস, গলস্টোন, বন্ধ্যাত্ব, ছানি এবং ইস্কিমিক হার্ট ডিজিজের প্রবণতা বাড়ে। * মাইক্রো ওভেনের ফলে করোনারি আর্টারিতে (হার্টের রক্তবাহী ধমনি) চর্বির প্রলেপ পড়ার গতি বেড়ে যায় হু হু করে। ফলে হার্টের অসুখ এবং আচমকা হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বাড়ে। * হজমক্ষমতা একেবারে কমে যায়, লাগাতার বদহজম চলতেই থাকে। * নিয়মিত মাইক্রোওয়েভের রান্না খেলে লসিকাগ্রন্থির কর্মক্ষমতা কমে যায়। লসিকা আমাদের শরীরকে কয়েকটি ক্যান্সারের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে। তাই এই যন্ত্রের ব্যবহার লসিকার কার্যক্ষমতা কমিয়ে ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। মাইক্রোওয়েভের খাবার খেলে অন্ত্র এবং পাকস্থলীর ক্যান্সারের প্রবণতাও বাড়ে। * লাগাতার মাইক্রোওয়েভ ব্যবহারে আমাদের মস্তিষ্কের তরঙ্গকে ওলটপালট করে দেয়। এতে নার্ভ ও মস্তিষ্কের সমস্যা দেখা দেয়। আর এর প্রভাবে মানসিক স্থিতাবস্থা নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে। স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধি, স্থিরতা, ধৈর্য কমতে শুরু করে। শুরু হয় ডিপ্রেশন।

ফলের রাজা আম

ফলের রাজা আম। এই গরমে আম ছাড়া খাওয়া সম্পূর্ণই হয় না। যতই আপনি সুগারের রোগী হন, কোনও ভাবে এক টুকরো আমও খেয়ে ফেলেন। গরমে আমের দাম যতই হোক না কেন মানুষ অবশ্যই খাবেন। মানুষ আম থেকে নানা রকমের খাবার তৈরি করেও খান। তাছাড়া বিশেষজ্ঞদের মতে, আম খাওয়ার অনেক উপকারিতা রয়েছে।

আম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি ফাইবার, খনিজ এবং ভিটামিন সমৃদ্ধ। তবে আম খেতে হলে কিছু বিষয় মাথায় রাখা খুবই জরুরি। কোনও খাবারই অতিরিক্ত পরিমাণে খাওয়া উচিত নয়। পরিমাণের চেয়ে বেশি হলে তা শরীরে প্রভাব ফেলবে, সেটাই স্বাভাবিক। তাই আপনাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণে আম খেতে হবে, সে আপনি সুগারের রোগী হোক না হোক। তাছাড়া অত্যধিক পরিমাণে আম খেলে এরও কিছু পার্শপ্রতিক্রিয়া রয়েছে। একই ভাবে আম খাওয়া পর এমন কিছু খাবার রয়েছে যা খাওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে, এই খাবারগুলো খেলে এতে শরীরে প্রভাব পড়ে। বদহজম, গ্যাস, অম্বলের মতো নানা পেটের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই দেখে নিন, আম খাওয়ার পর কোন জিনিসগুলো একে বারেই উচিত নয়।

জল নয়- আম খাওয়ার পরপরই জল পান করা উচিত নয়। আম খাওয়ার পর জল পান করলে পেট সংক্রান্ত নানা সমস্যা হতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে পেটে ব্যথা, বদহজম, পেট ফাঁপা এবং অ্যাসিডিটির মতো সমস্যা। এ থেকে বাঁচতে মনে রাখবেন আম খাওয়ার পর ৩০ মিনিট জল পান করবেন না।

দই- দই-আম কখনই নয়। আম খাওয়ার পর খেলে আপনার পেট এবং ত্বকের স্বাস্থ্যে প্রভাব পড়তে পারে। আম গরম, দই ঠান্ডা, এমন অবস্থায় উভয়ের মিশ্রণ স্বাস্থ্যের ওপর উল্টো প্রভাব ফেলে।

কোল্ড ড্রিংক- আপনি যদি সুগারের রোগী হন, তাহলে আম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোল্ড ড্রিঙ্কস পান করবেন না। কারণ, আম ও কোল্ড ড্রিংকে চিনি খুব বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়। যা মিনিটে আপনার স্বাস্থ্য নষ্ট করতে পারে।

করলা- যদিও আম খাওয়ার পরপরই করলা খুব কম মানুষ খান। কিন্তু আপনি যদি এমনটা করে থাকেন তাহলে অনেক ঝামেলায় পড়তে পারেন। আম খাওয়ার পর করলা খেলে অ্যাসিডিটি বাড়তে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে আপনার বমি, বমি বমি ভাব এবং শ্বাসকষ্টের মতো সমস্যা হতে পারে। মশলা যুক্ত খাবার- আম খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বুল করে কখনই মশলাদার খাবার খাবেন না। এটি পেটে উত্তাপ বাড়ায়, যা পরে আপনার মুখে ব্রণ হিসাবে দেখা যায়।

এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিতা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

যে ১২টি কারণে প্রতিদিন ১০০ গ্রাম করে পনির খাওয়া উচিত

অনেকেই আছেন দুধ বা দই খাওয়া পছন্দ করেন না। কিন্তু শরীরকে বাঁচাতে এসব খাবার খুবই প্রয়োজন। এসব ভালো না লাগলে রোজ ডায়েটে রাখতে পারেন পনির মাখনি, মটর পনির, শাহি পনির অথবা পালক পনিরের মতো পদ। তা না হলে খুবই বিপদ। কারণ শরীরকে বাঁচাতে এমন কিছু উপাদানের প্রয়োজন পরে, যা দুধ অথবা দুগ্ধজাত খাবারেই বেশি মাত্রায় থাকে।

তাই তো দুধ-দইয়ে অরুচি থাকলে পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানো ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।

একাধিক কেস স্টাডিতে দেখা গেছে ১০০ গ্রাম পনিরে রয়েছে কম করে ১৮.৩ গ্রাম প্রোটিন, ২০.৮ উপকারি ফ্যাট, ২.৬ গ্রাম মিনারেল, ১.২ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ২৬৫ কেসিএল এনার্জি, ২০৮ এমজিএস ক্যালসিয়াম, ১৩৮ এমজি ফসফরাস এবং আরও কত কী! প্রসঙ্গত, এই সবকটি উপাদানই নানাভাবে শরীরের উপকারে লেগে থাকে। বিশেষত একাধিক রোগকে দূরে রাখতে পনিরের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। পনির দিয়ে বানানো নানা পদ খাওয়া শুরু করলে সাধারণত শরীরের যে যে উপকারগুলি হয়, সেগুলি হল.

এনার্জির ঘাটতি দূর হয়: আজকাল কি কারণে-অকারণে বেজায় ক্লান্ত লাগছে? তাহলে বন্ধু রোজের ডায়েটে পনিরকে অন্তর্ভুক্ত করতে দেরি করবেন না যেন! কারণ একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে নিয়মিত পনির খাওয়া শুরু করলে শরীরে এমন কিছু উপাদানের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যার প্রভাবে এনার্জির ঘাটতি দূর হতে সময় লাগে না। সেই সঙ্গে শরীরও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আর্থাইটিসের মতো রোগের কষ্ট কমে: পনিরে উপস্থিত ওমেগা থ্রী এবং ওমেগা সিক্স ফ্যাটি অ্যাসিড শরীরে প্রবেশ করার পর এমন খেল দেখায় যে জয়েন্টের সচলতা বৃদ্ধি পেতে যেমন সময় লাগে না, তেমনি আর্থাইটিসের মতো রোগের প্রকোপও কমে। তাই তো বলি বন্ধু, যারা নানাবিধ হাড়ের রোগের শিকার, তারা পনিরের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাততে ভুলবেন না যেন!

হজম ক্ষমতার উন্নতি ঘটে: অল্পতেই যাদের গ্যাস-অম্বল হয়ে যায়, তারা নিয়মিত পনির খেলে দারুন উপকার পেতে পারেন। আসলে এই খাবারটিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ফসফরাস, যা হজমে সহায়ক অ্যাসিডের ক্ষরণ বাড়িয়ে দিয়ে ডাইজেশান প্রক্রিয়ার উন্নতি ঘটায়, সেই সঙ্গে কোষেদের কর্মক্ষমতা বাড়াতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে: শুনতে অবাক লাগলেও একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে পনিরে উপস্থিত পটাশিয়াম, হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে রক্তচাপকে স্বাভাবিক রাখতেও এই ডেয়ারি প্রডাক্টের কোনও বিকল্প হয় না বললেই চলে। তাই দীর্ঘদিন যদি হার্টকে চাঙ্গা রাখতে হয়, তাহলে নিয়মিত পনির খেতে ভুলবেন না যেন!

ফলেটের ঘাটতি মেটে: গর্ভাবস্থায় ভাবী মায়েদের শরীরের গঠনে এই উপাদানটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। শুধু তাই নয়, দেহের অন্দরে লোহিত রক্ত কণিকার ঘাটতি দূর করতেও ফলেট বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই তো শরীরকে সুস্থ রাখতে এই উপাদানটির কোনও সময় যাতে ঘাটতি না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা উচিত। আর এই কাজে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। কীভাবে? বেশ কিছু গবেষণা অনুসারে এই দুগ্ধজাত খাবারটির শরীরে মজুত রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ফলেট, যা দেহের অন্দরে এই উপকারি উপাদানটির চাহিদা মেটাতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

হাড় শক্তপোক্ত হয়: শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দিলে একদিকে যেমন হাড় দুর্বল হতে শুরু করে, সেই সঙ্গে কোলন ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও বৃদ্ধি পায়। তাই তো প্রতিদিন এক গ্লাস করে দুধ খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন চিকিতকেরা। কারণ দুধে এই খনিজটি রয়েছে প্রচুর মাত্রায়, যা হাড়ের পুষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু সমস্যাটা হল আপনি তো দুধ খেতে পছন্দ করেন না। তাহলে করবেন কী? সেক্ষেত্রে নিয়মিত পনির খাওয়া মাস্ট! কারণ দুধের মতো অত পরিমাণে না হলেও পনিরেও রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে এই খনিজটির ঘাটতি মেটাতে দারুনভাবে সাহায্য করে থাকে।

মস্তিষ্কের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়: পনিরে থাকা ভিটামিন বি কমপ্লেক্স এবং রাইবোফ্লেবিন ব্রেন পাওয়ার বাড়াতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে শরীরে যাতে এনার্জির ঘাটতি না হয়, সেদিকেও খেয়াল রাখে। প্রসঙ্গত, রাইফ্লেবিনের পাশাপাশি পনিরে প্যানটোথেনিক অ্যাসিড, থিয়ামিন, নিয়াসিন এবং ফলেট নামেও বিশেষ কিছু উপাদানের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। এই উপাদানগুলি হজম কক্ষমতার উন্নতি ঘটাতে, রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে, বাজে কোলেস্টরলের পরিমাণ কমাতে এবং হার্টের স্বাস্থ্যের উন্নতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

প্রোটিনের চাহিদা পূরণ হয়: পেশীর উন্নতিতে যেমন কাজে লাগে, তেমনি শরীরের অন্দরে প্রতিনিয়ত ঘটে চলা নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ যাতে ঠিক মতো হয় সেদিকে খেয়াল রাখে প্রোটিন। তাই তো দেহে যাতে এই উপাদানটি ঘাটতি কোনও ভাবেই না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন। আর এই কাজটিতে আপনাকে সাহায্য করতে পারে পনির। তাই যাদের মাছ-মাংস খাওয়ার সেভাবে সুযোগ নেই, তারা পনির খাওয়া শুরু করতে পারেন। দেখবেন উপকার মিলবে।

ক্যান্সারের মতো রোগকে দূরে রাখে: পনিরে উপস্থিত ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি শরীরের অন্দরে এমন খেল দেখায় যে ব্রেস্টে ক্যান্সার সেল জন্ম নেওয়ার সুযোগই পায় না। প্রসঙ্গত, হাওয়ার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথের একদল গবেষক টানা ১৬ বছর ধরে এই বিষয়ে গবেষণা চালিয়েছিলেন। পরীক্ষাটি চলাকালীন তারা লক্ষ করেছিলেন ব্রেস্ট ক্যান্সার প্রতিরোধে ক্যালসিয়াম এবং ভিটামিন ডি বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। আর এই দুটি উপাদান প্রচুর মাত্রায় রয়েছে পনিরে। তাই এই দুগ্ধজাত খাবারটি সপ্তাহে বার দুয়েক খেলে কী উপকার মিলতে পারে, তা নিশ্চয় আর বলে দিতে হবে না।

ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে: অতিরিক্ত ওজনের কারণে কি চিন্তায় রয়েছেন? তাহলে রোজের ডায়েটে পনিরের অন্তর্ভুক্তি মাস্ট! কারণ প্রটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি খেলে বহুক্ষণ পেট ভরা থাকে। ফলে বারে বারে খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে। ফে ওজন নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে সময় লাগে না। প্রসঙ্গত, পনিরে লাইনোলেইক অ্যাসিড নামে একটি উপাদানও রয়েছে, যা শরীরের ইতি-উতি জমে থাকা মেদকে দ্রুত গলিয়ে ফেলতে বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। ফলে দেহের ওজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়া কোনও আশঙ্কাই থাকে না।

ডায়াবেটিসের মতো রোগ দূরে থাকে: পনির রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ম্যাগনেসিয়াম। এই খনিজটি শরীরের অন্দরে বিশেষ কিছু এনজাইমের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়, যা একদিকে যেমন হাড়ের গঠনে সাহায্য করে, তেমনি ব্রেন ফাংশনে উন্নতি ঘটায় এবং রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা নেয়। প্রসঙ্গত, একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে ম্যাগনেসিয়ামের কারণে শরীরে ক্ষরিত হওয়া এনাজইমগুলি রোগ প্রতিরোধ ক্ষণতার উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।দাঁত শক্তপোক্ত হয়ে ওঠে: যেমনটা আগেও আলোচনা করা হয়েছে যে পনিরে রয়েছে প্রচুর মাত্রায় ক্যালসিয়াম, যা শরীরে প্রবেশ করার পর হাঁড়কে যেমন শক্তপোক্ত করে, তেমনি দাঁতের স্বাস্থ্যের উন্নতিতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সেই সঙ্গে মুখ গহ্বর সংক্রান্ত একাধিক রোগকে দূরে রাখতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

মন, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে যে সব পুষ্টিকর খাবার খাওয়া উচিত

বেঁচে থাকার তাগিদে আমরা প্রতিনিয়ত বিভিন্ন খাবার খেয়ে থাকি। এগুলোর মধ্যে এমন কিছু খাবার আছে যা আমাদের মনের উপর প্রভাব ফেলে। আর মনের উপর প্রভাব বিস্তারকারী এ খাবারগুলোই কিন্তু আমাদের সুখে থাকতেও সাহায্য করে। সম্প্রতি নতুন এক গবেষণায় এ তথ্যই প্রমাণিত হয়েছে। গবেষকরা বলেছেন, এসব খাবারে এমন কিছু পুষ্টি উপাদান রয়েছে যেগুলো আমাদের শরীর এবং মন উভয়ের জন্যই ভালো। খাবারগুলো আমাদের শরীরকে নানা ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার পাশাপাশি স্থূলতা, ডায়াবেটিস এবং হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি থেকেও রক্ষা করে। কাজেই সুস্থ থাকতে তারা কেবল একটি সুনির্দিষ্ট খাবার খাওয়ার পরিবর্তে বিভিন্ন প্রকারের মিশ্রিত খাবার খাওয়ার উপর জোর দিয়েছেন। গবেষকরা বলেছেন, খাবারগুলো শুধু আপনার মানসিক স্বাস্থ্যকে সুরক্ষা করবে না, একইসঙ্গে সুখে রাখতেও সাহায্য করবে।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখে যেসব খাবার-

শিমজাতীয় খাবার

ম্যাগনেশিয়াম সমৃদ্ধ এই খাবারগুলো আপনাকে সুখে রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কেননা এসব খাবার ভেতর থেকে শরীরে শক্তি জোগায়। ফলে সহজেই সুখে থাকা সম্ভব হয়। অন্যদিকে এর অভাবে আপনাকে অনেক ক্লান্ত দেখায়। কাজেই মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে ডায়েটে নিয়মিত এই খাবারটি রাখুন।

শাকসবজি

যে কোন ধরনের শাকসবজিই আয়রনের চমতার উত। এটি আপনার কোষে নিরবচ্ছিন্ন অক্সিজেন সরবরাহে সাহায্য করে। শুধু তাই নয়, মেজাজ ভালো রাখতে ভূমিকা রাখে শাক। টমেটো এতে লাইকোপির নামে এমন এক ধরনের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে, যা ফুসফুস এবং কোষের প্রদাহ কমাতে ভূমিকা রাখে। একইসঙ্গে টমেটো মেজাজ উন্নত করে সুখে থাকতে সাহায্য করে।

ডার্ক চকলেট

মস্তিষ্কে রক্ত চলাচল বাড়াতে সাহায্য করে ডার্ক চকলেট। এটি খাওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই মন-মেজাজ ভালো হয়ে যায়। ফলে সুখে থাকাও সহজ হয়।

মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করা খাবারগুলোর একটি হলো এই শতমূলী। এতে ট্রিপটোফেন নামে এমন এক ধরনের উপাদান রয়েছে যা মেজাজ নিয়ন্ত্রণে রাখে। এছাড়া শতমূলীতে উচ্চ মাত্রার ফলেট রয়েছে, যা হতাশার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। ফলে সুখে থাকা সম্ভব হয়।

মধু

সব ধরনের সুপার খাবারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মধু। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এই খাবারটি হতাশা কমিয়ে মস্তিষ্ককে ভালো রাখতে সাহায্য করে। কম ক্যালরি থাকায় চিনির পরিবর্তে মধু খাওয়ার বিকল্প নেই। এতে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি সুখে থাকাও সহজ হবে।

ডিম

ডিমে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, জিঙ্ক, ভিটামিন বি প্রভৃতি রয়েছে। প্রোটিন সমৃদ্ধ এই খাবারটি খেলে দীর্ঘসময় ধরে পেট ভরা থাকে। ফলে ক্ষুধাও কম লাগে। এই খাবারটিও সুখে থাকতে সাহায্য করে।

নারকেল

এই খাবারটি ট্রাইগ্লিসারাইডে পূর্ণ থাকে, যা মস্তিষ্ককে শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যবান করতে সাহায্য করে। পরবর্তীতে তা মেজাজের উপরও প্রভাব ফেলে সুখে থাকতে সাহায্য করে। কাজেই প্রতিদিনের ডায়েটে এই খাবারটিও রাখতে পারেন।

যেভাবে আলু খেয়েই মাত্র ৫ দিনেই ওজন কমাবেন

যাদের ওজন প্রয়োজনের তুলনায় বাড়তি, তারা ওজন কমাতে কতোই না চিন্তা করেন। ওজন কমাতে শরীরচর্চা থেকে শুরু করে চিকিতকের পরামর্শও নিয়ে থাকেন অনেকে। ওজন কমানোর যারা চিন্তা করছেন তাদের সহায়তা করতে পারবে আলু।

আপনি হয়তো শুনে অবিশ্বাস করছেন, কেননা এতদিন শুনেছেন আলু ওজন বাড়ায়, কমায় না।

সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে আলু ওজন কমাতে দারুণ কাজ করে।

''ইয়োরোপিয়ান ফুড ইনফরমেশন কাউন্সিল''-এর গবেষকদের দাবি, সঠিক পদ্ধতিতে আলু খেলে ওজন না বেড়ে বরং কমবে। তাই বলে আলু দিয়ে তৈরি মশলাদার তরকারি খেলে ওজন কমবে না, বেড়েই যাবে।

গবেষকদের মতে, আলু সহজেই হজম হয়ে যায়। আলু ওজন কমানোর পাশাপাশি শরীরকে তরতাজা রাখতেও সাহায্য করে! এছাড়া সামান্য পরিমাণে আলু খেলেই পেট অনেকক্ষণ ভরা থাকে। তাই শরীরের বাড়তি ওজন দ্রুত কমাতে চাইলে ডায়েটে শুধু আলু রাখলেই চলবে। তবে এক্ষেত্রে কয়েকটা বিষয় মাথায় রাখা জরুরি।

১. টানা অন্তত পাঁচ দিন পেট ভরে শুধু আলু সেদ্ধ খেতে হবে। এই পাঁচ দিনে অন্য কোনও খাবার খাওয়া চলবে না।

২. আলু খাওয়ার এ পাঁচ দিন চা, কফি খেলেও তা দুধ ছাড়াই খেতে হবে।

৩. আলু খাওয়ার এই পাঁচ দিন কোনও রকম ভারী ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রম করা যাবেনা।

৪. এই পাঁচ দিন নিত্য প্রয়োজনীয় ওষুধ খেতেই পারেন। তবে কোনও রকম ফুড সাপ্লিমেন্ট খাওয়া চলবে না।

৫. শুধু সেদ্ধ আলু একেবারেই খেতে না পারলে, এর সঙ্গে সামান্য লবণ মিশিয়ে নিতে পারেন। তবে অন্য কোনও মশলা বা মুখরোচক চাট মশলা যাতীয় কিছু দেয়া যাবে না।

মঙ্গলবার সিপিআই(এম) এর উদ্যোগে বিজেপিতে উৎখাতের দাবিতে আগরতলায় এক র‍্যালি আয়োজিত হয়।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত দ্রুততার সঙ্গে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠছে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত দ্রুততার সঙ্গে বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠছে। মঙ্গলবার ১০৮ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আগামী ২৫ বছরে ভারত যে উচ্চতায় পৌঁছবে তা অর্জনে বিজ্ঞানীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ১০৮ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সূচনা করেছেন। এই বছরের ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস মহারাষ্ট্রের রাষ্ট্রসন্ত তুকাদোজি মহারাজ নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত দ্রুততার বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠছে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত আমরা ১৩০টি দেশের মধ্যে বৈশ্বিক উদ্ভাবন সূচকে ৮১ নম্বরে ছিলাম। ২০২২ সালে আমরা ৪০ নম্বরে পৌঁছেছি। স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমের ক্ষেত্রে ভারত বিশ্বের শীর্ষ ৩টি দেশের মধ্যে রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, টেকসই উন্নয়নের মধ্যেই বিশ্বের ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিহিত। টেকসই উন্নয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন গভীরভাবে সম্পৃক্ত। আমরা যেমন বিজ্ঞানের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের কল্পনা করি, তেমনই আমাদের অবশ্যই নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেছেন, ভারতের চাহিদা মেটাতে ভারতে বিজ্ঞানের বিকাশ আমাদের বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের মূল প্রেরণা হওয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী এদিন বৈজ্ঞানিক কমিউনিটির কাছে এমন বিষয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন যা সমগ্র মানবতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ এবং ভারতের চাহিদাও বটে।

ডালখোলায় শিক্ষিকার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে মোবাইল-গয়না ছিনতাই

ডালখোলা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : ডালখোলা বাইপাস এলাকায় বাস ধরতে আসা শিক্ষিকার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে মোবাইল-গয়না ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন ভোরে ডালখোলার বাসিন্দা ও মালদার একটি স্কুলের শিক্ষিকা শ্রেয়া সিনহা কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য মোহাম্মদপুরের কাছে ডালখোলা বাইপাস এলাকায় বাস ধরতে আসেন। তাঁকে বাসে তুলে দিতে এসেছিলেন তাঁর বাবা দিলীপ সিনহা। অভিযোগ, সে সময় একটি বাইকে চেপে মুখ ঢাকা তিন দুষ্কৃতী এসে তাঁদের উপর চড়াও হয়। দুষ্কৃতীরা শিক্ষিকার মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তাঁর গলায় থাকা সোনার গয়না, মোবাইল ফোন, ব্যাগ এবং তাঁর বাবার মোবাইল ও টাকা ছিনিয়ে নেয়। ঘটনায় আতঙ্কিত শিক্ষিকা সহ তাঁর পরিবারের লোকজন। স্থানীয়দের কাছে খবর পেয়ে ঘটনাস্থল যায় ডালখোলা থানার পুলিশ। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

দেশের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা সাবিত্রীবাই ফুলে-কে শ্রদ্ধার্ঘ্য মোদীর, বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অমিত শাহের

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষিকা সাবিত্রীবাই ফুলে-কে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জন্মজয়ন্তীতে সাবিত্রীবাই ফুলে-কে বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহও। মঙ্গলবার টুইটে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'অনুপ্রেরণাদায়ী সাবিত্রীবাই ফুলে-কে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। তাঁর মধ্যে আমরা নারী শক্তির চেতনা দেখতে পাই। তাঁর জীবন মেয়েদের শিক্ষিত এবং ক্ষমতায়নের জন্য নিবেদিত ছিল। সমাজ সংস্কার ও সমাজসেবায় তাঁর অবদান সমানভাবে অনুপ্রেরণাদায়ক।'

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ টুইট করে লিখেছেন, 'দেশের প্রথম মহিলা শিক্ষিকা সাবিত্রীবাই ফুলে-র জন্মবার্ষিকীতে প্রণাম জানাই। নারী শিক্ষা, সম্মান ও ক্ষমতায়নের প্রতি তাঁর উৎসর্গ ছিল অনন্য। অনেক স্কুল চালু করে মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে সমাজকে সচেতন করার পাশাপাশি তিনি সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধেও সোচ্চার হন।'

৩ জানুয়ারি। সমাজ সংস্কারক এবং নারীবাদী আইকন সাবিত্রীবাই ফুলের জন্মবার্ষিকী। ১৮৩১ সালের এই দিনেই মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনি। ভারতে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সাবিত্রীবাই তাঁর স্বামী জ্যোতিরাও ফুলের সহায়তায় ১৮৪৮ সালে পুণের ভিড়েওয়াড়ায় ভারতের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়গুলির মধ্যে একটির প্রতিষ্ঠা করেন। পিতৃতন্ত্রের শৃঙ্খল ভেঙে বেরনোর একমাত্র উপায় নারীদের শিক্ষা, এমনটাই মনে করতেন তিনি। তাঁকে অনেকেই দেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকাদের মধ্যে একজন বলে অভিহিত করেন। ব্যবসায়িক স্বার্থ বা অন্য উদ্দেশ্যের ঊর্ধ্বে, তিনি এমন এক সময়ের বালিকা বিদ্যালয় চালু করেছিলেন, যখন মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার কথা আম দেশবাসী সম্ভবত ভাবতেও পারেননি।

সেই সময়ে বাল্যবিবাহই ছিল রীতি। ব্যতিক্রম ছিলেন না সাবিত্রীবাইও। মাত্র ৯ বছরে জ্যোতিবা ফুলের সঙ্গে বিয়ে হয় তাঁর। সেই সময়ে তিনি নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বামী তাঁকে বাড়িতে পড়তে এবং লিখতে শিখিয়েছিলেন। পড়াশোনা শেষ করার পর, তিনি দু"টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে নাম নথিভুক্ত করেছিলেন। একটি আহমেদাবাদে এবং অন্যটি পুণেতে।

'কম নম্বর পাওয়া' ববিতার নিয়োগ বাতিল চেয়ে হাই কোর্টে অনামিকা

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : "ববিতা নন, চাকরির প্রকৃত দাবিদার অনামিকা"। এই দাবি জানিয়ে আদালতে দায়ের হল মামলা। মঙ্গলবারই মামলা দায়েরের অনুমতি দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। বুধবার বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের এজলাসে এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা আছে। মন্ত্রীকন্যার জায়গায় স্কুলশিক্ষিকার চাকরি পাওয়া ববিতা সরকারের বিরুদ্ধে এ বার হাই কোর্টে গেলেন অনামিকা রায়। নিজেকে যোগ্য প্রার্থী হিসাবে দাবি করে অনামিকা হাই কোর্টে আর্জি জানিয়েছেন ববিতার চাকরি বাতিল করে ওই চাকরি তাঁকে দেওয়া হোক। ২৪ ঘণ্টা আগে ববিতা নিজেই নিজের নিয়োগে অনিয়ম হয়েছে জানিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন হাই কোর্টের। মঙ্গলবার অনামিকা হাই কোর্টকে জানিয়েছেন, বেশি নম্বর পাওয়ায় তিনিই ওই চাকরির যোগ্য দাবিদার।

আবেদনপত্রে ববিতার 'ভুল' তথ্যের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পরেই তালিকায় ববিতার পিছনে থাকা অনামিকা রায় নামে এক চাকরিপ্রার্থী জানান, অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তা হলে ওই চাকরিটি আসলে তাঁর পাওয়ার কথা। এ প্রসঙ্গে অনামিকার আইনজীবী সুদীপ্ত দাশগুপ্ত এবং বিক্রম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার নম্বর কেউ জানত না। হাই কোর্টের নির্দেশে বিস্তারিত তথ্য-সহ নম্বর প্রকাশ পায়। অতএব, কে কত পেয়েছেন সবাই জানেন। আবার ববিতা মামলা করে অনেক আগে নিজের প্রাপ্ত নম্বর জানতে পেরেছেন। ফলে তিনি জানতেন যে তাঁকে অ্যাকাডেমিক স্কোরে বেশি নম্বর দেওয়া হয়েছে। চাকরি নেওয়ার আগে আদালতে তা জানানো উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা না করে চাকরি নিয়েছেন।

নিয়োগ মামলায় দীর্ঘ লড়াইয়ের পর আদালতের নির্দেশে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পরেশ অধিকারীর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারীর চাকরিটি পেয়েছিলেন ববিতা। সেই চাকরির বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। জানা যায়, স্কুল সার্ভিস কমিশন (এসএসসি)-এর কাছে আবেদন করার সময় ববিতার স্নাতক স্তরের শতকরা নম্বর বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। যার ফলে তাঁর 'অ্যাকাডেমিক স্কোর' বেড়ে যায়। এ নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ার পরেই ববিতা জানিয়েছিলেন, তিনি নিজেই বিষয়টি উচ্চ আদালতের নজরে আনবেন। সেই মতো সোমবারই হাই কোর্টে যান ববিতা। আদালত সূত্রে খবর, তাঁর আবেদন গ্রহণও করেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এমনকি, ববিতার আবেদনের ভিত্তিতে মামলায় এসএসসি যুক্ত করতেও বলেন বিচারপতি। জানিয়ে দেন, বুধবার ববিতার আবেদনের পরবর্তী শুনানি হবে। ববিতার চাকরি বাতিলের দাবিতে করা অনামিকার আবেদনটিও বুধবারই হাই কোর্টে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের বেঞ্চেই শুনানি হবে বলে আদালত সূত্রে খবর। মঙ্গলবার বিচারপতি অমৃতা সিংহের বেঞ্চ অনামিকাকে ওই মামলা দায়েরের অনুমতিও দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, এসএসসি-র চেয়ারম্যান গত বছর ১৭ মে ববিতার নম্বর আদালতে জানান। সেই মোতাবেক বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় জুন মাসে অঙ্কিতার চাকরি ববিতাকে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

এস জয়শঙ্করের নিশানায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন, তুললেন দ্বিচারিতার অভিযোগ

ভিয়েনা, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): রাশিয়ার থেকে তেল আমদানি ইস্যুতে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে একহাত নিলেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। মঙ্গলবার অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে তিনি ইউরোপের দেশগুলির বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুলেছেন।

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন, 'যবে থেকে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, ইউরোপ ভারতের থেকে ৬ গুণ বেশি জ্বালানী তেল রাশিয়ার থেকে কিনেছে। যদি ৬০ হাজার মার্কিন ডলারের মাথাপিছু আয় সম্পন্ন দেশকে নিজের স্বার্থ দেখার অধিকার থাকতে পারে, তাহলে মাত্র ২ হাজার মার্কিন ডলার মাথাপিছু আয় সম্পন্ন দেশের নিজেদের স্বার্থ দেখার অধিকার কেন থাকবে না! '

ভারত জোড়ো যাত্রার দ্বিতীয় পর্ব শুরু, দিল্লি থেকে প্রবেশ করল উত্তর প্রদেশে

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন করে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে শুরু হয়েছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। মঙ্গলবার সকাল ৮.৩০ মিনিট নাগাদ দিল্লি থেকে শুরু হয় ভারত জোড়ো যাত্রা, দিল্লি থেকে এদিনই উত্তরপ্রদেশে প্রবেশ করেছে কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা। তার আগে দিল্লির মারঘাট হনুমান মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে পৌঁছন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। প্রসঙ্গত, রাম জন্মভূমি মন্দিরের প্রধান পুরোহিত আচার্য সত্যেন্দ্র দাস রাহুল গান্ধী ও তাঁর ভারত জোড়ো যাত্রার সাফল্য কামনা করেছেন।

এদিন দিল্লির কাশ্মীরি গেট থেকে শুরু হয় কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রা, পদযাত্রায় অংশ নেন গৌরব গগৈ, কে সি বেণুগোপাল-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা। অংশ নেন শিবসেনা সাংসদ প্রিয়াঙ্কা চতুর্বেদীও। দিল্লি-উত্তর প্রদেশ সীমানা, গোকুলপুরীতে কংগ্রেসের দলীয় পতাকা হস্তান্তকরণ হয়। এরপর উত্তর প্রদেশে প্রবেশ করে ভারত জোড়ো যাত্রা।

পানাগড়ের বিএসএনএল অফিসে দুঃসাহসিক ডাকাতি, কর্মীদের প্রহার করে চম্পট

পানাগড়, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): পশ্চিম বর্ধমান জেলার পানাগড়ে বিএসএনএল অফিসে দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। সোমবার রাতে অফিসে ঢোকে একটি ডাকাতের দল। এরপর দুই বিএসএনএল কর্মীকে বেঁধে রেখে মারধর করে লুটপাট চালানো হয় বলে অভিযোগ। কর্মীদের মারধর করার পর ডাকাতরা পালিয়ে যায়।

ডাকাতরা চম্পট দেওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পর মঙ্গলবার ভোররাতের দিকে কর্মীদের একজন তাঁর হাতের বাঁধন খুলে পুলিশে খবর দেন। এরপর পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে। পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার ১১ মাইল এলাকায় পুলিশ বেশ কিছুক্ষণ একটি সন্দেহভাজন গাড়িকে ধাওয়া করলেও ডাকাত দলের নাগাল পায়নি।

সুভাষ সরকারের 'রামধোলাই'-এর নিদানে প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় দুর্নীতি হচ্ছে বুঝলেই দুর্নীতিবাজকে 'রামধোলাই' দিতে নিদান দিয়েছেন বাংলার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার। সোমবার সন্ধ্যায় সিমলাপালে সুভাষবাবু এই কথা বলেন। মঙ্গলবার এর পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূল।

তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "এরপর গ্রামে কোনও অশান্তি হলেই পুলিশকে এফআইআর করে গ্রেফতার করতে হবে সুভাষ সরকারকে। উস্কানি দিয়ে সমাজে হিংসা ছড়ানোর জন্য। উনি সাংসদ। সমাজে অশান্তি ছড়ানোর কথা উনি বলতে পারেন না। উনি বিজেপি বলেই এই কথা বলছেন।"

তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলার সাধারণ সম্পাদক শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গ্রামে গিয়ে জনসংযোগের নামে উস্কানিমূলক কথা বলে গ্রামে অশান্তি পাকাতে চাইছেন বিজেপির মন্ত্রী। তবে কে, কাকে গণধোলাই দেবে, সেটা সময় বলবে। ফলে দুই দলের কুকথার বিবৃতি ও পালটা বিবৃতি নিয়ে কর্মী মহলে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে থেকেই বিজেপি এবং তৃণমূল গ্রামে গ্রামে তাল ঠুকছে।

তথ্য ও প্রযুক্তি ভারতের বিজ্ঞান সেক্টরকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতের বিজ্ঞান সেক্টরকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে তথ্য ও প্রযুক্তি। মঙ্গলবার ১০৮ তম ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, একবিংশ শতাব্দী ভারতে, আমাদের কাছে দু"টি জিনিস প্রচুর পরিমানে আছে, তথ্য ও প্রযুক্তি। এগুলি ভারতের বিজ্ঞানকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারে। তথ্য বিশ্লেষণ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে, এই তথ্য বিশ্লেষণ তথ্যকে অন্তর্দৃষ্টি এবং বিশ্লেষণকে কার্যযোগ্য জ্ঞানে রূপান্তর করতে সহায়তা করে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন বলেছেন, যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বর্তমানে ভারত এগিয়ে চলেছে, তার ফলও আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারত দ্রুত বিশ্বের শীর্ষ দেশগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠছে। এ বছর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অধিবেশনের আলোচনার মূলবিষয় হল - মহিলাদের ক্ষমতায়নের পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এ বিষয়ে মোদী বলেছেন, এবার ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের থিমও এমন একটি বিষয়ে, যা বিশ্বে সবচেয়ে বেশি আলোচিত হচ্ছে। টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমেই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিরাপদ।

সুভাষ সরকারের 'রামধোলাই'-এর নিদানে প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় দুর্নীতি হচ্ছে বুঝলেই দুর্নীতিবাজকে 'রামধোলাই' দিতে নিদান দিয়েছেন বাংলার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুভাষ সরকার। সোমবার সন্ধ্যায় সিমলাপালে সুভাষবাবু এই কথা বলেন। মঙ্গলবার এর পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূল।

তৃণমূল নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "এরপর গ্রামে কোনও অশান্তি হলেই পুলিশকে এফআইআর করে গ্রেফতার করতে হবে সুভাষ সরকারকে। উস্কানি দিয়ে সমাজে হিংসা ছড়ানোর জন্য। উনি সাংসদ। সমাজে অশান্তি ছড়ানোর কথা উনি বলতে পারেন না। উনি বিজেপি বলেই এই কথা বলছেন।"

তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলার সাধারণ সম্পাদক শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গ্রামে গিয়ে জনসংযোগের নামে উস্কানিমূলক কথা বলে গ্রামে অশান্তি পাকাতে চাইছেন বিজেপির মন্ত্রী। তবে কে, কাকে গণধোলাই দেবে, সেটা সময় বলবে। ফলে দুই দলের কুকথার বিবৃতি ও পালটা বিবৃতি নিয়ে কর্মী মহলে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। পঞ্চায়েত ভোটের আগে থেকেই বিজেপি এবং তৃণমূল গ্রামে গ্রামে তাল ঠুকছে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় মানিক-ঘনিষ্ঠ তাপসকে এ বার সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি (হি. স.) : প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এ বার তৎপর হল সিবিআই। মঙ্গলবার কলকাতার নিজাম প্যালেসে (যেখানে সিবিআইয়ের দফতর রয়েছে) হাজিরা দিলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত তাপস মণ্ডল।

রাজ্যের ৫৩০টি বেসরকারি বিএড এবং ডিএলএড কলেজের থেকে মানিক-পুত্রের সংস্থা এককালীন ৫০ হাজার টাকা করে নিয়েছিল বলে অভিযোগ তুলেছিল ইডি। এই আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে তাপস কিছু জানেন কি না, তা তাঁর কাছে আগেই জানতে চেয়েছিল ইডি। ইডির তদন্তের মধ্যেই এ বার এই মামলায় তাপসকে সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদ এই পর্বে নয়া মাত্রা যোগ করল। সূত্রের খবর, প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে সিবিআই।

এর আগে, এই মামলায় তাপসকে একাধিক বার জিজ্ঞাসাবাদ করেছে আরও এক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। তাপসের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা। ৩টি বিএড কলেজ ছাড়াও, তাপসের সংস্থা 'মিনার্ভা এডুকেশনাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটি'ও ইডির আতশকাচের নীচে রয়েছে। এই সংস্থার অধীনে ৬-৭টি পলিটেকনিক এবং আইটিআই কলেজ রয়েছে বলে জানিয়েছিল ইডি।

সূত্রের খবর, মানিক-পুত্র শৌভিক ভট্টাচার্যের সংস্থার সঙ্গে ৫৩০টি বেসরকারি বিএড, ডিএলএড কলেজের মানোন্নয়নের জন্য যে ২.৬৪ কোটি টাকার চুক্তি হয়েছিল, সে সম্পর্কেই তাপসের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল। এ ছাড়াও নিয়োগের ক্ষেত্রে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে ইডি সূত্রে খবর।

দৈনিক সংক্রমণ কমে ১৩৪; ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়নি কারও, ভারতে সক্রিয় রোগী নিরন্তর কমছে

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): ভারতে করোনাভাইরাসের দৈনিক সংক্রমণ নিরন্তর কমছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৩৪ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়নি কারও। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে কারও মৃত্যু না হওয়ার পর মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৫,৩০,৭০৭ জনের।

দেশে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ২ হাজার ৫৮২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। এখনও পর্যন্ত ভারতে মোট করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৪৬,৭৮,৯৫৬ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪১,৪৫,৬৬৭ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ।

এদিকে, দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ৪৬ হাজার ৪৫০ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ২২০.১১-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে। মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,১১,২৩,৬৪২। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২ জানুয়ারি সারা দিনে ভারতে ১,৫১,১৮৬ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। পরীক্ষিত ১,৫১,১৮৬ নমুনা টেস্টের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১৩৪ জন।

মঙ্গলবার বিজেপি কার্যালয়ে বিভিন্ন দল থেকে ছিন্ন হয়ে বিজেপি দলে যোগদান করেন।

কাটিগড়া সিদ্ধেশ্বর প্রগতি সংঘের সুবর্ণজয়ন্তী সমারোহে সেরা সংগঠকের পুরস্কার লাভ চতুরঙ্গ-এর প্রাক্তন সভাপতির

পাথারকান্দি (অসম), ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : সেরা সামাজিক সংগঠক হিসেবে পুরস্কৃত হলেন পাথারকান্দি চতুরঙ্গ-এর প্রাক্তন সভাপতি এএস হুসেন আহমেদ। বরাক উপত্যকার সামাজিক সংগঠন কাটিগড়া সিদ্ধেশ্বর প্রগতি সংঘের সুবর্ণজয়ন্তীর আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কাটিগড়ার বিধায়ক খলিলউদ্দিন মজুমদারের হাতে তিনি এই পুরস্কৃত হয়েছেন। প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সুবর্ণজয়ন্তীর আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানর শুভারম্ভ করেন চতুরঙ্গ-এর উপদেষ্টা তথা দক্ষ যুব সংগঠক সিদ্ধার্থশেখর পালচৌধুরী। পুরস্কার লাভ করে এএস হুসেন আহমেদ বলেন, ঘুণে ধরা আজকের সমাজ ব্যবস্থায় একটি সংগঠনকে এক এক করে পঞ্চাশ বছরে পাড়ি দেওয়াটা সহজ কাজ নয়। সংগঠনের একাংশ উদ্যমী যুবক-যুবতীদের কঠোর নিষ্ঠা ও একাগ্রতায় এমন সম্ভবপর হয়েছে। কিছুটা আবেগিক হয়ে আহমেদ আরও বলেন, তাঁর মতো একজন সামান্য সমাজকর্মীকে এভাবে মঞ্চে ডেকে এনে সেরা সংগঠক হিসেবে পুরস্কৃত করার জন্য তিনি সিদ্ধেশ্বর প্রগতি সংঘের কর্মকর্তাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছেন।

পয়লা জানুয়ারির অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথিদের মধ্যে পাথারকান্দি চতুরঙ্গ-এর উপদেষ্টা সিদ্ধার্থশেখর পালচৌধুরী সহ বরাকের উপত্যকার আরও তিনটি সামাজিক সংগঠনের দক্ষ সংগঠকদের আয়োজক সংস্থার পক্ষে স্মারকসম্মান তুলে দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কাটিগড়ার প্রাক্তন বিধায়ক অমরচাঁদ জৈন, সংঘের প্রাক্তন সভাপতি কল্যাণকুমার চক্রবর্তী, নেহরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর মেহবুব আলম লস্কর, আয়োজক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক দিব্যজ্যোতি দাস প্রমুখ।

সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদের নিয়ে নির্বাচন কমিশনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন ২০২৩- কে সামনে রেখে মঙ্গলবার প্রজ্ঞা ভবনে রাজ্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কার্যালয়ের উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মূলত বৈদ্যুতিন ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক উষা জেন মগ, এস বন্দ্যোপাধ্যায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অতিরিক্ত অধিকর্তা দেবাশীষ নাথ। অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক উসাজেন মগ জানান নির্বাচন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ। এক্ষেত্রে সংবাদ মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণতন্ত্রকে মজবুত করতে গেলে সকলের অবগত থাকা প্রয়োজন কি রয়েছে তাতে। নির্বাচনী কাজে যারা যুক্ত তাদের ধারাবাহিকভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। এদিনের প্রশিক্ষণে ইভিএম এবং ভিভি প্যাট এর কাজগুলি হাতে কলমে অবগত করা হয় সাংবাদিকদের।

কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে বাইসাইকেল বিতরণ ছাত্রীদের মধ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ৩ জানুয়ারী।। কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিনামূল্যে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয় ছাত্রীদের মধ্যে। এতে করে বেজায় খুশি ছাত্রীরা। আজ মঙ্গলবার বিকেলে এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কল্যাণপুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর মিলনায়তনে দ্বাদশ এবং একাদশ শ্রেণীর ৮০ জন ছাত্রীদের হাতে বিনামূল্যে বাইসাইকেল বিতরণ করা হয়। ছাত্রীরা অনেক দূর দূরান্তকেই কেউ গাড়িতে বা কেউ পায়ে হেঁটে স্কুলে আসে নিজের ঘাটের থাকা খরচ করে। এখন আর টাকা খরচ করতে হবে না কেননা রাজ্য সরকার বা শিক্ষা দপ্তর থেকে এই বাইসাইকেল প্রদান করা হয়েছে এই কারণে যে ছাত্রীরা যেন অনায়াসেই সাইকেলের চেপে স্কুলে আসতে পারে। এতে করে ছাত্রীদের যেমন শরীর চর্চা হবে পাশাপাশি কোন টাকাও লাগবে না। এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন কল্যাণপুর স্কুলের এসএমসি কমিটির চেয়ারপার্সন প্রাক্তন শিক্ষক কানাই শীল, স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট হেড মাস্টার অঞ্জনা দেববর্মা, কল্যাণপুর গ্রাম প্রধান তাপস দেবরায় সহ শিক্ষক শিক্ষিকারা।

মির্জা স্টেশনে নতুন গুডস সার্কুলেটিং এরিয়া তৈরি

গুয়াহাটি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.) : নিউ বঙাইগাঁও-গোয়ালপাড়া টাউন-কামাখ্যা ডাবলিং প্রজেক্টের সাথে সামঞ্জস্য রেখে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সম্প্রতি মির্জা রেলওয়ে স্টেশনের কাছে মির্জা ইয়ার্ডে নতুন গুডস সার্কুলেটিং এরিয়া তৈরি করেছে। লোডিং/আনলোডিং সহজ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে নতুন সার্কুলেটিং এরিয়াটি স্টেশন ভবন ও গুডশেডের চারপাশের সড়ক পরিবহণের সুগম অবাধ প্রবাহকে সুবিধাজনক করে তুলবে।

ইঞ্জিনিয়ারিং প্ল্যানটি ৮২৫ মিটার অ২৫ মিটারের গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার পাশাপাশি একটি গুডস সাইডিঙের ব্যবস্থা সহ অনুমোদিত হয়েছিল। মির্জা-চানডুবির মূল পথ থেকে গুডস সার্কুলেটিং এরিয়াকে সংযুক্ত করতে ৯৫০ মিটার প্রবেশপথ সহ গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার কাজ শুরু হয়েছিল ২০২১ সালের জানুয়ারি মাসে এবং প্রায় ১০.৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়। গুডস সার্কুলেটিং এরিয়ার পাশাপাশি মৌলিক সুযোগ-সুবিধা সহ একটি লেবার রেস্ট রুমও তৈরি করা হয়। বিদ্যমান ৫ (পাঁচ) লাইন ইয়ার্ড ৭ (সাত) লাইন ইয়ার্ডে পুনর্নির্মাণ করা হয় এবং ২০২২ সালের ২৭ ডিসেম্বরে চালু করা হয়।

মির্জায় সার্কুলেটিং গুডস ইয়ার্ডের উন্নয়নের ফলে নিউ গুয়াহাটি ইয়ার্ডের ট্র্যাফিক লোড অনেক অংশেই কমবে। মির্জা ইয়ার্ডে লোডিং ও আনলোডিং গুয়াহাটি শহরের দিকে যানজট কমাবে। ব্যবসায়ীরা শহরের যানজটে আবদ্ধ না থেকে প্রত্যক্ষভাবে পণ্যসামগ্রীর ডেলিভারি নিতে পারবেন। মির্জা স্টেশনে সার্কুলেটিং এরিয়ার উন্নয়নের ফলে মেঘালয় ও অরুণাচল প্রদেশের মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে পণ্যসামগ্রী সরবরাহ করার ক্ষেত্রে গ্রাহক ও ব্যবসায়ীদের সহায়ক হবে। এক প্রেসবার্তায় জানিয়েছেন উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

সাংবাদিকের বাড়িতে হামলা নিন্দা প্রেস ক্লাবের

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। খোয়াইয়ের সাংবাদিক আশিষ চক্রবর্তীর বাড়িতে হামলার ঘটনার নিন্দা করছে আগরতলা প্রেসক্লাব। আগরতলা প্রেসক্লাব এধরণের ঘটনা বন্ধে এবং দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজ্য পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। পাশাপাশি সাংবাদিক আশিষ চক্রবর্তীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেসক্লাব দাবী জানাচ্ছে। প্রেসক্লাব সম্পাদক ঘটনার সাথে সাথে রাতেই আক্রান্ত সাংবাদিক আশিষ চক্রবর্তীর সাথে ফোনে কথা বলেন।

সাংবাদিকের মাতৃবিয়োগ

আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। আগরতলা প্রেসক্লাবের সহযোগী সদস্য বিপুল ভৌমিকের মাতা ব্রজবালা ভৌমিক প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর। দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ব্রজবালা ভৌমিক। তার মৃত্যুতে আগরতলা প্রেসক্লাব গভীর শোক জ্ঞাপন করছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছে।

কুমারঘাটে

● প্রথম পাতার পর

চালানো হয়েছিল। কুমারঘাট থানার পুলিশ এবং টিএসআরের যৌথ অভিযানে নিতাই দত্তের ছেলে নির্মল দত্তের ঘর থেকে একটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, ৫ রাউন্ড তাজা কার্তুজ, একটি এয়ার গান ও এক বাক্স প্যালেট মিলেছে। আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশ নির্মল দত্তকে আটক করেছে। সাথে তাঁর বাবা নিতাই দত্তকেও পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য থানায় নিয়ে গেছে।

এসডিপিও কমল দেববর্মার দাবি, পুলিশী জেরায় নির্মল দত্ত স্বীকার করেছেন, ওই অস্ত্র তিনি বিহার থেকে এনেছেন। বিহার থেকে অস্ত্র আনার পেছনে আসল উদ্দেশ্য খুঁজে বের করার জন্য পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যাচ্ছে। আগামীকাল তাঁকে আদালতে সোপর্দ করবে পুলিশ।

ধর্মনগরে বামপন্থী ছাত্র যুবদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩ জানুয়ারী।। গনতন্ত্র রক্ষার লড়াই এবং আইনের শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবিতে বামপন্থী ছাত্র যুব সংগঠন এর যৌথ উদ্যোগে উত্তর জেলার ধর্মনগরে অনুষ্ঠিত হল ছাত্র যুব সমাবেশ। মঙ্গলবার দুপুর দুটো নাগাদ ধর্মনগরের ডিএনভি মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এই সমাবেশ। এদিনের সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঙ্গুচজ্জ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদিকা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা মীনাক্ষী মূখার্জী। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য নেতৃত্ব সহ বিধায়িকা বিজীতা নাথ উত্তর জেলার জেলা সম্পাদক অমিতাভ দত্ত প্রমুখ।মূলত ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে এই সমাবেশ। সমাবেশে গোটা জেলার কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।এদিকে সমাবেশে অতিথিরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি সরকারকে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন।তারা বলেন, বিজেপির এই রথ যাত্রা, তাদের জন্য অন্তিম রথ যাত্রা।রথ যাত্রা প্রধানত আষাঢ় মাসে হয়ে থাকে।তাহলে পৌষ মাসে আবার এ কোন রথ যাত্রা। বিজেপি সরকারের সময় সীমা আর মাত্র বারো তেরো দীন।২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে পরাস্ত করে অষ্টম বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি আরো বলেন, ডাবল ইঞ্জিনের ঠেলা প্রতিফলিত হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান সাংসদের উপর।ডাবল ইঞ্জিনের ঠেলায় আবার প্রথমে সাংসদ তারপর মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। সাধারন মানুষ এ সরকারের আমলে কোন কিছুই পায়নি। অপরদিকে এদিনের সমাবেশের প্রধান অতিথি ঙ্গুচজ্জ কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সম্পাদিকা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদিকা মীনাক্ষী মূখার্জী বলেন, বিজেপি এ কোন ডাবল ইঞ্জিন ত্রিপুরা রাজ্যে নিয়ে এলো,যে ইঞ্জিন রাজ্যকে পেছনে টেনে নিচ্ছে। বিজেপি মিসড কলে চাকরি দেবে বলেছিল, কিন্তু মিসড কলে তো এখনকার সময় প্রেমও হয়না। বিজেপি সরকারের শাসনে রাজ্যের যুব সমাজ নেশার কবলে আসক্ত হয়েছে।বছরে পঞ্চাশ হাজার চাকুরীর প্রতিশ্রুতির পরিবর্তে কুড়ি হাজার চাকুরী বাতিল হয়েছে। বিজেপি সরকার মিথ্যা কথা আর মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ছাড়া কিছুই দেয়নি। অবশেষে ধর্মনগররে ছাত্র যুব সমাবেশ শেষে ত্রিপুরা অসম সীমান্তের কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের কদমতলা নটরাজ মুক্ত মঞ্চে এক অপর একটি সমাবেশে মিলিত হন মিনাক্ষী মুখার্জি। সেখানেও বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপি দলকে তুলোধুনো করেন। সেখানে মিনাক্ষী মুখার্জি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সানীয় বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন ও বিধানসভা এলাকার সানীয় নেতৃত্ব।

বিলোনীয়ায় সিপিএমের উদ্যোগে মিছিল ও সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ জানুয়ারী।। সিপিআইএম বিলোনিয়া কলেজ স্কোয়ার অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার বিকাল বেলায় জনজীবনের বিভিন্ন দাবি কে সামনে রেখে মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত পাঁচ বছরে সিপিআইএমের উদ্যোগে আজকে সাতমুড়া এবং কলেজ স্কয়ার জুড়ে প্রথম জোরদার প্রচার মিছিল দেখলো এই এলাকার জনগণ। বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিলোনিয়া পুর পরিষদের নাগরিক পরিষেবা, উন্নয়ন মূলক কাজ, টুয়েপের কাজ, বেকারদের কর্মসংস্থান। এই ধরনের বিভিন্ন দাবি তুলে, টুয়েপের মজুরি ও শ্রম দিবস বৃদ্ধি , অস্বাভাবিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করা, বর্ধিত জলকর, সম্পদ কর বাতিল করার দাবিতে মঙ্গলবার বিকেলে আয়োজিত হয় মিছিল ও পদযাত্রা। মিছিল শেষে সভায় আলোচনা রাখতে বামফ্রন্টের আহবায়ক নারায়ণ কর আলোচনা করতে গিয়ে শাসক বিজেপি সরকারের কাজকর্মের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরে জনগনের আশু দাবি গুলো নিয়ে জোরদার প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান রাখেন। বিলোনিয়া আর্য্যকলোনী থেকে সংগঠিত হয় এইদিনের পদযাত্রার মিছিল। মিছিলটি সাতমুড়া ডিএম অফিস হয়ে এলাকার বিভিন্ন সান পরিদর্শন করে বিভিন্ন বুথ এলাকা পরিক্রমা করার পর কলেজ স্কোয়ার বাজারে এসে শেষ হয়। সেখানে আয়োজিত হয় পথসভা। পদযাত্রা ও মিছিলে বামফ্রন্টের আহবায়ক নারায়ণ কর ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম দক্ষিন জেলা সম্পাদক বাসুদেব মজুমদার, মহকুমা সম্পাদক তাপস দত্ত, রাজ্য নেতৃত্ব দীপঙ্কর সেন, এছাড়া ছিলেন নারী নেত্রী অনিন্দিতা সাহা সহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মী সমর্থকরা।

শিক্ষিকারা

● প্রথম পাতার পর

ভবনের সামনে জমায়েত হবেন। এরপর মহাকরনের উদ্দেশ্যে অভিযান সংঘটিত করবে ১০৩২৩ এর সমস্ত সংগঠনগুলি। সমস্ত সংগঠনের সদস্য, নেতৃত্বরা এই মিছিলে অংশ নেন। পূর্ব নির্ধারিত সুচী অনুযায়ী এদিন রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে শুরু হয় মহাকরণ অভিযান। এর আগে রবীন্দ্রভবনের সামনে প্রয়াত মন্ত্রী এন সি দেববর্মার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান নেতৃত্বরা। পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ এবং নবীন নাগরিকদের সামনে রেখে এদিন অভিযানের সূচনা করেন তারা। মিছিলটি রবীন্দ্রভবন থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মহাকরণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। এদিনের মহাকরণ অভিযান থেকে পরিবারের সদস্যরা চাকুরী ফিরিয়ে দেওয়ার আকুল আর্তি জানায় রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে। ইতিমধ্যেই বহু শিক্ষক শিক্ষিকা প্রয়াত হয়েছেন। প্রতিটি পরিবার গভীর উৎকণ্ঠায় দিন কাটাচ্ছে। অভাব অনটন তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। এই অবস্থায় চাকুরী ফিরিয়ে দিলে তাদের জীবন আর সচল হত বলে জানান পরিবার গুলির বয়জ্যেষ্ঠরা।

১১ জানুয়ারী

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘন্ট ঘোষণা দেবে।

ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্বাচনের সম্ভাবনার পালে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী হাওয়া দিয়েছেন। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তে আর্যভট্ট বিশ্ববিদ্যালয় উত্তর ত্রিপুরা জেলায় স্থাপনের ক্ষেত্রে বিল আনার বিষয়ে বলতে গিয়ে তিনি বারে বারেই উল্লেখ করেছেন বিধানসভার অধিবেশন ছাড়া ওই বিল আনা সম্ভব নয়। তবে, বিধানসভা নির্বাচনের কারণে বিধানসভা অধিবেশন আদৌ সম্ভব হবে কি না তিনি নিশ্চিত ভাবে বলতে পারছেন না। শুধু বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণা হতে পারে সেই অনুমান থেকে বর্তমান সরকারের আর মন্ত্রিসভার বৈঠক হবে বলে তিনি নিশ্চিত নন। স্বাভাবিক ভাবেই এই মুহুর্তে তাঁর বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে অনুমান ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহের দিকেই ইঙ্গিত করছে। প্রশাসনিক সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ভোটের মুখে দরাজ

● প্রথম পাতার পর

বর্তমানে তাদের বেতন হবে ১৯ হাজার ১৪০ টাকা। তিনি জানান, নতুন সরকার আসার পর তাদের বেতন বাড়িয়ে ১৮ হাজার ১৪০ টাকা করা হয়েছিল। আজ তা আরও ১০০০ টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী জানান, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় আর্যভ-আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা জডিশিয়াল একাডেমিতে বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য ৩৪টি নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি জানান, নির্বাচন দপ্তরের অধিনে ১৬টি ইলেকশন ইন্সস্পেক্টরের পদে লোক নেওয়া হবে। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের আরও ২৫টি বিদ্যালয়কে অন্তর্ভক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩২টি শিক্ষক এবং অশিক্ষক পদে লোক নিয়োগ করার জন্য পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। জনজাতি কল্যাণ দপ্তর এবং তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে যেসব ছাত্রছাত্রী বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশোনা করছে তাদের প্রতিদিনের বোর্ডিং স্টাইপেণ্ড ৬৫ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮০ টাকা করা হয়েছে। আগামীকাল রাজ্যের একমাত্র সায়েন্স সিটির উদ্বোধন হবে। সায়েন্স সিটিতে প্রবেশ করার জন্য রাজ্য সরকার ন্যনতম প্রবেশ মূল্য ধার্য্য করেছে। জেনারেল ভিজিটরদের প্রবেশের ক্ষেত্রে ৩০ টাকা, শিক্ষার্থীরা যারা সাধারণ ভিজিটর হিসেবে আসবেন তাদের ক্ষেত্রে ২০ টাকা এবং যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন সহ আসবে তাদের ক্ষেত্রে ১০ টাকা করা হয়েছে।

একইরকমভাবে থিডি থিয়েটারে প্রবেশের ক্ষেত্রে জেনারেল ভিজিটর ৩০ টাকা, বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী যারা জেনারেল ভিজিটর হিসাবে আসবে তাদের জন্য ৩০ টাকা এবং যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন সহ আসবেন তাদের জন্য ২০ টাকা প্রবেশ মূল্য ধার্য্য করা হয়েছে। তিনি জানান, ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের অধীনে ট্রান্সমিশন কাজের সুবিধার্থে ত্রিপুরা পাওয়ার ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড খোলা হবে। তারা ৩৩ কেভি পর্যন্ত বিদ্যৎ ট্রান্সমিশনের কাজ করবে। তিনি আরও জানান, আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজনৈতিকভাবে যারা খুন হয়েছেন তাদের পরিবার থেকে আরও ৫ জনকে আজ চাকরির অফার দেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের সচিব তাপস রায় জানান, রাজ্যের ৯ হাজার ৯১১ জন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং ৯ হাজার ৯১১ জন অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারদের সান্মানিক ভাতা যথাক্রমে ৬০০ এবং ৭০০ টাকা করে বৃদ্ধি করা হয়েছে। তিনি জানান, অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বর্তমানে ন্যূনতম বেতন হবে ৮ হাজার টাকা এবং হেল্পারদের ন্যনতম বেতন হবে ৫ হাজার টাকা। তথ্য ও সংস্ক'তি মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে সাংবাদিকদের এক প্রশের উত্তরে জানান, বর্তমান সরকার গঠিত হওয়ার পর ডাই-ইন-হারনেসের মাধ্যমে ১ হাজার ২৭১ জনকে চাকুরি দেওয়া হয়েছে।

চলছে চিকিৎসা

● প্রথম পাতার পর

বড়পাথরী স্বাস্থ্য কেন্দ্রেও কিছু পেটের রোগের অসুস্থ রোগীর হদিশ পাওয়া যায়।

এই অজানা রোগের উপদ্রব দেখে তড়িঘড়ি দক্ষিণ জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের নেতৃত্বে গত সোমবার স্বাস্থ্য কর্মীর এক প্রতিনিধি দল মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করার পর মঙ্গলবার স্টেট সারভিলেন্স অফিসার ডাক্তার অন্তরা বনিক সহ দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা শাসক , মহকুমা শাসক সহ জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারিক ও মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক মাইছড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং আক্রান্ত রোগীদের সাথে কথা বলেন। পাশাপাশি মাইছড়া ড্রিংকিং ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লেন্ট পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি বিলোনিয়া শহরের বিভিন্ন হোটেল এবং মিষ্টি দোকানে হানা দেয় জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এর এক প্রতিনিধি দল সহ খাদ্য দপ্তর, প্রত্যেকটি দোকানের মালিকদেরকে সচেতন করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জেলা শাসক সহ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। ভয়ের কোন কারণ নেই, নিয়ম মেনে চলুন। খাওয়ার আগে সাবান দিয়ে হাত ধূয়ে ফেলুন। ত্রিশ মিনিট জল ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে পান করুন, ভয় মুক্ত থাকুন। অযাথা আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য মহকুমাবাসীদের কাছে আবেদন রাখেন।

পাচারকারী

● প্রথম পাতার পর

অবস্থায় এলাকার লোকজন তাকে প্রথমে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসে। কর্তব্যরত চিকিৎসক রতন দেববর্মা তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করে হাঁপানিয়া হাসপাতালে রেফার করেন। জানা যায় তার বাড়ি বিশালগড় থানাধীন নারাওরা এলাকায়। পিতার নাম আবু তাহের। বাবুল মিয়া রহিমপুর উত্তরপাড়া ১৬৩ নং গেট সংলগ্ন এলাকার অহিদ মিয়ার মেয়েকে বিবাহ করে। এই সূত্র ধরেই বাবুল মিয়া দীর্ঘদিন ধরে রহিমপুর এলাকা দিয়ে পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ শ্বশুর বাড়ির পার্শবর্তী সীমান্ত দিয়ে পাচার করতে গিয়ে আশাবাড়ি বিওপির কর্তব্যরত জওয়ানের গুলিতে গুলিবিদ্ধ হয়। তার মাথায় গুলি লাগে।

ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রে তিপ্রা মথার উদ্যোগে ঘর ঘর চল অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩ জানুয়ারী।। ঋষ্যমুখ বিধানসভা কেন্দ্রে তিপ্রা মথার উদ্যোগে ঘর ঘর চল অভিযান কর্মসূচি সংগঠিত করে। মঙ্গলবার সকাল থেকে তাদের ঘর ঘর প্রচার কর্মসূচি সারা বিধানসভা এলাকা জুড়ে এগারো দিন যাবৎ কর্মসূচি নিয়ে মাঠ চষে বেড়ায় তিপ্রা মথা দল। আজ তাদের কর্মসূচি শেষ দিন সংবাদিকদের সামনে তাদের কর্মসূচি নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা রাখতে গিয়ে তিপ্রামথা দলের নেতৃত্ব অরুপ দেব বলেন বিগত এগার দিন যাবৎ ঘরঘর কর্মসূচি নিয়ে সকাল সাতটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত কর্মসূচি করে থাকে পাশাপাশি ঘরোয়া সভা,উঠান সভা,এবং জনসভা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।রতনপুর এডিসি ভিলেজের শরৎচন্দ্র পাড়ায় কর্মসূচি চলাকালীন সময়ে এই কথা গুলি বলেন পাশাপাশি কর্মসূচীতে বিপুল সংখ্যক জনগণের সাড়া পাচ্ছেন বলে জানান। তিনি প্রত্যয়ের সাথে এও জানান আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ৩৭ ঋষ্যমুখ বিধান সভা কেন্দ্র থেকে তিপ্রা মথা দল জয়লাভ করবে। ঘর ঘর চল অভিযানে তিপ্রা মথা নেতৃত্ব অরুপ দেব ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ব্লক সভাপতি চন্দ্রশেখর ত্রিপুরা দক্ষিণ জেলা কমিটির সভাপতি সুবীন ত্রিপুরা,আকাশ ত্রিপুরা সহ অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা।

পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের হাত ধরে সরলায় ৫২ জন ভোটার পদ্ম শিবিরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৩ জানুয়ারী।। উত্তর জেলার কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেবের হাত ধরে ৫২ জন ভোটার সিপিআই(এম) দল ছেড়ে পদ্ম শিবিরে সামিল হন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ৫৪ কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রের সরলা গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরান গারদ এলাকায় এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়।এই যোগদান সভায় চৌদ্দ পরিবারের ৫২ জন ভোটার বিজেপি দলে যোগদান করেন। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরন করে নেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব। তাছাড়া এদিনের যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন সানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সহ মন্ডল নেতৃত্বরা। এদিকে এদিনের যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে চেয়ারম্যান সুব্রত দেব বলেন, উত্তরের কদমতলা কুর্তি বিধানসভা কেন্দ্রটি দীর্ঘ চল্লিশ বছর যাবৎ সিপিআই (এম) দলের দখলে ছিল।তবে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে পদ্ম ফুল ফুটবেই ফুটবে। মানুষ সিপিআই(এম) দলকে বর্জন করে বিজেপিতে সামিল হচ্ছেন। তিনি বলেন,এই কেন্দ্রটি বিজেপির ঝুলিতে নিয়ে আসা তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়েছে।

শ্রমিকরা

● প্রথম পাতার পর

চিৎকার চেঁচামেচি করতে থাকেন। ঘটনাস্থলে বেশ লোক জমায়েত হয়। শেষে নামানো হয় আধা সামরিক বাহিনী। এই ব্রিজ অফিসের পঞ্চায়েত সচিব নারায়ন দত্ত জানান শ্রমিকদের অভিযোগ ভিত্তিহীন। সরকারী নিয়ম অনুযায়ী কাজ হয়েছে। কেননা এখন অনলাইনেই রেগার কাজ এন্টি হয় বা দুই বেলা ছবি তোলা হয়। অপরদিকে এই তালা বন্দীর খবর পেয়ে কল্যাণপুর আর ডি ব্লক থেকে ছুটে এসেছেন কল্যাণপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ অফিসার কৌশিক দেববর্মা তিনি সাংবাদিকদের জানান, শ্রমিকের অভিযোগ মোতাবেক যদি ২৬ জন কাজ করে ৩২ জন পেমেন্ট নেয়, সেই ক্ষেত্রে সবকিছু খতিয়ে দেখা হবে এবং আইন মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে। পাশাপাশি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। শেষে অনেকটা সময়ের পর পঞ্চায়েত সম্প্রসারণ অফিসার আসার পর অবরোধ মুক্ত হয় ভিলেজ অফিস। এমন ঘটনায় সংশ্লিষ্ট এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য তৈরি হয়।

আইপিএফটির

● প্রথম পাতার পর

দলে যোগ দিয়েছেন। এই বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে বিজেপির সহ-সভাপতি পাতাল কন্যা জামাতিয়া বলেন, এই নেতারা এখানে নির্বাচনী অফিসে আমাদের দলে যোগ দিয়েছেন। তাদের অনুগামীরাও বিজেপিতে যোগ দেবেন কিন্তু দুদিন পর। আমাদের সবকা সাথ সবকা বিকাশের স্লোগান সফল হয়েছে। রাজনৈতিক সীমারেখা পেরিয়ে মানুষের হৃদয়ে দাগ এবং এই কারণেই বিভিন্ন দলের নেতারা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। ডাবল ইঞ্জিন সরকার ভবিষ্যতে আরও দুটি ইঞ্জিন পাবে।

হামলা

● প্রথম পাতার পর

দেব, ছিলেন জন সংঘের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। বিজেপির সাংগঠনিক বিস্তারে হিরুধন দেবের অবদানের কথা টুইট করে, প্রশংসা করেছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হরিয়ানার প্রভারীর মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে বিপ্লব কুমার দেবের জনপ্রিয়তায় সীল মোহর দিয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ও প্রধানমন্ত্রী।

বহু প্রয়াসের পরেও বিপ্লব কুমার দেবের জনপ্রিয়তায় চির ধরাতে না পেরে, অবশেষে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার পথ অবলম্বন করলো বিরোধীরা। তবে ঘটনাটিকে, রাজ্যের শান্তির বাতাবারণকে বিঘ্নিত করতে, এটি কমিউনিস্টদের সম্পূর্ণ পূর্ব পরিকল্পিত ঘটনা বলেই মনে করছে রাজনৈতিক তথ্যবিজ্ঞ মহল।

পৃথক স্থানে

● প্রথম পাতার পর

চিকিৎসকরা তাঁকে জি বি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছেন। এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়ে ট্রাক চালককে গ্রেফতার করেছে।

অন্যদিকে, মঙ্গলবার দুপুর ১২টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ এসপি অফিস সংলগ্ন সড়কে বাইক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক ব্যক্তি গুরুতর আহত হয়েছেন। বিশ্রামগঞ্জ যাওয়ার পথে বাইক চালক মন্টু দাস(৩৬) দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বর্তমানে হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেন।দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ছুটে এসে আহত ব্যক্তিকে উদ্ধার করে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেছেন। খবর পেয়ে পুলিশও ছুটে গেছে। কিন্তু, গাড়ির চালককে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়নি। কারণ, দুর্ঘটনার পরই গাড়ির চালক পালিয়ে গেছেন।

লাঠিচার্জ

● প্রথম পাতার পর

মিছিল নিয়ে শহর পরিক্রমা করে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের অফিসের সামনে এসে ধর্নায় বসে। পরবর্তীতে মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের উপস্থিতিতে অফিস গৃহে এক বৈঠক হয়। বৈঠক শেষে কংগ্রেস নেতৃত্বরা জানিয়েছেন পুলিশ সাথে এই বৈঠকে পুলিশ একটি সর্ব দলীয় বৈঠকে করে এর প্রতিকার বের করার চেষ্টা করবে। কংগ্রেস নেতৃত্বরা জানিয়েছেন এই ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করবে দল। তবে এই ঘটনার পর বিজেপি দলের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

প্রার্থী তালিকা

● প্রথম পাতার পর

ইয়েচুরি এবং প্রকাশ কারাতের উপস্থিতিতে রাজ্য কমিটির বৈঠকে প্রার্থী তালিকা নিয়ে যাবতীয় সমস্ত জল্পনায় ইতি পড়বে, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিস্ফোরণ

● প্রথম পাতার পর

খবর পেয়ে আসেন ১৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ভাশ্বতী দেববর্মা। তিনি জানান দুটি ঘড় সম্পূর্ণ রুপে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

উত্থান শেয়ার বাজারে ৬১ হাজার ছুঁল সেনসেক্স

মুম্বই, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): নতুন বছরে দ্বিতীয়দিনেও অগ্রগতি দেখাল দালাল স্ট্রিট। সোমবারের পর মঙ্গলবারও উত্থান শেয়ার বাজারে। সেনসেক্স পৌঁছল ৬১ হাজারে। নিফটি ছাড়াল ১৮ হাজার পয়েন্ট। অনেকেই আশা করছে নতুন বছরে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগকারীদের উত্থান হবে।মঙ্গলবার সেনসেক্সের উত্থান হল ১২৬.৪১ পয়েন্ট বা ০.২১ শতাংশ। বাজার শেষে এই সূচক দাঁড়িয়েছে ৬১ হাজার ২৯৪.২০ পয়েন্টে। এদিন নিফটি-ফিফটির অগ্রগতি হয়েছে ৩৫.১০ পয়েন্ট বা ০.১৯ শতাংশ। দিনের শেষে নিফটি হয়েছে ১৮ হাজার ২৩২.৫৫ পয়েন্ট। এদিন নিফটি-ফিফটির ৫০টি কোম্পানির মধ্যে ২৭টিতে অগ্রগতি হয়েছে। পিছিয়েছে ২৩টি কোম্পানি।এদিন ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ বা এনএসই অন্তর্ভুক্ত প্রায় ২০০০টি কোম্পানির মধ্যে ১১৩২টি বৃদ্ধির মুখ দেখেছে। কমেছে ৮৬৪টি কোম্পানির শেয়ার দর। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামীদিনে দালাল স্ট্রিট আরও অগ্রগতি করবে। এ কারণে শেয়ারবাজারে বিনিয়োগের পরিমাণও অনেক বাড়ছে।

ক্রীড়াঙ্গন

সি.কে নাইডু : জয়ের লক্ষ্যে পাঞ্জাব শক্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ত্রিপুরা দল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। শক্ত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ত্রিপুরার ব্যাটার্স-রা। হয় দিনভর টিকে থেকে প্রথম ইনিংসে লিড নেওয়ার পুরস্কার স্বরূপ ৩ পয়েন্ট প্রাপ্তিযোগ, অন্যথায় পাঞ্জাবের বোলারদের সামনে আত্মসমর্পণ করে প্রথম ম্যাচে সরাসরি হার দিয়ে সূচনা। ত্রিপুরার ব্যাটসম্যানদের কোর্টে এখন বল। ম্যাচ জেতানো, ৩ পয়েন্ট বাঁচানো, পরাজয় স্বীকার - সবই তাঁদের হাতে। কর্নেল সি.কে নাইডু ট্রফি অনূর্ধ ২৫ জাতীয় ক্রিকেট আসরে প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা পাঞ্জাবের খেলা অনেকটা সরাসরি জয় পরাজয়ের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে। পাঞ্জাবের প্রথম ইনিংসে সংগৃহীত ১৬২ রানের জবাবে ত্রিপুরা ১৭৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে, লিড নেওয়ার প্রাথমিক কাজটি করে নিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় ইনিংসে পাঞ্জাব দল ৮ উইকেট হারিয়ে ৩৪১ রান সংগ্রহ করে ইনিংস ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে তাঁরা কিন্তু ত্রিপুরা দলকে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়েছে। তৃতীয় দিনের খেলার শেষ পর্যায়ে ত্রিপুরা দল দশ ওভার ব্যাটিং-এর সুযোগ পেয়েছে। ইতিমধ্যে এক উইকেট হারিয়ে ১৯ রান সংগ্রহ করে নিয়েছে। জয়ের জন্য ত্রিপুরা দলের আরও ৩১০ রানের প্রয়োজন। হাতে রয়েছে নয় উইকেট। খেলার বাকি পুরো একদিন। উল্লেখ্য, পাঞ্জাবকে চালকের আসনে বসানোর পেছনে দলের অধিনায়ক অভিনব শর্মার অপরাজিত ১০৬ রানের পাশাপাশি সলিল অরোরার ৬৪ রান এবং যশকরনবীর সিং পালের ৫০ রানের ব্যাটিং উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় ইনিংসে রাজ্য দলের বিক্রম দেবনাথ তিনটি এবং শাহরুখ হোসেন দুটি উইকেট পেয়েছে। সংক্ষিপ্ত স্কোর: পাঞ্জাব প্রথম ইনিংসে ১৬২ রান, দ্বিতীয় ইনিংসে ৮ উইকেটে ৩৪১ রানে ইনিংস ঘোষণা। ত্রিপুরা প্রথম ইনিংসে ১৭৫ রান। দ্বিতীয় ইনিংসে এক উইকেটে ১৯ রান।

সদর অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে এ.ডি নগরকে হারিয়ে এনএসআরসিসি-র চমক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। ছোটদের ক্রিকেটে দুর্দান্ত চমক এনএসআরসিসি-র। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় এনএসআরসিসি ১৫১ রানের ব্যবধানে এডি নগর প্লে সেন্টারকে হারিয়ে চমক তৈরি করেছে। খেলা ছিল নরসিংগড়ের পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে। ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এনএসআরসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩৯ ওভার ৫ বল খেলে ১৯৪ রানে ইনিংস শেষ করে।
দলের পক্ষে সায়ন্তন পালের ৫৮ এবং রাজদীপ পালের ৫৩ রান উল্লেখযোগ্য। এ.ডি নগরের বোলার তুহিন দেবনাথ ২৮ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে এ.ডি নগর প্লে সেন্টার ১৮ ওভার ২ বল খেলে মাত্র ৪৩ রানে তাদের ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।
দ্বিগবিজয় মজুমদার ও অনশভাটনগর এর দুর্দান্ত বোলিংয়ে এ.ডি নগর খুব তাড়াতাড়ি থেমে যায়। দ্বিগবিজয় ২২ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নিয়ে দলকে জয়ী করার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। এছাড়া অনশভাটনগর পেয়েছে তিনটি উইকেট মাত্র ২ রানের বিনিময়ে।

শ্যাম সুন্দর কোং এর ৪১তম জাতীয় যোগাসন প্রতিযোগীরা মেডেল ফেরত রাজ্যের সাংবাদিকদের মুখোমুখি।

ক্যান্সারে আক্রান্ত টেনিস কিংবদন্তি নাভ্রাতিলোভা

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.): টেনিস বিশ্বে দুঃসংবাদ।ক্যান্সারে আক্রান্ত টেনিস কিংবদন্তি মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। একই সঙ্গে গলা ও স্তন ক্যান্সার ধরা পড়েছে প্রাক্তন বিশ্বসেরা টেনিস তারকা তথা লিয়েন্ডার পেজের দীর্ঘদিনের মিক্সড ডাবলস পার্টনার নাভ্রাতিলোভা। চেক-আমেরিকান টেনিস তারকাকে সর্বকালের অন্যতম সেরা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস মিলিয়ে মোট ৫৯টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম ট্রফি রয়েছে মার্টিনার দখলে।
ডব্লিউটিএ-র বিবৃতিতে মার্টিনা নিজেই অসুস্থতার কথা জানান অনুরাগীদের। তিনি এও জানিয়েছেন যে, জোড়া ধাক্কা সামলাতে কিছুদিন কষ্ট হবে বটে, তবে আশার কথা এই যে, প্রাথমিক পর্যায়ে থাকা মারণরোগ সারানো যেতে পারে। তিনি নিজের সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই চালাবেন বলেও আশ্বস্ত করেছেন অনুরাগীদের।
এর আগে ২০১০ সালে স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন মার্টিনা। সেই সময় যথাযথ চিকিৎসায় সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। এক দশক পরে ফের একই অসুস্থতার মুখোমুখি হতে হয় প্রাক্তন তারকাকে। সামনেই অস্ট্রেলিয়ান ওপেন। টেনিস চ্যানেল স্টুডিওর হয়ে টুর্নামেন্টটি কাভার করার কথা ছিল নাভ্রাতিলোভার। কিন্তু তার আগেই জানতে পারলেন ফের ক্যান্সারে আক্রান্ত তিনি। নাভ্রাতিলোভার এজেন্ট মেরি গ্রিনহ্যাম বলেন, 'যেহেতু একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে ক্যানসার ধরা পড়েছে, তাই আমরা আশাবাদী।'
উন্মুক্ত যুগে নারী টেনিস তারকাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৫৯ টি শিরোপা জিতেছেন নাভ্রাতিলোভা। ১৮ টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের ভেতর উইম্বলডনের জিতেছেন ৯ টি। তাছাড়া ইউএস ওপেনে ৪ টি, অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে ৩ টি ও ফ্রেঞ্চ ওপেনে জিতেছেন ২ টি শিরোপা। খেলোয়াড়ি জীবনে তার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রিস ইভার্ট গত বছর জরায়ুর ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে তিনি এখন পুরোপুরি সুস্থ।

অনূর্ধ-১৩ ক্রিকেটে জি.বি'র বিরুদ্ধে দুর্দান্ত জয় এগিয়ে চলো সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। খুদেদের ক্রিকেটে দুর্দান্ত জয় এগিয়ে চলো সংঘের। হারিয়েছে জি বি প্লে সেন্টারকে। টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় এগিয়ে চলো সংঘ ২৮ রানের ব্যবধানে জি.বি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে চমক তৈরি করেছে। খেলা ছিল ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল গ্রাউন্ডে। ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এগিয়ে চলো সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৪০ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে ১৩৩ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে রাজদীপ সিংহ অপরাজিত থেকে সর্বাধিক ৩৩ রান পায়। এছাড়া, ময়ুক চৌধুরীর ২৩ রান ও অর্চিত ভৌমিকের কুড়ি রান উল্লেখ করার মতো। জিবি প্লে সেন্টারের রুদ্র দাস ২৮ রানে ২টি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জি.বি প্লে সেন্টার ৩৬ ওভার ২ বল খেলে ১০৫ রানে তাদের ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে রাজদীপ দেবনাথ ৩৯ রান এবং অর্পণ দেবনাথ ২৪ রান সংগ্রহ করলেও অন্যরা নৈপুণ্য দেখাতে পারেনি বলে শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। এগিয়ে চলোর সৈকত বৈশ্য ১৩ রানে তিনটি এবং অনিরুদ্ধ বণিক ও ময়ুক চৌধুরী দুটি করে উইকেট পেয়েছে। বিজয়ী এগিয়ে চলো সংঘের রাজদীপ সিংহ পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের স্বীকৃতি।

জাতীয় গার্লস ক্রিকেটে লীগের শেষ ম্যাচেও হেরে শূন্য হাতে বিদায় ত্রিপুরার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। ১০ মিনিটের কম সময় খেলে তামিলনাড়ু জয় তুলে নিয়েছে। মাত্র ১০ বল খেলেই তামিলনাড়ু জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নিয়েছে। শেষ ম্যাচেও ত্রিপুরার গার্লস টিম ভালো খেলা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে উইকেট আঁকড়ে টিকে থেকে প্রতিপক্ষের বোলারদের অধৈর্য করে তোলার ব্যাপারে ত্রিপুরার মেয়েরা অনেকটা প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে। আগামী দিনে আরও তালিম পেলে তারাও ভালো খেলতে পারবে বলে আশা করা যাচ্ছে। প্রথমবারের মতো অনূর্ধ ১৫ বালিকাদের এক দিবসীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্টের লীগ পর্যায়ের শেষ ম্যাচে হেরে শূন্য হাতে ফিরছে ত্রিপুরার মেয়েরা। অন্যান্য ম্যাচগুলির মতোই তামিলনাড়ুর কাছেও ত্রিপুরা দশ উইকেটে পরাস্ত হয়ে এবার ঘরে ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। ছয় দলীয় গ্রুপে পাঁচ ম্যাচে ত্রিপুরা দল ক্রমান্বয়ে চার দলের সঙ্গে ১০ উইকেটে এবং মাঝে উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ১৬০ রানের ব্যবধানে পরাজিত হয়েছে। মঙ্গলবারের খেলায় টস জিতে ত্রিপুরার মেয়েরা প্রথম ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু তথৈবচ চেহারা। ৩৫ ওভার উইকেটে টিকে থেকে ২১ রানে ইনিংস শেষ করতে বাধ্য হয়। তামিলনাড়ুর বোলার মেরি তিন রানে চারটি এবং মধুমিতা দুই রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে তামিলনাড়ুর কমলিনী ও জয়শ্রীর ওপেনিং জুটিই ১০ বল খেলে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। কমলিনী ৯ বল খেলে চারটি বাউন্ডারি মেরেই দলকে জয়ের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়। এক কথায় প্রথমবারের মতো অনূর্ধ ১৫ জাতীয় গার্লস ক্রিকেট অভিযানে ত্রিপুরা দল শূন্য হাতেই ঘরে ফিরে আসছে।

ফিরতি লিগে ওয়ারিয়র্সকে হারিয়ে মোক্ষম জবাব সাউথ ব্লাস্টার্স-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারি।। প্রথম লীগে হারের মোক্ষম জবাব দিয়েছে সাউথ ব্লাস্টার্স। হারিয়েছে ধলাই ওয়ারিয়র্সকে। প্রথম লীগের খেলায় ধলাই ওয়ারিয়র্স এর কাছে ৫০ রানে ব্লাস্টার্স হারলেও ফিরতি লিগে পাঁচ উইকেটে দুর্দান্ত জয় ছিনিয়ে দারুণ জবাব দিয়েছে। টিসিএ আয়োজিত ত্রিপুরা উইমেন্স টি-টোয়েন্টি লীগের খেলায় ইউনাইটেড সাউথ ব্লাস্টার্স ৫ উইকেটে ধলাই ওয়ারিয়র্সকে পরাজিত করেছে। মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে দিনের দ্বিতীয় খেলা শুরুতে টস দিতে ধলাই ওয়ারীয়র্স প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সীমিত কুড়ি ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে ৯৯ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অম্বিকা দেবনাথ সর্বাধিক ৩৯ রান পায়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে সাউথ ব্লাস্টার্স আট বল বাকি থাকতে পাঁচ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ইন্দ্র রাণী জমাতিয়া ৪৮ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে অপরাজিত ভূমিকায় ৫৯ রান সংগ্রহ করে দলকে জয় এনে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের পুরস্কারও পেয়েছে। প্রিয়াঙ্কা সাহা দুটি উইকেট পেয়েছিল ১৮ রানের বিনিময়ে।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 04/ TSR-5/QM/ Const./2022 dt: 02 .01.2023

The Commandant, 5" Battalion TSR (IR-I), Daluma, Gomati Tripura invites, on behalf of the 'Governor of Tripura', percentage rate e-tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/ Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/ TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on 10-01-2023 for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME ALLOWED	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF TECHNICAL BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Construction of 01 (one) 5,000 litre capacity water tank in training area of 5th Bn TSR(IR-I), Daluma, Amarpur, Gomati Tripura DNIT No: 463/TSR-5/QM/ Const./ 2022-23	Rs. 98,462/-	Rs. 1969/-	30 days	Up to15.00 Hrs on 10.01.2023	At 11.00 Hrs on .11.01.2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

For & on behalf of Governor of Tripura.
ICA/C-4002/23

Commandant
5th Battalion TSR (IR-I)
Daluma, Gomati Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 27/EE/SNM/PWD/2022-23, Dt: 31/12/2022.

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura inviteson behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 13/ 01/2023 for the following works:

Sl No.	Name of the Work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	DNIT No.93/EE/SNM/PWD/2022-23	21,43,758.00	42,875.00	90 Days
2	DNIT No.93/EE/SNM/PWD/2022-23	5,51,731.00	11,035.00	90 Days
3	DNIT No.93/EE/SNM/PWD/2022-23	22,30,403.00	44,608.00	90 Days
4	DNIT No.93/EE/SNM/PWD/2022-23	24,26,793.00	48,536.00	90 Days
5	DNIT No.28/R/DNIeT/SE-IV/PWD (R&B) /2022-23/3rd Call.	71,34,668.00	1,42,693.00	240 Days
6	DNIT No.31/R/DNIeT/SE-IV/PWD (R&B) /2022-23/3rd Call.	58,99,526.00	1,17,991.00	240 Days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in

ICA/C-3993/2022-23

(Er. S. Paul)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

Press Notice Inviting e-Tender No.F.622/TSR-8/QM/Const./2022-23 Dated, 31.12.2022.

The Commandant 8th Battalion TSR (IR-III), Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate e-tender from the Central and State Public Sector Undertaking/ Enterprise and eligible contractors/ firms/ agencies of appropriate class registered with P.W.D/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State P.W.D upto 03 P.M on 12.01.2023 for the following works.

Sl No.	Name of works	Estimated Cost	Earnest money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of opening of bid	Document downloading and biding at application	Class Bidder
1	Construction of Guest room (Size 16' x 12') full wall in/c 3' front verandah with GCI Sheet roofing, attached toilet and bathroom, septic tank, etc. at Thalcherra out post under 8th Bn TSR (IR-III) (DNIT No.04/ comdt8thbntsr/dnit/2022-23)	Rs. 6,11,021	Rs. 12,220	60(Sixty) Days	Upto 1500 Hrs on 12.01.2023	At 1700 Hrs on 12.01.2023	https://tripura tenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing, with option for Re-Submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The e-Procurement website will not allow any Bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. Submission of bids physically is not permitted.

For & on behalf of Governor of Tripura

ICA/C-3998/2022-23

(Amarjit Debbarma)
Commandant
8th Battalion TSR (IR-III)
Lalcherra, Dhalai Tripura

NOTIFICATION

File No.16-207/T W/PME(EAP)/2022-23(Part-XX)/69 842 Dated, 31st Dec, 2022.

Applications are invited from candidates for engagement of Consultant for the following positions on contractual basis for the period of 03 Years (subject to renewal every year based on performance) in Society for TRESP under Tribal Welfare Department, Govt. of Tripura in connection with Externally aided Project to be funded by World Bank namely "Tripura Rural Economic Growth and Service Delivery Project (TRESP)"

Item No	Name of Position	Number of Post
1	Financial Management Specialist	o1
2	HR Management Specialist	01

1. Application in prescribed format should be submitted addressing to: The Project Dir•ctor (PD), Society for TRESP, under Tribal Welfare Department, Government of Tripura, P. N. Complex, Gurkhabasti,
799006 (hardcopy) or through E-mail: Agartala, Tripura West, P.O. Kunjaban, PIN- tresp.tripura@gmail.com (in a single PDF file)
2. Last date of submission of application is 17"_January, 2023. Application received after due date will not be entertained.
3. The details including Job descriptions, terms and conditions, and application format may be seen and dgwnloaded from the website http:// www.twd.tripura.gov.in.

(L-T. Darlohg) IAS)
PD, Society for SP
(Secretary &Director)
Tribal Welfare

ICA/D-1814/23

WALK IN INTERVIEW

A WALK-IN-INTERVIEW will be held for filling up vacant post of Anganwadi Workers and Anganwadi helpers in new sanction Anganwadi Centres as per list bellow on purely temporary " No Work- No-Honorarium " basis under the office of the Child development "Project Officer, Kakraban ICDS Project. kakraban, Gomati Tripura. The interested candidates who fulfil the eligibility criteria may apply along with filled up bio-data in prescribed format (available in the office of the undersigned) and alongwith all necessary documents to the office of the CDPO, Kakraban ICDS Project. as per schedule mention below:-

List of Vacant AWCs:-

Sl No	Name of Project	Name of Block	Name of AWC	Post of AWW	Post of AWH
1	2	3	4	5	6
1	kakraban ICDS	Tepania R D Block	Forest Tilla	1	1
2	kakraban ICDS	Tepania R D Block	Master Para	1	1
3	kakraban ICDS	Tepania R D Block	Kha Para	1	1
	kakraban ICDS	Tepania R D Block	Khas Tilla	1	1
	kakraban ICDS	Tepania R D Block	Madhya Para	1	1

Eligibility Criteria:-

1. Educational Qualification :- For Anganwadi Worker minimum qualification shall be Madhyamik Passed and for Anganwadi helper minimum qualification shall be Class VII passed.
2. Age limit:- 18-45 years as on 31-12-2022 and upper age relaxation upto 5 years is applicable foe SC/ST/Divyangan (Differently able) candidates.
3. The applicant must be normal resid•nt of the village/habitation/ward where the Anganwadi centre is located and to the feeder village of the Anganwadi Centre area. If no application is received from the feeder village area then application may be invited from the desirous candidate residing within the concern GP/Village council/ward where the Anganwadi Centre is located.
4, Marital Status:- Candidate must be Married or Widow (Same or both Post) In case of widow the death certificate of husband should be attached with the filled application.
5. Procedure of selection:- WALK-IN-INTERVIEW,
6. Honorium:- Rs 4500/- (Four chousand five hundred) only for Anganwadi Worker per month and Anganwadihelper Rs 2250/- (Two thousand two hundred fifty) only along with ADA as declared time to time by the state Govt.
7. Application will be received from 03/01/2023 to 06/01/2023 except holidays from 11.00 a.m. to 4.00 p.m. :
8. The applicant have to submit the testimonials/certificate of the following with self attested alongwith prescribed form:-
I) Age proof certificate (DOB certificate/Madhyamik admit card)
ii) certificate of educational qualification (Madhyamik Marksheet for AWW and VIII Passed certificate for AWH which is counter signed by the Inspector of School/Headmaster).
iii) PRTC/Citizenship certificate,
ivy Proof of marriage.
v) Proof of ordinary residence (ROR)
vi) Two copies of recent Passport size colour photograph of the candidate. -
vii) Ration card.
Vili) Disability certificate if applicable.
ix) Caste certificate if applicable.
9. Incomplete application or application without required document shall be immediately rejected.
10. Last date of submission of application is 06/01/2023 up to 4.00 p.m.
11. Date of interview, Vanue & time :- 11/01/2023 office of the CDPO Udaipur NP ICDS Project, 10.30 a.m.
12. No TA/Da is admissible for appearing the interview.
N.B.:- If any unavoidable circumstances the interview Process may be postponed CDPO, Kakraban ICDS Project.on all working days.

Child Development Project Officer.
Kakraban ICDS Project.
Kakraban Gomati Tripura.

ICA/D-1816/23

সীমান্তে অপরাধ এবং অনুপ্রবেশের দায়ে এক বছরে ৫৯ জন রোহিঙ্গা ১৬০ জন ভারতীয় এবং ১৫০ জন বাংলাদেশী আটক করল বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। সীমান্তে অপরাধ এবং অনুপ্রবেশের দায়ে এক বছরে ৫৯ জন রোহিঙ্গা, ১৬০ জন ভারতীয় এবং ১৫০ জন বাংলাদেশী-কে বিএসএফ আটক করেছে। এছাড়া, অসাবধানতাবসত সীমান্ত অতিক্রমের ফলে ধৃত ১১ জন বাংলাদেশীকে মানবিকতার খাতিরে বিজিবি-র হাতে তুলে দিয়েছে। তাঁরা দীর্ঘ সময় পর দেশে স্বজনদের কাছে ফিরে গেছেন। এক বছরের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে এসমস্ত বিষয় জানিয়েছেন বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক।

তাঁর দাবি, ২০২২ সালে ত্রিপুরায় বিএসএফ দক্ষতার সাথে সীমান্তে নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। ইন্দো-বাংলা সীমান্তে পাহাড়া দেওয়ার সময় পাচারকারীদের সাথে মোকাবিলা এবং অনুপ্রবেশকারীদের ঠেকানো, বিএসএফ সবই কঠোর হাতে সামলেছে। তিনি বলেন, বিএসএফ সীমান্তে অত্যন্ত উচ্চ স্তরের নজরদারি এবং সতর্কতা অবলম্বনের ফলে পাচারকারীরা পাচার বাণিজ্য চালাতে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, বিএসএফ সীমান্ত দিয়ে পাচারের সময় ১৮১৩টি গবাদি পশু উদ্ধার করেছে। শুধু তাই নয়, ৬৬,৬০৮টি ফেন্সিডিলের বোতল, ১৮৬৮৫ কেজি গাঁজা, ১,১৪,৬৫৮টি ইয়াবা ট্যাবলেট, ৮৬.২৫২ গ্রাম স্বর্ণ, ১০০ গ্রাম রূপা, ১৫১৩.৩৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার, বাংলাদেশী মুদ্রায় ৪৮, ৩৫,৭৫৩ টাকা এবং ৫৮ কোটি ৩৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬১৮ টাকা মূল্যের অন্যান্য পণ্য সামগ্রী পাচারের সময় উদ্ধার করেছে। বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়ারের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানান, ত্রিপুরায় ইন্দো-বাংলা সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ এবং অপরাধের দায়ে ৫৯ জ রোহিঙ্গা, ১৬০ জন ভারতীয় এবং ১৫০ জন বাংলাদেশীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মানবিক দিক বিবেচনা করে অসাবধানতাবসত সীমান্ত অতিক্রমের দায়ে ধৃত ১১ জন বাংলাদেশী নাগরিককে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

সাথে তিনি যোগ করেন, ২০২২ সালে দুই দেশের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিএসএফ এবং বিজিবির আইজি স্তরের আধিকারিকদের দুইবার বৈঠক করেছে। ওই বৈঠকে, উগ্রপন্থী গতিবিধি, সীমান্ত অপরাধ, অনুপ্রবেশ, অসমাপ্ত পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। শুধু তাই নয়, দুই দেশের মানুষের মধ্যে বৃহত্তর সমন্বয় এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে আগরতলা থেকে কলকাতা ভায়া বাংলাদেশ সাইকেল রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে, বলেন তিনি।

মঙ্গলবার ঋষ্যমুখে তিপ্রা মথার ঘর ঘর অভিযান। ছবি নিজস্ব।

গোলাঘাটিতে পথসভা ও শীতবস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ জানুয়ারী।। নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে প্রচারে আরো নতুন পন্থা অবলম্বন করছে শাসকদল বিজেপি।ভোটের প্রচারে এখনও এগিয়ে রয়েছে শাসক দল বিজেপি। জনগণের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করতে একের পর এক সাংগঠনিক পরিকল্পনা অবলম্বন করছেন। শাসক দল বিজেপির ঘরে ঘরে বিজেপি অভিযানে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়েছে। ইংরেজি নতুন বছরের শুরুতেই প্রচারে ঝড় তুলেছে বিজেপি। মন্ডল প্রদেশ ভিত্তিক সবগুলি মোর্চা পৃথকভাবে জনসভা করছে। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক আরও নিবিড় করতে এবার শুরু হয়েছে বুথ ভিত্তিক পথসভা এবং উঠোন সভা। গোলাঘাটি বিধানসভার ৭ এবং ৩২ নম্বর বুথে বিজেপির বুথ ভিত্তিক কার্যক্রমে কার্যকর্তাদের ব্যাপক উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়। প্রতি বুথে বিজেপির জয় সুনিশ্চিত করতে মাঠ পর্যায়ে সংঘবদ্ধভাবে কাজ শুরু করেছে সকল স্তরের কার্যকর্তা। সোমবার সন্ধ্যা রাতে গোলাঘাটি বিধানসভার গোলাঘাটি পঞ্চায়েতের ৩২ নম্বর বুথ ধলীপুকুরে বিজেপির পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গরীব দুঃস্থদের মধ্যে শীত কম্বল বিতরন করা হয়। এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন বিজেপির প্রদেশ সম্পাদিকা মৌসুমি দাস, জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, বুথ সভাপতি সুজিত সিনহা প্রমুখ। মহিলা স্বশক্তিকরণে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের প্রকল্প গুলো নিয়ে আলোচনা করেন মৌসুমী দাস। জেলা সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক সন্ত্রাস ইস্যুতে সিপিএমকে তুলোধুনো করেন। বলেন পঁচিশ বছর অনেক মায়ের বুক খালি হয়েছে। পুত্র হারিয়েছে পিতা, স্ত্রী হারিয়েছে স্বামী। এই সিপিএমের মুখে গণতন্ত্রের কথা বেমানান। তিনি বলেন বিজেপি রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছে। বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা বলেন উন্নয়ন তরান্বিত করতে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে আরো বেশি ভোটে বিজেপিকে জয়ী করুন। এছাড়া এদিন সন্ধ্যায় গোলাঘাটি বিধানসভার শ্রীনগর পঞ্চায়েতের ৭ নম্বর বুথে প্রবীণ কার্যকর্তা মানিক দাসের বাড়িতে উঠোন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে কিছু সিপিএমের সমর্থক বিজেপিতে যোগ দেন। উঠোন সভায় ছিলেন মন্ডল সহসভাপতি কিশোর ঘোষ, শক্তি ইনচার্জ গৌতম দেবনাথ, বুথ সভাপতি তপন সাহা। শাসকদলের একের পর এক সাংগঠনিক কর্মসূচিতে সাধারণ জনসাধারণের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে এখনো প্রচারে এগিয়ে আছে বিজেপি। বিজেপির রাজ্যে নেতৃত্ব ও একেরপর এক সাংগঠনিক কর্মসূচি নিয়ে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়েছেন।

বিশালগড়ে নতুন ভোটরদের সংবর্ধনা দিল যুব মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩ জানুয়ারী।। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। বিধানসভা নির্বাচনের উপর নির্ভর করে রাজ্যের উন্নয়ন, রাজ্যেবাসীর উন্নয়ন। বিধানসভা ভোটেই নির্ধারিত হয় আগামী পাঁচ বছরের রাজ্যে পরিচালনা করার দায়িত্ব কার হাতে থাকবে। আর রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব কাকে দেবেন তা নির্ণয় করেন রাজ্যের গণদেবতা। এক্ষেত্রে অবশ্যই নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে নতুন ভোটারগণ। মঙ্গলবার বিশালগড় অফিস টিলা টাউন হলে বিশালগড় যুব মোর্চার মন্ডল কমিটির পক্ষ থেকে নতুন ভোটারদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। মঙ্গলবার বিশালগড় টাউন হলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি নবাদল বণিক, বিজেপির বিশালগড় মন্ডল সভাপতি তথা পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সুশান্ত দেব, আইনজীবী নিতাই চৌধুরী, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন ছন্দা দেববর্মা, যুব মোর্চার জেলা সাধারণ সম্পাদক প্রিতম সাহা, মোর্চার মন্ডল সভাপতি অনুরাগ চক্রবর্তী প্রমুখ। ভোটার তালিকায় নাম নথিভুক্তিকরণ করা নতুন ভোটারদের উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়। ভাষণে বিজেপির বিশালগড় মন্ডল সভাপতি সুশান্ত দেব বলেন সরকার এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার অঙ্গীকার নিয়ে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নতুন ভারত গড়ার কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন বাস্তবায়নের দায়িত্ব আজকের নবপ্রজন্মকে নিতে হবে। আপনারা এখন ভোটার। এটা অধিকার। তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের দায়িত্ব গুলি পালন করতে হবে। যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি নবাদল বণিক বলেন স্বচ্ছতা থাকলে উন্নতি সম্ভব। আজ স্বচ্ছ নিয়োগ নীতির মাধ্যমে সরকারি চাকরি হচ্ছে। সকল বেকার যুবক যুবতীদের অধিকার দিয়েছে সরকার। বিগত সরকারের অস্বচ্ছতা এবং দাম্ভিক মানসিকতার কারণে ১০৩২৩ জন শিক্ষক কাজ হারিয়েছে। তিনি বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে উন্নত শক্তিশালী ভারত গড়ার কাজ চলছে। সন্ত্রাসবাদী এবং বহিঃশত্রুদের কোমড় ভেঙে পড়েছে। আজ ভারত জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন নিচ্ছে। শান্তি উন্নতি সমৃদ্ধশালী ভারত গড়তে নতুন প্রজন্মকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। শেষে সকল নতুন ভোটারদের শুভেচ্ছা স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। নতুন ভোটারদের উপস্থিতি এবং উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। কারন তাদের কাছে ভোট মানে উৎসব। তাদের মূল্যবান মতামত মূল্যবান ভোট দেশ নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। নতুন ভোটারদের ভোট দানে উৎসাহিত করতে যুব মোর্চার এমন কর্মসূচি যথেষ্ঠ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বড়জলায় কংগ্রেসের কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। মঙ্গলবার বড়জলা কংগ্রেস ভবনের সামনে জেলা ব্লক কংগ্রেসের উদ্যোগে এক প্রকাশ্য কর্মী সম্মেলন ও সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা তথা ত্রিপুরার দায়িত্বপ্রাপ্ত জরিতা লাইটফলং সহ অন্যান্য নেতৃত্ব। বড়জলা ব্লক কংগ্রেসের অন্তর্গত বিভিন্ন বুথের সভাপতি ও শাখা সংগঠন গুলির নেতৃত্বরা এই কর্মী সম্মেলনে অংশ নেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে এদিনের সভায় আলোচনা করা হয়। বড়জলা বিধানসভা আসনটি কংগ্রেসের ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটি পুনরুদ্ধারের জন্য এই সাংগঠনিক বৈঠক বলে জানান পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা।

তেলিয়ামুড়ায় উদ্বোধন হতে চলেছে অত্যাধুনিক মোটরস্ট্যান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৩ জানুয়ারী।। তেলিয়ামুড়া বাসীর দীর্ঘদিনের দাবি এবার বিধায়িকার হাত ধরে বাস্তবায়নের পথে। অত্যাধুনিক সুবিধা যুক্ত মোটর স্যান্ড এবং বৈদ্যুতিক মহাশ্মশান ঘাট নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে। উল্লেখ্য থাকে, এই মোটর স্ট্যান্ডের নির্মানের জন্য দীর্ঘ দিন ধরে তেলিয়ামুড়া বাসী দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু তৎকালীন বামসরকার তেলিয়ামুড়া বাসীর জন্য উন্নত মানের মোটর স্যান্ড নির্মাণ করে দিতে ব্যর্থ ছিল। ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতার মসনদে বসে বিজেপি সরকারের বর্তমান বিধায়িকা কল্যাণী রায় তেলিয়ামুড়া বাসীর দীর্ঘদিনের দাবি মান্যতা দিয়ে নির্মাণ কাজ শুরু করে। বর্তমানে নির্মাণ কাজ চলছে জোর গতিতে। এই নির্মানকাজ শেষ হলে তেলিয়ামুড়া বাসী এবং মোটর শ্রমিকদের দীর্ঘদিনের আশা বাস্তবায়িত হবে। এ প্রসঙ্গে ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যানী রায় জানান, এই মোটর স্ট্যান্ড নির্মাণের জন্য মোট প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যায় করা হচ্ছে। অপরদিকে তেলিয়ামুড়া বাসীর স্বার্থে দীর্ঘ বছর যাবৎ একটা দাবী উঠেছিল তেলিয়ামুড়ার শ্মশানঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লীর ব্যাবস্থা করা।

সেই দাবীকে মান্যতা দিয়ে মহাশ্মশান ঘাটে বৈদ্যুতিক চুল্লী বসানোর ব্যাবস্থা করা হয় বিধায়িকা কল্যানী রায়ের একান্ত প্রচেষ্টায়। ইতি মধ্যে প্রায় ৮০ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে বলে জানান বিধায়িকা কল্যানী রায়। এই দুটি কাজই অতি দ্রুততা''র সহিত সম্পন্ন করা হচ্ছে বলে জানান বিধায়িকা কল্যানী রায়।

কাঞ্চনমালায় নতুন ভোটারদের সংবর্ধনা দিল বিজেপির যুব মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। শাসক দল বিজেপির যুব সংগঠন যুব মোর্চার উদ্যোগে মঙ্গলবার গোলাকাটি বিধানসভা কেন্দ্রের কাঞ্চনমালা কমিউনিটি হলে নতুন ভোটারদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। মঙ্গলবার গোলাঘাটি বিধানসভার যুব মোর্চার উদ্যোগে কাঞ্চনমালা কমিউনিটি হলে নতুন ভোটারদের সংবর্ধনা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোলাঘাটি বিধানসভার বিধায়ক বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার উত্তরাংশের যুব মোর্চার সভাপতি দীপ্তনু দাস, মন্ডল সভাপতি রামকৃষ্ণ সাহা, মন্ডলের যুব মোর্চার সভাপতি হরিশংকর ভৌমিক সহ জেলা এবং মন্ডল স্তরের যুব মোর্চার কর্মী সমর্থকরা। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়া নতুন ভোটারদের হাতে ফুল এবং মিষ্টি তুলে দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত যুব মোর্চার নেতারা। স্বাগত ভাষণ রাখতে গিয়ে বিধায়ক সহ জেলার যুব মোর্চার সভাপতি দীপ্তনু দাস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে জানিয়েছেন বিরোধীদের কাজ হল বর্তমান সরকারের উন্নয়নের গতিকে রুখার চেষ্টা করা বিরোধীরা কোনদিনও বর্তমান সরকারের উন্নয়নকে ভালো চোখে দেখতে পারছে না। তারা আরো জানিয়েছেন রাজ্যের মানুষ বিরোধীদের চক্রান্ত অবশ্যই বুঝে গিয়েছে যার ফলে আগামী ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে সবাই আবার বিজেপিকেই ক্ষমতায় দেখতে চাইছে।

দ্বিতীয় বিয়ে করেছে স্বামী, সুবিচার চাইতে থানার দ্বারস্থ প্রথমা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। প্রথমাকে রেখে গোপনে দ্বিতীয় বিয়ে করে পৃথক ভাবে থাকতে শুরু করে স্বামী হরলাল নমঃ। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসার পর প্রথমা স্ত্রী দারস্থ হয়েছেন থানার। মহিলার বক্তব্য তাঁকে না জানিয়ে কাজের নাম করে চলে যায় স্বামী হরলাল। এরপর শ্বশুর বাড়ির লোকের মদতে দ্বিতীয় বার বিয়ে করে সে। বিষয়টি জানতে পেরে দশদা কাঞ্চনপুর সাতনালা বিশ্বাস পাড়া শ্বশুর বাড়িতে যায় প্রথমা স্ত্রী। তাদের কাছে জানতে চাইলে কোন সদুত্তর পায়নি। শাশুড়ি কল্পনা নমঃ জোর করে স্বামী হরলাল নমঃকে বিয়ে করতে চাপ দেয়। এর পরেই বিয়ে করে হরলাল। বর্তমানে শাশুড়ি সেকেরকোট এলাকার পাণ্ডবপুরে রয়েছে বলে জানান প্রথমা স্ত্রী। বর্তমানে জিবি পূর্বচানমারী এলাকায় এক ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে কোন রমকে রয়েছেন। স্বামী রাজ মিস্ত্রীর কথা বলে বাড়ি থেকে বের হয়ে গিয়ে এই কান্ড ঘটায় বলে অভিযোগ। স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য প্রশাসনের দারস্থ হয়েছেন তিনি।

হাওয়াইবাড়িতে রেগা প্রকল্পে জলাশয় খনন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। উন্নয়ন কর্মসূচির কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। এম .জি .এন রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে এবার জলাশয় খননের কাজ চলছে দ্রুতগতিতে। এমনই চিত্র ধরা পরল তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অধীনে পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈশ খামারবাড়ি এলাকায়। মূলত জলাশয়টির নামাকরণ রাখা হবে অমৃত সরোবর। এই এলাকায় জলাশয়টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে বৈশ খামারবাড়ি এলাকার মানুষজনের দৈনন্দিন ব্যবহারের জলের সমস্যা অনেকটাই হ্রাস পাবে। জলাশয় নির্মাণ কাজে নিযুক্ত এক শ্রমিক জানান এটি মূলত এম.জি.এন রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে খনন করার কাজ চলছে। এতে ১২০ জন শ্রমিক কাজ করছে। জলাশয় খননের কাজটি শুরু হয়েছিল ৯ দিন পূর্বে। এটি ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে রয়েছে। মঙ্গলবার জলাশয় খনন কার্যের স্থলে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় শ্রমিকরা বেশ খোশ মেজাজে কাজ করছে।

এদিকে, তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অধীনে পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈশ খামারবাড়ি এলাকায় এম .জি .এন রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে পুকুর খননের কাজ চলেছে দ্রুত গতিতে। রাজ্য সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। এবার জলাশয় খনন, দালান বাড়ি নির্মাণ, রাস্তাঘাট সর্বক্ষেত্রেই উন্নয়নের কাজটা চলছে দ্রুত গতিতে। এম .জি .এন রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে এবার জলাশয় খননের কাজ চলছে। এমনই কাজ ধরা পরল তেলিয়ামুড়া আর ডি ব্লকের অধীনে পশ্চিম হাওয়াইবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের বৈশ খামারবাড়ি এলাকায়। মূলত জলাশয়টির নামাকরণ রাখা হবে *অমৃত সরোবর*। এই এলাকায় জলাশয়টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলে বৈশ খামারবাড়ি এলাকার মানুষজনের দৈনন্দিন ব্যবহারের জলের সমস্যা অনেকটাই হ্রাস পাবে। এ ব্যাপারে জলাশয় নির্মাণ কাজে নিযুক্ত এক শ্রমিক জানান,, এটি মূলত এম.জি.এন রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে খনন করার কাজ চলছে। এতে ১২০ জন শ্রমিক কাজ করছে। জলাশয় খননের কাজটি শুরু হয়েছিল আজ থেকে ৯ দিন পূর্বে। বর্তমানেও জলাশয় নির্মাণের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। এটি মূলত ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে। মঙ্গলবার দিন জলাশয় খনন কার্যের স্থলে গিয়ে প্রত্যক্ষ করা গেল শ্রমিকরা বেশ খোশ মেজাজে কাজ করছে। অন্যদিকে এখানে *অমৃত সরোবর* নামে জলাশয় খনন কার্য সম্পন্ন হলে অনেকে মৎস্য চাষও করতে পারবে।

খোয়াইয়ে কিষাণ মোর্চার প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩ জানুয়ারী।। মঙ্গলবার বিকেলে ভারতীয় জনতা পার্টি কিষাণ মোর্চা মন্ডল কমিটির উদ্যোগে খোয়াই মন্ডল ভিত্তিক প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। খোয়াই নৃপেন চক্রবর্তী এভিনিউর মোহর মুক্ত মঞ্চ এই জনসভার আয়োজন করা হয়। জনসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কিষাণ মোর্চার রাজ্য সভাপতি জহর সাহা। তাছাড়া খোয়াই মন্ডল সভাপতি সুব্রত মজুমদার, জনতা পার্টি খোয়াই জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমীর দাস সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কিষাণ মোর্চার উদ্যোগে মন্ডল ভিত্তিক জনসভা। এই জনসভায় দলীয় কর্মীর সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। প্রধান বক্তা উনার ভাষণে সিপিএম ও কংগ্রেস দলের নীতি আদর্শের তীব্র সমালোচনা করেন।

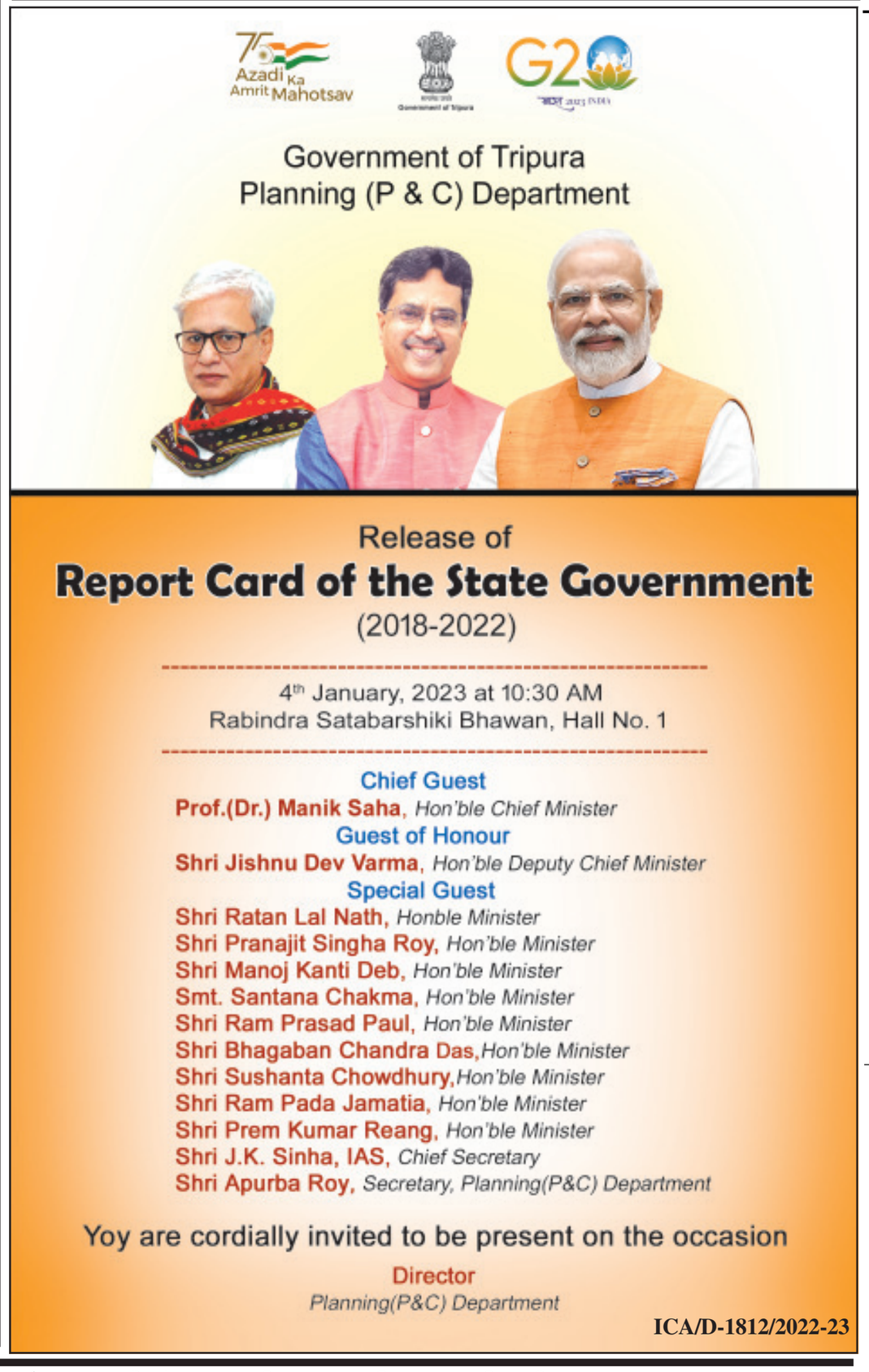

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।